807 i
9.10 91.

১৩০৮ বঙ্গাব্দে

নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

৩০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা,
ভাদ্র, ১৩৩৮

BENGALI TRANSLATOR'S OFFICE
10. OCT. 1931
9 OCT 1931

সম্পাদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন"
পোঃ—আন্দুল-মৌড়ী, জেলা—হাওড়া
হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা
নমুনা প্রতি খণ্ড ৶০ তিন আনা, ভিঃ পিতে ১৶০ আনা

IMPERIAL LIBRARY

পারফিউম ক্যাষ্টর অয়েল

যাবতীয় মস্তিষ্কের পীড়া দূর করিয়া

কেশবর্দ্ধনে

অদ্বিতীয়।

চারি আউন্স শিশি ৸০ বার আনা।

"ফটো ক্যামেরা" ও

ফটোগ্রাফের যাবতীয় সরঞ্জাম এবং

"চশমা" ও "দাঁত"

অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা করাইয়া

ব্য বস্থানুযায়ী জিনিস সর্ব্বদা সরবরাহ করা হয়।

সেন লাহা এণ্ড কোং

৫৩।এ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

মঙ্গলাচরণম্		১
প্রার্থনা ও বক্তব্য	সম্পাদক	২
দশটী নামাপরাধের পদ্যানুবাদ	পরিব্রাজক শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবা	৪
শ্রীশ্রীকালিদাস ঠাকুর	শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস	৫
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে	শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ, কাব্যতীর্থ	১৭
মহামহোপাধ্যায়ের সত্যবাণী	শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর	১৮
দয়াধর্ম্মের মাহাত্ম্য	শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ	২২
পণ্ডিত প্রবর ৺লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর মহাপ্রয়াণে		২৯

৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

No. 182.RR.892.61
1.11.32

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

৩০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

ভাদ্র ১৩৩৮

মঙ্গলাচরণম্

নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
কংশ-বংশ বি[illegible]কেশি চানুর-ঘাতিনে।
বৃষভধ্বজ বন্দ্যায় পার্থ-সারথয়ে নমঃ ॥
বেণুবাদন-শীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দী-কূললীলায় লোলকুণ্ডলধারিণে ॥
বল্লবী বদনাম্ভোজ মালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥
প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধি ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো ॥
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজন মনোহর।
সংসার সাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো ॥

IMPERIAL LIBRARY

প্রার্থনা ও বক্তব্য

ন মে তপস্যা ন চ যোগচর্য্যা ন ভক্ত সঙ্গো ন চ দেবসেবা।
তথাপি ময্যেহ ভবার্ণবস্থে দয়াং চ তে নাথ বিভাব্য বিহ্বলঃ॥

এমন সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া যাহা করা উচিত সেরূপ তপস্যা আদৌ করিলাম না, যোগক্রিয়াদি দ্বারা দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া স্থিরচিত্তে তোমাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলাম না। যেসকল ভাগ্যবান তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, তোমাগত চিত্ত হইয়া তোমার স্মরণ-মননে, তোমার গুণ গানে বিমল আনন্দ লাভে ধন্য হইয়াছেন—যাঁহাদিগের সঙ্গ পাইলে হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয় সেই সকল তোমার অভিপ্রিয় ভক্তের সঙ্গ করিবার আগ্রহও প্রাণে জাগিল না। পাপ তাপ, বিক্ষেপ বিপত্তি বিনাশের জন্য অকপট চিত্তে কোন দেব সেবাও করিলাম না। এ অবস্থায় আমার গতি কি হইবে তাহা ভাবিয়া এখন অতিশয় কাতর হইয়াছি, আর যে নিজের চেষ্টায় কিছু করিয়া প্রাণে শান্তি পাইব এমন আশাও নাই। এখন একমাত্র ভরসা তোমার কৃপা। আমাকে পতিত দেখিয়া—অযোগ্য দেখিয়া—বিপদ সাগরে মগ্ন দেখিয়া দয়ানিধি তুমি কি কৃপাদৃষ্টি করিবে না! তোমার দয়াই যে জীবের একমাত্র অবলম্বন।

তোমারই দয়ায় এবং পাঠকগণের উৎসাহপূর্ণ সহানুভূতিতে "ভক্তি" আজ ৩০শ বর্ষ আরম্ভ হইল। এত বিপদ, এত বিক্ষেপ, এত অভাব অভিযোগের মধ্যদিয়াও যে "ভক্তি" ভক্তগণের নিকট নিজ উদ্দেশ্য

সাধনে পশ্চাৎপদ হয় নাই ইহাও তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। আজ নববর্ষারম্ভে আমার নিজের কথা আর বিশেষ কিছু না বলিয়া ভক্ত কবির ভাষায় বলি :—

"নূতন বরষে নূতন করিয়া
নূতন শকতি দাও হে।
হিংসা দ্বেষ মান দূরে ফেলে দাও,
তৃণ হ'তে নীচ হইতে শিখাও;
সত্য সদনে দয়া ক'রে নাও
নূতন শকতি দাও হে॥
দুরাশা দুঃখ দীনতা জড়তা
মুছাও চখের জল—
তোমার কাজে খাটিতে শিখিতে
দাও হে নূতন বল—
তোমার প্রেমেতে ভাসিতে ডুবিতে,
তব গুণ-গান গাহিতে শিখিতে,
সুখ দুঃখ ভুলে তব কোলে যেতে
নূতন শকতি দাও হে॥"

উপসংহারে ভক্তির পাঠকগণের নিকট দু'একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। এতদিন যাবৎ নানা ভাবের ভাবুক ভক্তগণের লেখা ভক্তিতে প্রকাশ হইয়াছে, এখনও বহু প্রবন্ধ প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিয়াছি, কেবল ভক্তির অঙ্কে স্থান পাই না বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। এতদিনে—সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরে ভক্তির আকার খুবই বড় হওয়া উচিত ছিল, এজন্য কোন কোন ভক্ত কেন হয় নাই তাহার কৈফিয়ৎও চাহিয়াছেন; কিন্তু মোটামুটি ধরিতে গেলে

তাহার জন্য দায়ী দেশের লোক। সকলে যদি ভক্তিকে আদর করিয়া গ্রহণ করিতেন তবে আজ ইচ্ছামত ভক্তির আকার বাড়াইয়া মনের সাধে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে পারিতাম। এই নাটক নভেলের যুগে—এই কুরুচিপূর্ণ অসংযত আর্টের যুগে এমন সাদা সিদে কাগজের আদর হইবে না তাহা বুঝি, কিন্তু কর্ত্তব্য ত একটা আছে, সেটা জানিয়া শুনিয়া খোয়াই-ইবা কি করিয়া? তবে গ্রাহকগণ যদি একটু কৃপাদৃষ্টি করেন তাঁহারা যদি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া নিজ নিজ বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে ভক্তির বহুল প্রচার করেন তবে আমাদের আশা পূর্ণ হইতে বোধ হয়, বিশেষ বিলম্ব হয় না।

দেশের লোকের সহানুভূতির অভাবে এই বৎসরেই আমাদের সহযোগী ২।৩ খানি পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জানি না, দেশের এই দুর্দ্দিনে এই প্রাচীন পত্রিকাখানি সাধারণের নিকট গত উনত্রিশ বৎসরের ন্যায় আদর পাইবে কি না। কিন্তু আশাই সকল কার্য্যের মূল এবং সেই "আশা শুভ হইলে নিশ্চয়ই শ্রীভগবান পূর্ণ করিয়া থাকেন" এই ভরসা লইয়া আমরা নূতন উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে নামিলাম। সকলে সাধ্যমত চেষ্টা করুন এবং শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন যাহাতে আমাদের চেষ্টা ফলবতী হয়। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছার জয় হউক।

সম্পাদক

দশটী নামাপরাধের পদ্যানুবাদ

(পরিব্রাজক শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবা।)

নামাশ্রয়ী নিন্দা যদি করে সাধুজনে।
বিষ্ণু সঙ্গে শিবাদিকে ভিন্ন করি মানে॥

গুরু কিম্বা গুরুজনে হয় শ্রদ্ধা হীন।
নিন্দে বেদ কিম্বা শাস্ত্র বেদের অধীন॥
নামের মাহাত্ম্যে যদি করে অবিশ্বাস।
নাম ব্রহ্ম না মানিয়া ভিন্ন অর্থে ভাষ॥
নাম হৈতে যাগ যজ্ঞ বড় কবি মানে।
নাম বলে পাপ করে ভয় নাহি প্রাণে॥
শ্রদ্ধাহীনে দেয় নাম বটে অপবাদ।
মাহাত্ম্য অপ্রীতি দশ নাম অপরাধ॥

—০—

শ্রীশ্রীকালিদাস ঠাকুর

ভক্ত-চরিত্র আলোচনার ফল অসীম। নানাবিধ অসৎ প্রসঙ্গে মন সর্ব্বদাই চঞ্চল হয়, শত চেষ্টা দ্বারাও মনকে ভগবন্মুখী করা যায় না। নিজের চেষ্টা—নিজের সামর্থ যেখানে ব্যর্থ হয় সেইখানেই মন আদর্শ খুঁজিয়া বেড়ায়। ঠিক যদি মনের মত আদর্শ লাভ হয়, তবে সহজেই চিত্ত সেই আদর্শ ধরিয়া নিজ গন্তব্য পথ ঠিক করিয়া লইতে সমর্থ হয়। আমরা ভক্তিতে বহুবার বহু ভক্তের আদর্শ চরিত্র প্রকাশ করিয়াছি; এবারে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকালিদাসের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনার অবসর পাইয়াছি। ১৩০৮ সালে শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস এই মহাপুরুষের চরিত্র যাহা লিখিয়াছিলেন আমরা সেইটীই ভক্তির পাঠকগণকে উপহার দিলাম। ভক্তগণ আস্বাদন করুন এবং অধমকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন কালিদাসের নিষ্ঠার এক কণার্দ্ধ

লাভেও ধন্য হইতে পারি। বলা বাহুল্য এই কালিদাসের চরিত্র বর্ণনে ঝড়ুঠাকুরের পবিত্র চরিত্র কথাও কিছু কিছু দেখান হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেরূপ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দ্বারা কৃষ্ণভক্তি, রায় রামানন্দের দ্বারা ব্রজের শুদ্ধভাব, স্বরূপ দামোদর কর্ত্তৃক ব্রজের মধুর রস ও হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা নাম প্রকাশ করিয়াছেন; সেইরূপ কালিদাস মহাশয়ের দ্বারা ভক্তজনের প্রসাদ, পদধূলা এবং চরণ ধৌত জলের মাহাত্ম্য জগতে প্রচারিত করিয়াছেন। প্রসাদাদির মহিমার বিষয় ভক্তি-অভিলাষি জনগণের একান্ত আলোচ্য এবং তাহা কালিদাস চরিত্রে অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। কাজেই কালিদাস কাহিনী আমার মত সাধন ভজন বিহীনের খুব মনোযোগ সহকারে অনুশীলন আবশ্যক। এ আলোচনায় শুদ্ধ ভজনে অসমর্থ ব্যক্তিও কেবল বিশ্বাসেই প্রসাদ ভোজন প্রভৃতি কার্য্যে ভক্তিলাভ করিয়া শ্রীভগবানকে পাইবার উপায় লাভ করিবেন। এইসহজ সাধনে অপরাধ সংঘটনের মাত্রও সম্ভাবনা নাই। বরং ক্রমে পাপ অপরাধ দূরীভূত হইয়া হৃদয় নির্ম্মল ও মন চাঞ্চল্য রহিত হইবে।

কালিদাস ঠাকুর প্রদর্শিত ভক্তি লাভের কার্য্যকলাপ আমাদের আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক পণ্ডিতগণেরও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তাঁহারাও উপকৃত হইবেন। তাঁহাদের সময় ব্যয় নিরর্থক হইবে না। কারণ কালিদাসের অনুষ্ঠানে দ্রব্যগুণের ক্রিয়া শক্তির সংস্রব আছে। আর তাহাতে ভক্তের বল—সুদৃঢ় বিশ্বাস দেদীপ্যমান।

"বিশ্বাস" বড় একটী অপূর্ব্ব অপরিমেয় শক্তিশালী বস্তু। ভক্তি-রাজ্যে বিশ্বাসের কার্য্যকারিতার তুলনা নাই। এক বৎসরের বা একাধিক বৎসরের বিপুল যত্ন চেষ্টায় যাহা হয় নাই, এক মুহূর্ত্তের

সরল বিশ্বাসে অনায়াসে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে। বিশ্বাসী বিস্মিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ-মনে করিবেন। অথচ তাঁহারই বিশ্বাসে কার্য্য হইয়াছে। এজন্য বলিয়াছি বিশ্বাস—ধ্রুব বিশ্বাস বস্তুটীর শক্তি অসীম, ধারণার অতীত। শাস্ত্র বলিতেছেন—"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।"

শ্রীভগবান আছেন,—তিনি ভক্তির বশ। ভক্তি পূর্ব্বক অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভজনা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। এই অবিচলিত ধারণার নাম—বিশ্বাস। বুঝিবার জন্য বিনীত শান্তভাবে নিষ্কপটচিত্তে জিজ্ঞাসা,—উত্তর প্রত্যুত্তর—তর্ক নহে; তর্ক সাদা কথায় সগর্ব্বে অনর্থক অপ্রিয়-নীরস জল্পনায় সুসিদ্ধান্তিত মত উড়াইয়া দেওয়ার উদ্ভট চেষ্টা। এ প্রকার তার্কিকদের কুতর্কে ভগবান বহু ব্যবধানে অবস্থিত। তার্কিক ও অবিশ্বাসী, শ্রীমহাপ্রভুকে পাওয়া দূরে থাক্,—অনুভবেও আনিতে পারে না! অতএব ভগবচ্চরণাশ্রিত হইতে যাঁহাদের বলবতী ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের পক্ষে তর্ক সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য; দৃঢ় বিশ্বাসী হইবার জন্য সতত যত্নশীল থাকা কর্ত্তব্য।

কালিদাস একমাত্র শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাসে তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া শ্রীভগবানকে পাইয়াছেন। তাঁহার ভজন ও ভগবৎ কৃপা প্রাপ্তি-প্রদর্শনার্থ এ প্রবন্ধের অবতারণা। পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে ঐ প্রস্তাব-প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হইবে অনুভব করি। এখন কালিদাস ঠাকুরের বড় ভরসাপ্রদ মধুর কাহিনী আরম্ভ করা যাউক।

রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীগৌরসুন্দর-দর্শন মানসে গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলাভিমুখে ছুটিয়াছেন। সকলেই উৎসাহে উল্লসিত, ভাবে বিভোর, আনন্দে উৎফুল্ল। কেন না, যে মূর্ত্তিকে অহর্নিশ হৃদয়ে দর্শন করেন,

আজ, সেই প্রাণ প্রভুকে সাক্ষাৎভাবে দেখিবার জন্য সকলে একসঙ্গে যাইতেছেন, সুতরাং আনন্দের পরিসীমা নাই। এই সঙ্গে কালিদাসও চলিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে আর নীলাচলে যান নাই, এই প্রথম যাইতেছেন। তাঁহার কৃষ্ণ-চৈতন্য-দর্শন-অনুরাগ-জাত আহ্লাদ অন্যান্য বৈষ্ণব অপেক্ষা কতক পৃথক ভাবের। বহুদিন বিদেশে কার্য্যক্ষেত্রে বাসের পর সচ্চরিত্র পতি যখন তাঁহার সতী সহধর্ম্মিনীকে নিজের নিকটে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন, তখন স্বামীর নিকট আসিবার সময় সেই সতীর পতি-দর্শনের আশায় মনে যেমন নব নব ভাবের উদয় হয়, পূজ্যপাদ কালিদাস ঠাকুরের সেই প্রকারের শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনাহ্লাদ হইয়াছিল, হওয়াই স্বাভাবিক। ভক্তগণের সঙ্গে কয়েক দিনে কালিদাস শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

তা সবার সঙ্গে আইলা কালিদাস নাম।
কৃষ্ণ নাম বিনা তিহোঁ নাহি কহে আন॥
মহাভাগবত তিহোঁ সরল উদার।
কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার॥
কৌতুকেতে তিহোঁ যদি পাশক খেলায়।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কহি পাশক চালায়॥

কালিদাস কি প্রকার নামনিষ্ঠ, কত বড় উদার ভক্ত, এই উদ্ধৃত পদে তদাভাস পাওয়া গেল। ভক্তজনকে জানিলে, স্বভাবতঃ তাঁহার একটু পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হয়। কালিদাসের পরিচয়ে সকলে সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি প্রখ্যাত নামা রঘুনাথ-দাস গোস্বামিপাদের জ্ঞাতি খুড়া; কালিদাসের এই পরিচয়ই যথেষ্ট, অন্য পরিচয়ের আর আবশ্যক নাই। কালিদাস বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়াছেন। গৌড়দেশে যত বৈষ্ণব ছিলেন, ইনি সকলের উচ্ছিষ্টই আহার

করিয়াছেন। কালিদাস ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ছোট বড় সমস্ত ভক্তের কাছে উপাদেয় সামগ্রী লইয়া গিয়া, আগ্রহ সহকারে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেন। শেষে কাকুতি মিনতি করিয়া ভোজন পাত্রটী লইয়া পাত্রে যাহা কিছু থাকিত আনন্দে চাটিয়া খাইতেন। কোথায় বা প্রার্থনা করিয়া ভোজনপাত্র না পাইলে লুকাইয়া থাকিতেন। পাত্র ফেলিয়া গেলে, তাহা আনিয়া, যাহা অবশিষ্ট পাইতেন, তাহাই যত্নে আহার করিতেন। শূদ্র বৈষ্ণব গৃহেও ভেটবস্তু লইয়া যাওয়ায় তাঁহার অভ্যাস ছিল। সেখানেও লুকাইয়া উচ্ছিষ্ট আহার করিতেন।

ভূমিমালী জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তাঁর নাম।
আম্রফল লইয়া তিহোঁ গেলা তাঁর স্থান।
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
তাঁহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল॥
পড়ার সহিত তিনি আছেন বসিয়া।
বহু সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি তাঁহাসনে।
ঝড়ু ঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে॥
আমি নীচ জাতি তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিব তোমার সেবন॥
আজ্ঞা কর ব্রাহ্মণ ঘরে অন্ন লইয়া দিয়ে।
তাহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে॥

কালিদাস।—ঠাকুর! আমাকে কৃপা করুন। আমি পতিত পামর—আপনার শ্রীচরণ দর্শনার্থ আসিয়াছি। দর্শন পাইয়া পবিত্র হইলাম। আমার জীবন সার্থক হইল।

এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।
পদরজ দেহ, পাদ মোর শিরে ধর॥

ঝড়ু ঠাকুর।—আমি নীচ জাতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, আপনি সজ্জন বড়-লোক, আমাকে ঐরূপ বলা আপনার উচিত নয়। আপনার কথা শুনিয়া আমার গা শিহরিয়া উঠিয়াছে।

কালিদাস।—আমার প্রার্থনায় আপনি ভীত হইতে পারেন না। শাস্ত্র প্রমাণ কৃপা করিয়া শুনুন।

"নমেভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈদেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যোযথাহ্যহং॥"

অর্থাৎ ভক্তিহীন চতুর্ব্বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত নহেন, ভক্তিমান চণ্ডালও আমার প্রিয়। ভক্ত চণ্ডাল ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে যাহা দেয় আমি আহ্লাদে তাহা গ্রহণ করি এবং আমি যেরূপ পূজ্য আমার সেই চণ্ডাল ভক্ত ও তদ্রূপ পূজনীয়।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যেতদর্পিতমনো বচনে হিতার্থং
প্রাণং পুণাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥

ভগবচ্চরণারবিন্দবিমুখ দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্র অপেক্ষা যে চণ্ডাল কায় মন প্রাণ ভগবানে অর্পণ করিয়াছে সেই চণ্ডালশ্রেষ্ঠ। কারণ তাহাদ্বারা তাহার কুল পবিত্র হইয়াছে গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ কুল পবিত্র করা দূরে থাকুক আত্মোদ্ধার করিতেও অসমর্থ।

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে॥

চণ্ডাল-জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান থাকিলে ঐ চণ্ডালও পূজ্য যেহেতু যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন তাঁহাদের তপস্যা, হোম, তীর্থ-স্নান, সদাচার ও বেদাধ্যয়ন করা হয়।

ভক্তমুখে ভক্তিকথা শুনিলে ভক্ত-হৃদয়ে অতুল অসীম আনন্দের উদ্রেক হয়, সে আনন্দ ভাষায় প্রস্ফুট হয় না। ঝড়ু ঠাকুর কোন ভাগ্যে কখন ভক্ত সম্মিলন-দর্শন ও তাঁহাদের ইষ্ট-গোষ্ঠী শ্রবণ করিবেন সেই আনন্দ অনুভব করিবার আশা ধারণ করিয়া আছেন। কালিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখে ঝড়ু ঠাকুর শাস্ত্রীয় ভক্তিসমর্থক শ্লোক শুনিয়া পরম সুখী ও চরিতার্থ হইলেন।

শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্রে এই সত্য হয়।
সেই নীচ ঐছে যাতে কৃষ্ণ ভক্তি নয়॥
আমি নীচ জাতি আমার নাহি কৃষ্ণ ভক্ত।
অন্যে ঐছে হয় আমার নাহি ঐছে শক্তি॥

কালিদাস বিখ্যাত জমীদার রাজকল্প হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন (দাস গোস্বামীর জেঠা এবং বাপ) মজুমদারের বংশীয়। ঝড়ু ভূমিমালী জাতি, নিম্নশ্রেণী কায়স্থদের মধ্যে একটী দীনহীন মানুষ। কালিদাস সেই ঝড়ুকে আর তাঁহার স্ত্রীকে অতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

পূজ্য পাঠকগণ! দেখুন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত "প্রেমভক্তি" পদার্থটী কি! ঝড়ু পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আসিলে কালিদাস তাঁহাকে বিনীতবাক্যে ফিরাইয়া দিলেন। ঠাকুর নিজ গৃহে গেলে কালিদাস তাঁহার (ঝড়ু ঠাকুরের) চরণচিহ্নিত স্থানের ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া এক স্থানে লুকাইয়া রহিলেন। এভাবে লুক্কায়িত থাকার উদ্দেশ্য বড়ই দুরধিগম্য, বড়ই রহস্যপূর্ণ। পাঠক তাহার মর্ম্ম জানিয়া ভাবেবিমুগ্ধ হইবেন,

অঙ্গ এলাইয়া পড়িবে এমন কি চক্ষু বুজিয়া কিয়ৎ কালের জন্ত অবশ হইয়াও থাকিতে পারেন।

ঝড়ু ঠাকুর ঘরে যাইয়া দেখি আম্রফল।*
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল॥
কলাপাটুয়া ডোঙ্গাটিতে আম্র নিকষিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া॥
চুষি চুষি চোকা আঠি ফেলান পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াইয়া পত্নী খাইল পশ্চাতে॥
আঠি চোকা লই পাটুয়া ডোঙ্গাতে ভরিয়া।
বাহির উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত ফেলাইল লইয়া॥

কালিদাস এতক্ষণ গোপনে ছিলেন। যেমন চোকা আঠি উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে পড়িয়াছে অমনি বাহির হইয়া—

সেই খোলার আঠি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥

তিনি এইরূপে কলে কৌশলে গৌড়ের সমস্ত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট আহার করিয়াছেন। এইযে উচ্ছিষ্ট—গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট কালিদাস ইহা মহাপ্রসাদ জ্ঞানে ভোজন করিলেন। আমার মত অবিশ্বাসীর নিকট ইহা বিস্ময়জনক নয় কি?

আমি যথাকাঞ্জায় শুধু কথায় ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করি,—হৃদয়ের সহিত ভক্তিলাভের জন্য ভক্তি কথা চর্চ্চা করি না। এ অবস্থায় আমার ভক্তিলাভ সুদূর পরাহত।

* কালিদাসপ্রদত্ত আম। ভক্তের দ্রব্য ভক্তজন নিজের বস্তু অপেক্ষা শতগুণ আদরে শ্রীভগবানকে অর্পণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হন।

ঐ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজী কালিদাস নীলাচলে উপস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রসন্ন মনে তাঁহাকে বহু কৃপা করিয়াছেন। এখন চূড়ান্ত কৃপার কথা শুনুন।

প্রভু জগন্নাথ দর্শনে যাইবার সময় গোবিন্দ জলকরঙ্গ লইয়া সঙ্গে চলিতেন। ইহা প্রাত্যাহিক নিয়ম। সিংহদ্বারের উত্তর দিকে বাইস-পশার তলে নিম্নগর্ভে গৌরহরি করঙ্গ জলে পদ প্রক্ষালন করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতেন। গৌরচন্দ্র, গোবিন্দকে খুব বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, এ পাদধৌত জল একটী প্রাণীও যেন গ্রহণ করিতে না পায়। তবে কোন কোন অন্তরঙ্গ ভক্তদলে বা কোন উপলক্ষে দুই এক বিন্দু লইতেন মাত্র। একদিন মহাপ্রভু চরণ ধুইতেছেন, কালিদাস পদতলে হাত পাতিয়া—

"এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল।"

যাঁহার পাদপদ্ম নিঃসৃতা পতিতপাবনী গঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করিতেছেন, কালিদাস সেই শ্রীগৌর ভগবানের শ্রীপদরজ মিশ্রিত জল ক্রমে তিন অঞ্জলি পান করিলেন। চরণধৌত জল পানের পরে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন "কালিদাস! আর পুনঃ পুনঃ এরকম করিও না। এযাবৎ তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলাম।"

সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥
সেই গুণ লইয়া প্রভু তাঁরে তুষ্ট কৈলা।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা॥

বাইসপশারের উত্তর দক্ষিণ কোণে উঠিতে বামদিকে নৃসিংহ মূর্ত্তি আছেন! গৌরসুন্দর ঐ নৃসিংহকে প্রণাম করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনের পর ঘরে আসিয়া মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাপনান্তে ভোজন করিতেন।

এইরূপ নিয়ম। প্রভু ভোজনে বসিয়াছেন কালিদাস মনে মনে প্রসাদ প্রত্যাশা করিয়া বহির্দ্বারের কাছে উপবিষ্ট। গৌরাঙ্গ প্রভু অন্তর্য্যামী, তিনি না দেখিয়াও বুঝিতে পারিয়াছেন কালিদাস প্রসাদ আকাঙ্ক্ষায় বহির্দ্বার পার্শ্বে অবস্থিত। মহাপ্রভু ভোজনান্তে কালিদাসকে প্রসাদ দিবার জন্য গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিলেন। গোবিন্দ সুচতুর, তিনি বুঝিতে পারিয়া মহাপ্রভুর ভোজনাবশেষ পাত্র কালিদাসকে দিলেন।

কালিদাসে প্রভুর কৃপা সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী দয়া করিয়া আমাদিগকে যে সুসত্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন অতি আগ্রহ সহকারে সেই প্রাণারাম অতি ভবসাপ্রদ কবিরাজ-বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা সীমা॥
তাতে বৈষ্ণব ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্ত শেষ হৈলে মহা মহাপ্রসাদ আখ্যান॥
ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত পদ জল।
ভক্ত-ভুক্ত শেষ এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণ প্রেম হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
এই তিন হৈতে কৃষ্ণ নাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস॥

কবিরাজ সুচতুর লোক। উল্লিখিত উক্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ যে এক সে তত্ত্বও বুঝাইলেন। কবিরাজের লেখায়—সিদ্ধান্তে অস্ফুটতা নাই—অপূর্ণতা নাই—তর্কের ছিদ্র ও প্রতিবাদের ফাঁক নাই। বুঝিতে পারিলাম না, বলিয়া কেহ উড়াইয়া দিতে পারিবেন না বরং নিজের বিদ্যাবত্তা ও অভিজ্ঞতা অল্প উপলব্ধি করিবেন।

পৃথিবীর শিরোমণি হরিদাস ঠাকুরের বাক্যেও উক্ত উচ্ছিষ্টের মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই বাক্যাবলির মধ্যে যে গুলি এ প্রবন্ধে সন্নিবেশ যোগ্য তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিব।

হরিদাস মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। আত্মহারা ভাব অন্য আর কিছুতে নহে পরমানন্দে। আনন্দের কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ যে পূর্ণতম ভগবান ইহা আজ সকলে জানিতে পারিলেন। মহাপ্রকাশশীল শ্রীগৌরচন্দ্র ডাকিয়া বলিতেছেন, "হরিদাস কোথায়, আসিয়া দেখো।" প্রভুর ডাকে হরিদাসের চৈতন্য হইল, জড় শব ভাবে তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, গৌরহরি বলিতেছেন—"তোমার কি প্রার্থনা বল, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, যাহা চাহিবে তাহাই দিব, বল শীঘ্র বল কি চাও, আমি দিতে প্রস্তুত।"

করজোড় করি বলে শুনে হরিদাস।
মুঞি অল্পভাগ্য প্রভু করো বড় আশ॥
তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তাঁর অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
সেই সে ভজন মোর হউক জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুল ধর্ম্ম॥

তোমার স্মরণ হীন পাপ জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর॥

হরিদাস করজোড়ে বলিতেছেন, প্রভো! আমি অতি অল্পভাগ্য, তোমার একান্ত ভরসা বাক্যে বল পাইয়া বড় উচ্চ আশা করিতেছি, প্রার্থনা—কৃপা করিয়া পূর্ণ করিবেন। আমার আশা এই, তোমার শ্রীচরণ-ভজনকারী দাসগণের উচ্ছিষ্ট আমার গ্রাস হউক। এ উচ্ছিষ্ট আহার আমার জন্ম জন্মের ভজন, সাধন, ক্রিয়া ও কুলধর্ম্ম হউক। প্রভু, তোমার দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোমা-স্মরণ হীন আমার এ পাপজন্ম সফল কর।

যিনি সিদ্ধ ভক্ত, যাঁহার সাধন ভজনময় বাক্য বৈষ্ণব মাত্রেরই অবিচারে মান্য সেই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণব ভোজনাবশেষ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিবার অভিলাষ হইতেছে। ঠাকুর মহাশয়ের বাক্য,—

বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।

বৈষ্ণব চরণ জল প্রেম ভক্তি দিতে বল
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব চরণ রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত॥

তীর্থ জল পবিত্র গুণে লিখিয়াছে পুরাণে
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক সমান যে এই সব
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

এ সব পড়িয়া শুনিয়াও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট; চরণামৃত ও পদধূলি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে ভোজন, পান ও মাথায় ধারণ করি না, ভোজনাদি করিতেও মনোযোগ নাই, মনোযোগ হইয়া প্রবৃত্তি জন্মিবার জন্য চেষ্টা করিতেও উদাসীন! গৌরপ্রভু! আমি ভজন সদাচার হীন, শিশ্নোদর পরায়ণ, বিষয় বিষ্ঠাকৃমি, ভক্তিলাভ করিয়া কিরূপে তোমাকে পাইব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে

(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ, কাব্যগুণাকর।)

অনাথ বন্ধু করুণাসিন্ধু
জগন্নাথ জগদীশ হরি।
ত্রিদিব বন্দন নিখিল রঞ্জন
লীলাময় নীলাচলবিহারী॥
বৈজয়ন্তী হার গলে বিলম্বিত,
বনফুল মালা তাহে বিভূষিত,
কোটী-ক্ষণ প্রভা শোভিত সতত
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষ উজোরি॥
মানস মোহন ও চাঁদবদন,
বিভাষিত ভালে তিলক চন্দন,

কাজল উজল যুগল নয়ন
মরি মরি কিবা মাধুরী ॥
রথোপরি ধর বামন মূরতি,
যারে হেরি জীবে লভে মোক্ষগতি,
সেইরূপে ওহে মনোরথ রথি
এস মম মন-রথোপরি ॥

মহামহোপাধ্যায়ের সত্যবাণী

(শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর।)

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বিগত ৫ই আষাঢ় বহরমপুর আসিয়াছিলেন। তাঁহার মধুর সুললিত রসময়ী বক্তৃতা জনমাত্রেরই চিত্তাকর্ষিণী, এবার তাহা রসমালয় শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে পরিকীর্ত্তিত হওয়ায় মহামধুর হৃৎকর্ণরসায়ন হইয়াছে। একে উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের গুণলীলা স্বতঃই পরম মনোহারিণী, তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের কৃপাপ্রাপ্ত প্রমথনাথের ভক্তিমুখী অথচ দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রচুর ভাষার লালিত্যে ও গাম্ভীর্য্যে প্রকৃতই "স্বাদু স্বাদু পদে পদে" হইয়া শ্রোতৃ-বৃন্দকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। তিনি যে পরম উপাদেয় রস পরিবেশন করিয়াছেন আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। ভক্তগণ আমাদিগকে কৃপা বিতরণে শক্তিসম্পন্ন করিবেন।

মহাদার্শনিক পণ্ডিত প্রমথনাথ "নদীয়ার পাগলা ঠাকুরের" গুণমুগ্ধ। মহাপ্রভু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের ত্রিজগৎ পরিপ্লাবিনী কারুণ্যজলধি অচির-কাল মধ্যে সুচিরবঞ্চিত মায়াকবলিত জ্ঞানগরিমায় স্ফীত পণ্ডিত মণ্ড

অহঙ্কারীরূপ গণ্ডশৈল সমূহকে ডুবাইয়া দিবে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস বুকে লইয়া তিনি সর্ব্ববেদান্তসার নিখিল শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই জলন্ত বিশ্বাসে প্রমথনাথ কণ্ঠে মালা ধরিয়াছেন। সাক্ষাৎ নিগম কল্পতরু প্রমথনাথের মত পরম শিবদ তাপ ত্রয়োন্মূলন শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিপাদিত প্রোজ্ঝিত কৈতব ধর্ম্ম নির্ভীক অথচ মধুর ভাষায় পরিবেশন আরম্ভ করিতেছেন। "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের শ্রীধরস্বামি পাদের অনুগত অদ্বৈতবাদবিহিত ব্যাখ্যা করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন না, ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ গোস্বামীগণ অনুমোদন করেন নাই অদ্বৈতবাদকে বিশেষিত করিয়া তাহাতে অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ সুকর্পূর মিশাইয়া অপূর্ব্ব রসালা প্রস্তুত করিয়া সন্তপ্ত জগজ্জনকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বামিপাদকে সম্মান করিয়া বলিয়াছেন "স্বামি পাদৈর্যদ্ব্যক্তং, যদ্ব্যক্তং চাস্ফুটং ক্বচিৎ। তত্র তত্র চ বিজ্ঞেয় সন্দর্ভক্রম নামকঃ। এই "অব্যক্ত ও অস্ফুটত্বের" সুযোগ ধরিয়া মহাদার্শনিক পণ্ডিত শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী নোক্তা দোক্তা বসাইয়া স্বামিপাদকৃত নির্গুণতত্ত্ব ও অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাকে নিজেদের অভীষ্টমত স্বগুণ সাকার দ্বৈতাদ্বৈতের ব্যাখ্যায় পরিণত করিয়াছেন। প্রথমেই ধরিয়াছেন এই "পরং পরমেশ্বরং ন পুন অভেদবাদিনামিব চিন্মাত্রব্রহ্ম"। সুতরাং সগুণ সাকার শক্তিযুক্ত শ্রীভগবানকেই ধ্যান করিবার কথা এতদ্বারা সূচিত হইয়াছে। আবার "মৃষা"কে অমৃষা করিয়া মায়াবাদ নিরসনপূর্ব্বক "জগৎ মিথ্যা কভু নহে নশ্বর মাত্র হয়" এই সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপে সাদা কাপড়কে রঞ্জিত করিয়া তাহাতে বিচিত্র বর্ণের ফুল বসাইয়া ও পাড় যোজনা করিয়াও তাঁহাদের তৃপ্তি হইল না, তাঁহারা দেব ভোগ্য অপূর্ব্ব ক্ষৌমবস্ত্র প্রস্তুত করিলেন। উক্ত শ্লোকের শ্রীনন্দনন্দন পর ও প্রেমপর অদ্ভুত পরম মনোহর অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া প্রেমপিপাসু

জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত গোস্বামীপাদগণের কৃত ব্যাখ্যাই সৎ ও সমীচীন এবং তাহাই নিরপেক্ষরবা শ্রুতি শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্নিহিত প্রকৃত অর্থ এই বলিয়া তর্কভূষণ মহাশয় উক্ত শ্লোকের "প্রেমপর" অতি সুন্দর ব্যাখ্যা শুনাইয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। রাধাকৃষ্ণ যুগলোপাসক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিরূপে অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক তাহা স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবও ভঙ্গী করিয়া তাঁহার লীলামধ্যে বুঝাইয়া গিয়াছেন। শ্রীশুকদেবের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লইয়া যাঁহার অভ্যুদয়, শৈশবে যাঁহার মুখে সেই জীবন্ত প্রেম মূর্ত্তি দয়াল ঠাকুর স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজ পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়াছিলেন, শিবানন্দ সেনের পুত্র পরম পণ্ডিত ও ভাগবত পরমানন্দ দাস যাঁহার রচিত কর্ণরসায়ন অমূল্য ভক্তিগ্রন্থ পাঠে বৈষ্ণব জগৎ যাঁহাকে কবি কর্ণপুর নামে সম্মানিত করিয়াছিলেন সেই কর্ণপুর রচিত চৈতন্য চন্দ্রোদয় গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীমন মহাপ্রভুর রায় রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গে যে লীলা পরিস্ফুট করিয়াছেন তাহার বিশদ বর্ণনা করিয়া নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকার্থ বিচার করিয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদের চমৎকার ব্যাখ্যা করিলেন।

সখিন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়ো রাস্তে।
প্রেম রসে নোভয় মনইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥
অহং কান্তা কান্ত স্ত্বমিতি নতদানীং মতিরতুন্মনোবৃত্তি লুপ্তা
ত্বমহমিতি নৌধীরপি হতা। ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং
ব্যবসিতি স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতি রীতি বিচিত্রং কিমপরং।

তৎপরে এখানকার জুবিলি টোলের পণ্ডিত মণ্ডলীর সমক্ষে মুক্তিকে কৈতব বলিয়া নিন্দা করিয়া শ্রীপাদরূপগোস্বামী কৃতশ্লোক-

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

উদ্ধার করিয়া উক্ত গোস্বামীর অসাধারণ দার্শনিকতার এবং পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এ যাবৎ সর্ব্ব দেশের সকল মনীষীগণ নির্ব্বান মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন প্রথমে শ্রীধর স্বামিপাদ তাঁহার টীকার এক পার্শ্বে ঐ মুক্তিকে কৈতব বলিয়া একটু উল্লেখ করিয়াছিলেন মাত্র কিন্তু সাহসিকতার সহিত তাহা বিশেষ ভাবে প্রচার করিতে পারেন নাই কিন্তু বঙ্গদেশীয় একজন ছিন্ন কান্থাধারী কৌপীন পরিহিত বৈষ্ণব দার্শনিক মহাতেজস্বীতার সহিত সর্ব্বজন সমাদৃত মুক্তিকে **পিশাচী** বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আপনারা বিদ্বৎ মণ্ডলী প্রথমে শুনিয়া আমার ন্যায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ভিক্ষুক বৈষ্ণবের স্পর্দ্ধাকে নিন্দা করিবেন বুঝিতেছি কিন্তু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে আমার মত আপনাদের মতও ফিরিয়া যাইবে তখন তাঁহাকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। যে মুক্তি ভগবানের সহিত জীবের সেব্য সেবক সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দাসকে প্রভু করিয়া তোলে তাহাকে পিশাচী বলাই খুব সমীচীন হইয়াছে, ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিব। দেখুন ইহা কেবল ভিক্ষাজীবি বাঙ্গালী বৈষ্ণবের কথা নহে মুক্তির পরে যে ভক্তির অত্যুচ্চ আসন এবং তাহা হইতে যে শ্রীভগবানকে তত্ত্বতঃ ঠিকমত বুঝা যায় ও পাওয়া যায় তাহা শ্রীগীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ই অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিয়াছেন —

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

ব্রহ্মবিদ্ প্রসন্নাত্মা হইবার পরে এই পরাভক্তি লাভ এবং তৎপরে কিরূপ প্রাপ্তি তাহাও শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই বলিতেছেন—

"ভক্ত্যামামভি জানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

এখানেই ভগবান্ স্পষ্ট বাক্যে বলিলেন ব্রহ্মবিদ্ হইবার পরে এই পরাভক্তি লাভ হয় তৎপরে এই ভক্তির প্রভাবেই তত্ত্বতঃ আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপিত্ব অবগত হইয়া পরিণামে সাধক আমাতেই প্রবেশ করেন অর্থাৎ আমার লীলাপরিকর ভুক্ত হয়।

এখন যেরূপ সুদিন আসিতেছে তাহাতে এই পারমার্থিক সত্য মুক্তি পুরুষার্থ নহে, "ভক্তিই চরম পুরুষার্থ" ইহা শিক্ষিত জগতে সম্প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রেমের ঠাকুরের নির্দ্দেশও তাই।

মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয় অনেক কথা বলিয়াছিলেন আজ তাহার সামান্য দু'টী কথা পাঠকগণকে উপহার দিয়া বিদায় লইতেছি, ভবিষ্যতে সুযোগ হইলে আরও কিছু ব লবার বাসনা রহিল।

দয়াধর্ম্মের মাহাত্ম্য

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ।)

মেঘবিরহিতা তামসী নিশায় তারকা বিরাজিত নভোমণ্ডলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, অগণিত জ্যোতিষ্কপুঞ্জের অনন্তত্ব চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ যেমন পরিশ্রান্ত হইয়া আইসে—দিগন্তপ্রসারী ভীমনাদ নীলাম্বর লহরী লীলা দর্শন করিতে করিতে নেত্র যেরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়ে—সুবিস্তীর্ণ, সুগম্ভীর হিমাচলের অভ্রভেদী অগণ্য শৃঙ্গরাজি গণনা করিতে করিতে চিত্ত যেরূপ বিভ্রান্ত হইয়া যায়, হতভাগ্য ভারতবাসীর অনন্ত অভাবরাশি চিন্তা করিতে করিতেও হৃদয় সেইরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে। ভারতবাসীর দুঃখ বিবৃত করিতে চিত্ত সন্ত্রস্ত হয়, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, নয়নে অবিরল অশ্রুধারা বহিতে থাকে। অরুন্তুদ শোক-গাথায় ভারতের দুঃখ দারিদ্র্য বর্ণিত হইতে পারে—পাষাণ-দ্রাবিণী বিষাদময়ী ভাষায়

হতভাগ্য ভারত-সন্তানের মর্ম্মব্যথা পরিব্যক্ত হইতে পারে। দিবা নাই, রজনী নাই, প্রত্যূষ নাই, প্রদোষ নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, শরৎ নাই, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, ভারতগগন দুস্থ ও শোক-সন্তপ্ত নরনারীর মর্ম্মভেদী কাতর-ক্রন্দনধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। যে দুর্ব্বিসহ দুঃখভারে ভারতবাসী পীড়িত, তাহা ত আমরা অনুক্ষণ, অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় উপলব্ধি করিতেছি। সে দুঃখরাশির ভোক্তা ত আমরা নিজেই। সে দুঃখ যে আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতিনিয়তই অনুভব করিতেছি। হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে সে দুঃখজ্বালা যে আমাদের সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে। আমরা প্রত্যেকেই একা একা, সেই নিদারুণ দুঃখ সহ্য করিয়া থাকি। আজ কিন্তু আমরা কতিপয় সমদুঃখভাগী, ব্যথার ব্যথী, দীন ভ্রাতা মিলিত হইয়া সেই অন্তর্নিহিত সুগভীর দুঃখকাহিনী পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আশা—ভাইয়ে ভাইয়ে, একত্র বসিয়া কাঁদিতে পারিলে বুঝি দুঃখজ্বালা একটু জুড়াইবে—হৃদয়ের বেদনা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইবে।

কত দুঃখের কথাই বা চিন্তা করিব? কত দুঃখের কাহিনীই বা বর্ণনা করিব? অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ, বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধনগ্ন কত দুঃখী ভাই ভগিনী নির্ম্মম সংসারের পানে চাহিয়া চাহিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছে। আহা! তাহাদের অনাহারক্লিষ্ট, বিষাদখিন্ন, শুষ্ক মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া আমাদের কয়জনের প্রাণ ব্যথিত হইতেছে? তাহাদের দুঃখে কয়জন আমরা ভোগ সুখে বিরত হইয়াছি? কয়জন আমরা জীবন ব্যাপারে উদাসীন হইয়াছি? রোগে শোকে জর্জ্জরিত, অস্থিচর্ম্মসার, কঙ্কালাবশেষ কত হতভাগ্য নরনারী শূন্য মনে শূন্যহৃদয়ে সংসারের নিকট বিদায় লইতেছে। বিপদ সাগরে ভাসমান, আহা! সেই আশাহীন, আশ্রয়হীন সম্বলহীন দুঃখী ভাই ভগিনীকে রক্ষা করিবার

জন্য আমরা কয়জন অগ্রসর হইতেছি? সেই বিপন্ন ভাই ভগিনীদের জন্য আমাদেব কয়জনেব প্রাণ কাঁদিতেছে? কয়জন আমরা তাহাদের জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ কবিয়াছি? সুশিক্ষা ও সুসংসর্গেব অভাবে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, কলুষিতচিত্ত কত স্ত্রীপুরুষ নিজ জীবনকে দুঃখময়, এবং সংসাবকে যন্ত্রণাময় করিযা তুলিতেছে। কযজন আমরা সেই বিপথগামী ভাই ভগিনীকে সুপথে আনিবাব চেষ্টা কবিতেছি? তাহাদের শোচনীয় অধঃপতন দর্শনে কয়জন আমবা ব্যথিতপ্রাণে ইতস্ততঃ ছুটিযা বেড়াইতেছি? কঠোর জীবন-সংগ্রামে পবাস্ত হইয়া, কত দুঃখী ভ্রাতা অহোরাত্র দারুণ পবিশ্রম কবিয়াও পর্য্যাপ্ত জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হইতেছে না। কয়জন সমর্থ ও কৃতী ব্যক্তি সেই নিঃসহায় ভ্রাতৃগণেব নিমিত্ত আনুকুল্যের সদয-হস্ত প্রসাবিত কবিয়া থাকেন? কয়জন তাহাদের কণ্টকাকীর্ণ জীবনপথ সুগম কবিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন? কত ভদ্রসন্তান, অবশ্যপ্রতিপাল্য বৃদ্ধ জনক জননী ও স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণ চিন্তায় আকুল হইয়া নিভৃতে, নীরবে অশ্রু-পাত করিতেছে। কযজন সহৃদয় ব্যক্তি তাহাদের সেই নীরব অশ্রু মুছাইয়া দিবাব নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া থাকেন? কয়জন তাহাদের দুশ্চিন্তা-ভার লাঘব কবিবাব চেষ্টা কবিয়া থাকেন? আব কত বলিব?—কত ভদ্রপরিবারেব পবিজনগণ ক্ষুধায় অন্ন প্রাপ্ত হয় না, রোগে ঔষধ প্রাপ্ত হয় না, দুঃখে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয় না, শোকে সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় না। কত সম্ভ্রান্ত পরিবারেব পুত্র কন্যাগণ অর্থাভাবে বিদ্যালাভে বঞ্চিত হয়, পরিচ্ছদাভাবে ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয়, অন্নাভাবে হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। দুঃসহ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিপীড়িত হইয়া কত অশীতিপব জরাগ্রস্ত বৃদ্ধও কিঞ্চিৎ অর্থলাভের প্রত্যাশায় ভারবহনাদি কায়িক ক্লেশসমূহ স্বীকার কবিতেছে—মলিনমুখ, শীর্ণকায় রোগাতুর

ব্যক্তিও দুর্ব্বলদেহে, বলিষ্ঠজনোচিত শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার আশায়, কর্ম্মপ্রার্থিভাবে, পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। সম্মানার্হা কুলনারী, নিরাশ্রয়া হইয়া, উদরান্নের নিমিত্ত ধনীর গৃহে পাচিকা বা দাসী বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। আবার কোথাও বা দুঃখ বেদনা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া কত দুঃখিনী গোপনে, অনশনে, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে। এইমত যেখানে যাই সেইখানেই শুনি মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের অবিশ্রান্ত রোল—সর্ব্বত্রই দুঃসহ দুঃখের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, নিদারুণ শোকের সুগভীর উচ্ছ্বাস। আজ আমি মানবগণের এই দুঃখরাশি স্বকীয় মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তিবলে সৃষ্টি করিতেছি না। আজ আমি মানবগণের এই দুঃখরাশি স্বপ্নদৃষ্ট অলীক ঘটনাবলীর ন্যায় বন্ধুগণ সমীপে বিবৃত করিতেছি না। এই সকল দুঃখ ও দারিদ্র্যের অভিনয় সংসার নাট্যশালায়, কেবল প্রতি রজনীতে নয়, প্রতিদিবস, প্রতিমুহূর্ত্তে কখন দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে, কখন লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রকৃষ্টরূপে অভিনীত হইতেছে। দর্শকমণ্ডলী এই দুঃসহ শোকাভিনয় উদাসীনভাবে দর্শন বা শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই দুঃখরাশির প্রতিবিধান নিমিত্ত অল্পসংখ্যক মহাত্মাই যত্নবান হইয়া থাকেন। সকলেই আপন আপন চিন্তায় অস্থির, আপন দুঃখে কাতর, আপন সুখে বিভোর। দুঃখীর দুঃখ চিন্তা করিবার অবকাশ অনেকেরই নাই। কেহ দুঃখ চিন্তা করিতে ভালবাসেন না। অর্থ সামর্থ্য নাই বলিয়া কেহ সে চিন্তায় বিরত হন। কেহ আপন দুঃখকেই যথেষ্ট মনে করিয়া, পর দুঃখ কথা মন হইতে দূর করিয়া থাকেন। এরূপ হইলে আর মনুষ্য সমাজে বাস করার ফল কি? লোকে শত দুঃখ যন্ত্রণায় অবসন্ন হইলেও, যদ্যপি সমাজ তাহাদের পানে একবারও ফিরিয়া না চাহে, তবে আর তাহাদের লোকালয়ে বাস করিয়া কি লাভ? বিজন অরণ্য বা নিভৃত গিরিগুহা আশ্রয় করাই দুঃখী-জনের অবশ্য কর্ত্তব্য।

মনুষ্য যদি আপন চিন্তা ব্যতীত অপরের চিন্তা করিবে না, তবে আর সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতিরই বা আবশ্যকতা কি? বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রেরই বা ফলোপধায়কতা কি? ফলতঃ আমরা এই পৃথিবীতে একা বাস করিতে আসি নাই। দশজনকে লইয়াই এই সংসার। দশজনের হিতচিন্তাতেই আমাদের আত্মার শান্তি, সুখ ও সদ্গতি।

নিরবচ্ছিন্ন আত্মচিন্তার নামই নরক, আর আত্মবিস্মৃত হইয়া পরহিত-চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকার নামই স্বর্গ। জগতের আদর্শ মহাপুরুষেরা সকলেই পরার্থের নিমিত্ত আত্মসুখ, আত্মস্বার্থ বলি প্রদান করিয়াছেন। তোমার ঈশা, মুসা, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক সকলেই পরহিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আরও কত ভাগ্যবান মহাত্মা তাঁহাদের প্রদর্শিত পুণ্য পদবী আশ্রয় করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন ও অদ্যাপি করিতেছেন। কিন্তু আত্মচিন্তাসর্ব্বস্ব, নির্ম্মম নিষ্ঠুর মানব এসকল শুনিতে ভালবাসে না—এসকল দেখিতে চাহে না। সংসারে দুঃখজ্বালা রাবণের চিতার ন্যায় প্রতিনিয়ত ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। কয়জন আমরা সে দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণে উদ্যোগী হইতেছি? কয়জন আমরা সেই দুঃখজ্বালা নিবারণের নিমিত্ত দেবতা ও সাধুগণের নিকট বল, বুদ্ধি, সাহস ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি? আমরা এমনি আত্মসুখসর্ব্বস্ব যে, দুঃখের মর্ম্মভেদী দৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেও আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক চক্ষুকর্ণকে রুদ্ধ করিয়া থাকি। আমরা এমনি অসাড় ও জড়প্রায় হইয়া পড়িয়াছি যে, দুঃখের নিদারুণ চিত্র দর্শন করিলেও আমাদের অন্তরাত্মা চঞ্চল হয় না—প্রাণ অস্থির হয় না—হৃদয় দ্রবীভূত হয় না। আজ আমি একভাবে একসুরে কেবল দুঃখের সঙ্গীতই গাহিতেছি, তাহাতে হয়ত অনেকের কর্ণ-পীড়া সংঘটিত হইতেছে।

তুমি ধনী ও সুখী, উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত, হয়ত এই দুঃখচিত্র অতিরঞ্জিত মনে করিতেছ। তুমি সুস্থ ও বলিষ্ঠ, নিশ্চিন্ত ও নীরোগ, তুমি হয়ত সংসারের রোগশোকের কথা অবিশ্বাস করিতেছ। তুমি সঙ্কীর্ণমনা ও স্বার্থান্ধ প্রমোদপ্রিয়, বিলাসী, এই ধৈর্য্যচ্যুতিকর দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া তুমি হয়ত আমার উপর বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইতেছ। তুমি মোক্ষ-কামী শুষ্কজ্ঞানী উদাসীন, তুমি হয়ত এই দুঃখ জ্বালাকে দুষ্কৃতিপরায়ণ মনুষ্যের অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল জানিয়া অর্ব্বাচীন আমাকে মনে মনে উপেক্ষা করিতেছ। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরবিশিষ্ট, দয়ামায়ার আশ্রয়ভূমি, হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন মানব কেমন করিয়া এই দুঃখরাশিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে? এই সর্ব্বদেশব্যাপি দুঃখজ্বালার মধ্যে বাস করিয়া, সহৃদয় ব্যক্তি কেমন করিয়া, আহার নিদ্রাদি দৈহিক ক্রিয়া সকল, প্রফুল্লান্তঃকরণে সম্পাদন করিতে পারে? আত্মচিন্তাসর্ব্বস্ব, নির্দ্দয় স্বার্থপর মনুষ্য যাহাই ভাবুক বা করুক, কোমল-হৃদয়, কারুণিক, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি এই দুঃসহ দুঃখদৃশ্য দর্শন করিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। দৈবী প্রেরণায় তাঁহার হৃদয় দুঃখীর দুঃখে অবশ্যই দ্রবীভূত হইবে। ভগবৎনিদেশে তাঁহার প্রাণ দুঃখীর যাতনায় অবশ্যই কাঁদিবে। পরদুঃখ-কাতর, হৃদয়বান্ মহাপুরুষেরা ভূমণ্ডলে অদ্যাপি আছেন বলিয়াই এই পৃথিবী মনুষ্যগণের বাসযোগ্য রহিয়াছে। মাতৃপিতৃহীন নিরাশ্রয় শিশু, পতিপুত্র-হীনা অসহায়া বিধবা, রোগশোককাতর জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, ভিক্ষোপজীবি-নিঃসম্বল দরিদ্র, এই সকল সাধু মহাত্মার মুখ পানে চাহিয়াই জীবন ধারণ করিয়া আছে। এই সকল জীবহিতব্রত দয়ালু মহাত্মারা আছেন বলিয়াই বিধাতা এই পাপপূর্ণা বসুন্ধরাকে অদ্যাপি জলধিজলে নিমজ্জিত করেন নাই। পরন্তু, যেমন অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোক কি বুঝিতে পারি,—মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন কি উপলব্ধি করিতে পারি,

সেইরূপ সংসারে দুঃখ আছে বলিয়াই দয়া কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। বুঝি, কারুণিকের হৃদয় হইতে দয়ার অমৃতধারা বহিবে বলিয়াই বিধাতা দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তবিকই, দয়াই দেবভোগ্য অমৃত। করুণার ধারা পান করিয়া ও পান করাইয়া লোকে অমৃতাস্বাদনের ফল-ভোগ করে। ভূমণ্ডলে যে ক্ষেত্রে দয়ার কার্য্য সমাহিত হয়, তাহা মর্ত্ত্যভূমি হইলেও স্বর্গভূমির তুল্য পবিত্র। এই প্রবঞ্চনাময় পৃথিবীতে যদ্যপি এমন কোন কার্য্য থাকে, যাহা দর্শন বা শ্রবণমাত্র হৃদয় পবিত্র হয়, চিত্ত প্রফুল্ল হয়, মন উদার বা উন্নত হয়, তবে বলি, তাহা প্রকৃত দয়াই জনের প্রতি দয়ালু ব্যক্তির দয়া। নিঃস্বম্বল, নিরাশ্রয় দুঃখিজনকে সুখী করিবার নিমিত্ত যে হৃদয় হইতে করুণার স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা মনুষ্য হৃদয় নহে—দেব হৃদয়। দুঃখীর দুঃখবার্ত্তা শ্রবণে যে প্রাণ নীরবে ক্রন্দন করে, তাহা মানবের প্রাণ নহে, দেবতার প্রাণ। দারিদ্রপ্রপীড়িত নিরন্ন নরনারীর দুঃখভার লাঘবের জন্য যে সকল মহাত্মা বদ্ধপরিকর, তাঁহারা মর্ত্ত্যবাসী মনুষ্য নহেন—স্বর্গবাসী দেবতা। যে পুণ্যক্ষেত্রে অন্নবস্ত্রাদি দানে দীনজনের সেবা করা হয়,—উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণে রোগাতুর ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করা হয়,—দুঃখ ও পাপজ্বালাদগ্ধ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হতাশ মানবগণকে ধর্ম্মসম্মত সদুপদেশ দানে প্রসন্ন ও আশ্বস্ত করা হয়, জগতীতলে সে ক্ষেত্র তীর্থতুল্য পরম পবিত্র—সে পুণ্যভূমি লীলাময় শ্রীহরির সাক্ষাৎ লীলাভূমি। সে পুণ্য-ক্ষেত্রের পবিত্র রজঃ স্পর্শ করিলে শুষ্কহৃদয় সরস হয়—স্বার্থকলুষিত চিত্ত নির্ম্মল হয়—পাপদগ্ধ অন্তরাত্মা পুণ্যজ্যোতিতে ভাস্বর হয়। সৎকার্য্য ও সৎদৃষ্টান্তের প্রভাব অসীম—অপ্রতিহত—অনন্তমেয়। পুণ্যকীর্ত্তির আকর্ষণে কতজন পুণ্য-পথে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন—পুণ্যকার্য্য সাধনে দৃঢ়ব্রত হইয়া থাকেন। এ পৃথিবীতে যাঁহারা সংসারারণ্যে পথভ্রান্ত পথিকগণের নিমিত্ত সৎকার্য্যের

পুণ্যময় আলোক ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহারাই ধন্য ও সার্থক-জন্মা। আমি এতক্ষণ দারিদ্র্যদুঃখ বর্ণন ও দানধর্ম্মের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করিলাম। দয়াধর্ম্মই সার ধর্ম্ম, দানযজ্ঞই মহান্ যজ্ঞ, এ কথা প্রতিপন্ন করা কিন্তু আমার বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের কতকগুলি দারুণ অভাব ও অভিযোগ জ্ঞাপন করাই আমার উদ্দেশ্য।

পণ্ডিতপ্রবর ৺লক্ষ্মণশাস্ত্রীর মহাপ্রয়াণে

গত মাসের পত্রিকায় আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের ৺কাশীপ্রাপ্তির সংবাদটী মাত্র পাঠকগণকে দিয়াছি। আগামী মাসে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিব এই প্রতিশ্রুতি গতবারে দিয়াছিলাম, তাই আজ এই প্রবন্ধের সূচনা। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা স্মরণ হইলে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে পারা যায় না। অত বড়—শুধু বড় নয়, অমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, অমন অকপট কর্ম্মী, অমন নিষ্ঠা আজ পর্য্যন্ত আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কি শুভক্ষণেই যে ইহাঁর দর্শন পাইয়াছিলাম জানি না। ঠিক যে সময় ইহাঁর মহাপ্রয়াণের কথা শুনিয়াছি সেই সময় যেন কেমন এক দৈববাণীর মত শুনিলাম "যেমনটী গেল এমনটী আর হইবে না।" যে সকল বন্ধুবর্গ সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও একবাক্যে বলিলেন—"তাইত, দেশের এই দুর্দ্দিনে এমন মহাত্মার মহাপ্রস্থান যে আমাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।" এ সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না, 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"এই সে দিন পণ্ডিত প্রবর রামাচরণ অকালে এই দেশকে ফেলিয়া গিয়াছেন, দুইমাস যাইতে না যাইতেই লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ও চলিয়া গেলেন। বোধহয় ভারতের নিজস্ব মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিবার ও মর্য্যাদা

দান করিবার শক্তি আমরা হারাইয়াছি, তাই আমাদের অক্ষমতার ও অপদার্থতার চেতনা জাগাইতে এই রকম দুই দিক্‌পাল পাত হইল। চেতনা কি জাগিবে? জাতির হৃদয় কি সত্য সত্যই প্রাণস্পন্দনে সে বেদনা বোধ করিবে? যে অনুভূতি থাকিলে দেশের, সমাজের, ধর্ম্মের, বিদ্যার যথাযোগ্য শক্তি বোধ থাকে, সেই অনুভূতিকে কি হিন্দু বুঝিতে পারিবে যে, আজ কি বিরাট শূন্যতায় আমরা নিপতিত। নাই—নাই সে অনুভূতি নাই—কে যেন আকাশ বাণী করিতেছে।

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী বড় পণ্ডিত ছিলেন, সেইটাই বড় কথা নহে, ও রকম পণ্ডিত সংস্কৃতের বিরাট সাহিত্যে কোথায় কি আছে, কোন বিষয়ে কোন ঋষি মুনির কি মত, এ সমস্তই তাঁহার নিকট নখদর্পণে ছিল। কিন্তু এহেন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল বালকোচিত সরলতা ও বিনয়—এরূপ মনিকাঞ্চন সংযোগ আজ কালকার দিনে বড়ই বিরল। তাঁহার "বিদ্যার্থী ভবনে" বাঙ্গলা দেশে বেদ প্রচারের চেষ্টা তাঁহার আজীবন সৎ সঙ্কল্পের একটী বিশিষ্ট উদাহরণ। তাঁহার অলোক সামান্য চরিত্র যেন সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কমল দলের মত শুভ্র। যেদিন বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে 'চাকরি' করিলে আত্মসম্মান রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠে, সেই দিনই 'চাকরি' ত্যাগ করিতে একমুহূর্ত্তকালও দ্বিধা বোধ করিলেন না। পেন্সনের লোভও তাঁহাকে কোনও সঙ্কোচ বা সংশয়ান্দোলিত করে নাই এবং স্বচ্ছন্দে পেন্সনও ত্যাগ করিলেন। সারা জীবনের কর্ম্মের পর জীবনের সায়াহ্নে যখন কাশীধামে অতিবাহিত করিতে ছিলেন, সেই সময় আসিল পাপ সর্দ্দা আইন। ভারতের পাবস্পর্য্য ধারার রক্ষক যেন ভূমিকম্পে কম্পমান ধরিত্রীর মতন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সরকারের দরবারে সকল প্রকার সম্মানের সহিত তিনি ঐ পাপ আইন পাশ না হইবার জন্য দরবার করেন। কিন্তু যখন

দেখিলেন যে, ধর্ম্ম রক্ষার প্রতিশ্রুতি ও ঐ আইন পাশের কোনও বাধা হইল না, এমন কি কোনও বিবেচনার বিষয়ও হইল না তখন তিনি ফিরিয়া আসিয়াই সরকারী মহামহোপাধ্যায় পদবী বর্জ্জন করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে ভারতের দিকে দিকে পাঁচ পাঁচটী সম্মেলন অনুষ্ঠানে তিনিই অগ্রণী।

দিল্লী, মাদ্রাজ, প্রয়াগ, বোম্বাই ও জলগাঁও সর্ব্বত্রই সনাতন পন্থী হিন্দুকে জাগাইবার জন্য তাঁহার কি বিরাট আত্মভোলা পরিশ্রম। অপরদিকে নিজেকে প্রতিষ্ঠার লোভ হইতে লুকাইয়া রাখিবার কি স্বচ্ছন্দ সদানন্দশীলতা। যাহার কথায় কলিকাতার ক্রোড়পতিরা উঠিত বসিত, যাহার ইঙ্গিতে গুজরাটী ক্রোড়পতিরা তহবিল উন্মুক্ত করিত সেই মানুষটী নিজের জন্য কোনও দিন কিছুই চাহেন নাই, এমন কি নাম যশও তাঁহার প্রার্থিতব্য ছিল না। এই দেড় বৎসরের পরিশ্রমে ও আন্দোলনে নিজে কিঞ্চিদধিক আট সহস্র টাকার দায়িত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর এ কথা বলিবার সময় আসিয়াছে।

একটী ঘটনা বলা হইতেছে—জলগাঁও সম্মিলনীতে অস্পৃশ্য বলিয়া প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই, একটা মিথ্যাকথা সাংবাদিকেরা প্রচার করে। একটা দল সভার সভাপতির কর্তৃত্ব মানিতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। বেলা এগারটার সময় দ্বারদেশের একশত ফুট দূরে শাস্ত্রী মহাশয় বাংলার একজন ইংরেজী নবিশ শূদ্র প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু আপনার খাওয়া হইয়াছে? যখন শুনিলেন যে হয়নাই, তৎক্ষণাৎ নিজের সঙ্গে বসাইয়া নিজের আত্মীয়দের পাক ঘরে আহার সমাধা করেন। বাঙ্গলার সেই প্রতিনিধি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের নেতা মহোদয়ের নিকট যে আতিথেয়তা

লাভ করিয়াছিলেন আর এই গোঁড়া সনাতনী দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের নিকট যে আতিথেয়তা লাভ করিলেন তাহার তুলনা এই প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ভব্যতার মর্য্যাদা নষ্ট করে। এই সকল ব্রাহ্মণকে যাহারা উদারতা শিখাইতে আইসে তাহাদের মূর্খতা বড় কি ধৃষ্টতা বড় তাহা নির্ণয় করা যে এক বিষম সমস্যা।

আবার আর একটী ঘটনা—অত্যধিক পরিশ্রমে রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। ২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার কবিরাজ মহাশয় নাড়ী দেখিয়া চিন্তিত হন, শাস্ত্রী মহাশয় তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন "আমাকে কাশী লইয়া চল।" বৈদ্য বলিলেন—"যদি ট্রেণে প্রাণত্যাগ হয় ?" রোগী সহাস্যে বলিলেন—"তাহা হইলেও কাশী যাইব।" পরদিন কাশী পৌঁছিয়া—গঙ্গাস্নান করিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে শুদ্ধ সত্ত্ব ব্রাহ্মণ মরধাম ত্যাগ করিলেন। মানুষের ইচ্ছা শক্তির সহিত বিশ্বশক্তির কতটা যোগ সাধনা থাকিলে এইরূপ সম্ভব, আজ এই নাস্তিকতার দিনে সাধারণ লোকের তাহা বোধগম্য হওয়া অসম্ভব!

তাঁহার জীবনে এরূপ কত ঘটনা আছে। কিন্তু এই আড়ম্বর ও আত্মশ্লাঘার দিনে সে সব কথার উল্লেখ হয়ত তিনিও ভালবাসিবেন না। তাঁহার নিকট, তাঁহার আরাধ্য দেবতার নিকট, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের অধিদেবতার নিকট প্রার্থনা, উপযুক্ত পুত্র রাজেশ্বর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জননীকে কৃতার্থ করুন, কুল পবিত্র করুন, দেশ ধন্য করুন। * (বঙ্গবাসী)

* কলিকাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সংস্রবে আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত বিশেষ ভাবে মিলিত হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। সম্মিলনীর সহকারী সভাপতি সঙ্ঘের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়কে হারাইয়া যথার্থই বড় হতাশ্বাস হইয়াছি। এই সেদিন রায় রসময় মিত্র বাহাদুরকে হারাইলাম আজ আবার শাস্ত্রী মহাশয় গেলেন, সত্য সত্যই আমাদের জুড়াবার স্থানগুলি যেন একে একে লোপ হইতে চলিল ; জানি না বিশ্বনিয়ন্তার কি ইচ্ছা। (ভঃ সঃ)

IMPERIAL

১৩০৮ বঙ্গাব্দে

নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

ভক্তির্ভবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

৩০শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা
আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩৩৮

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

মাসিক "ভক্তি-নিকেতন"
পোঃ—আদুল-মৌড়ী, জেলা—হাওড়া
হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা
নমুনা প্রতি খণ্ড ৵০ তিন আনা, ভিঃ পিতে ১৵০ আনা

পারফিউম ক্যাষ্টর অয়েল

যাবতীয় মস্তিস্কের পীড়া দূর করিয়া

কেশবর্দ্ধনে

অদ্বিতীয়।

চারি আউন্স শিশি ।৸৹ বার আনা।

"ফটো ক্যামেরা" ও

ফটোগ্রাফের যাবতীয় সরঞ্জাম এবং

"চশমা" ও "দাঁত"

অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা করাইয়া

ব্যবস্থানুযায়ী জিনিস সর্ব্বদা সরবরাহ করা হয়।

সেন লাহা এণ্ড কোং

৫৩।এ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গীত		
	শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ, কাব্যগুণাকর	৩৩
বৃন্দাবনের অনুকৃতি বিষ্ণুপুরে	শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।	৩৩
শ্রীসঙ্কীর্ত্তন অধিবাস	বাসুঘোষ	৪১
ধর্ম্ম ও সাম্যবাদ উদ্ধৃত		৪২
গুরু-শিষ্য সংবাদ	শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর	৫৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ		
	পরিব্রাজক শ্রীমদ্দাশগোবিন্দ ভক্তিসরোজ	৫৩
গৌর শূন্য নদীয়া	শ্রীযুক্ত তারাপদ দত্ত	৫৯
শ্রীশ্রীগুরুসেবা	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী ভক্তিভূষণ।	৬২
শ্রীপাট পাণিহাটীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শুভাগমন মহোৎসব ও বিরাট		
বৈষ্ণব প্রদর্শনী	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী	[illegible]
বৈষ্ণব প্রদর্শনী সংবাদ	শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট	
বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য	শ্রীমাধাই দাস	৮২

৭০নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

182.Bc.879.10
182.Bc.879.10
1.11.82

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

৩০শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩৩৮

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গীত

(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ, কাব্যগুণাকর।)

সুশ্যাম সুন্দর চারু মনোহর
কমনীয় কান্তি নব সুকুমার।
শতকোটী চন্দ্র মিলিয়া একত্র
শোভে কোলজুড়ি যশোমতি মার।
গোপ গোপী যত আওল হেরিতে
দধির পশরা ভার ল'য়ে সাথে,
গোপরীতি ঢালে নন্দ-আঙ্গিনাতে
মঙ্গল তরে সে পশরা ভার।
বালকবৃন্দ যে যথা আছিল
গোপাল দরশে সকলে ধাওল,
খেলিবার সাথী বক্ষেতে ধরল
উল্লাসী হাসি গোপের কুমার।
গোপকুলবতী বহুরা ঝিয়ারী
হইল বিচলা কৃষ্ণ কান্তি হেরি
অযাচিতে দিল যা ছিল যাহারি
কৃষ্ণ পীরিতে প্রীতি-উপহার।

বৃন্দাবনের অনুকৃতি—বিষ্ণুপুরে

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।)

গোলোকের অত্যুজ্জ্বল বিমল আলোক সম্পাতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে কখন কখন খণ্ড দেশ ও কাল। অনন্তকাল সাগরের ক্ষুদ্র বুদ্বুদকণারূপ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীকে তদ্রূপই সম্পদশালী বলে' বোধ করা যাইতে পারে। তখন প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমাহ্বানে ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিমে এক প্রবল সাড়া পড়িয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাই মাধাইর ন্যায় উদ্ধত অত্যাচারী দস্যু উদ্ধার করেন। কিন্তু ইহাদিগকে উদ্ধার করা বড় কঠিন হয় নাই, যত না বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ প্রভৃতি প্রখর-বুদ্ধি দার্শনিক ও তার্কিক পণ্ডিতবর্গকে স্বমতে আনিতে হইয়াছিল। যাঁহারা বিলাস ও বিশাল বিষয় বৈভবের মধ্যে বাস করিয়া, আত্ম-গরীমায় ধরাকে সরা বোধ করেন, জ্ঞানী তার্কিক হইতেও তাঁহাদিগকে পথে আনিতে শক্তির প্রয়োজন। আর তাহাতে লোক-চিত্তও দ্রুত আকর্ষিত হয়।

নীলাচলের স্বাধীন নৃপতি দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপরুদ্র গজপতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদানত হইলে নীলাচলের আপামর সকলেই তাঁহার মহিমার কথা সম্যক বুঝিতে পারিল। কর্ণাট দেশাধিপতি তাঁহার চরণে অবনমিত হইলেই তদ্দেশবাসীর যেন চৈতন্য হয়, শ্রীচৈতন্য প্রসাদে, তখনি তাঁহারা বুঝিতে পারে তাঁহার মহিমা।

তাহারপরে যখন মোগল পাঠানে প্রবল প্রতিযোগীতা, বঙ্গদেশের বহু বল-বীর্য্যবান ব্যক্তি স্বপ্রতিষ্ঠ হন সেই অবসরে। অনেকে দস্যুতা দ্বারাও ধনবল বর্দ্ধিত করিতে তৎপর হন তখন। ইঁহাদের মধ্যে মল্লভূমের রাজা মদন মল্লের পুত্র হাম্বীর মল্ল ছিলেন প্রধান।

হাম্বীর মল্লের পিতামহ চন্দ্র মল্ল (খৃঃ ১৪৬১—১৫০১) নিজ নামীয় চন্দ্রপুরে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। Impirial Gazetteer of India vol III আলোচনায় জানা যায় যে, ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই হাম্বীর মল্ল মোগল সংশ্রবে আসিয়াছিলেন; তখন তিনি রাজাধিকারী।

তৎপূর্ব্বে গৌড়াধিপতি সোলেমানের পুত্র দায়ুদখাঁর ধৃষ্টতা বশতঃ তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, মোগল পক্ষে হাম্বীর মল্লেরও কৃতিত্ব কম ছিল না; দায়ূদের পরাভবে হাম্বীর বীরত্ব সূচক বীর হাম্বীর নামে খ্যাত হন।

বীর হাম্বীরের পিতৃ পিতামহাদি বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সভায় শ্রীমদ্ভাগবত নিয়মিত পাঠ হইত, পাঠক ছিলেন সভাপণ্ডিত শ্রীমৎ ব্যাসাচার্য্য।

চক্রাস্ত্রাদি-ভূষিত বিষ্ণুর উপাসক সেই বীরধর্ম্মী ভূপালদের কেহ কেহ দস্যুতাতেও লিপ্ত হইতেন, হাম্বীরমল্ল এক প্রকাণ্ড দস্যুদলের নায়ক ছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত ভক্তগণ দীনতার মূর্ত্তি ছিলেন। হুসেন সাহের মন্ত্রী দবীরখাস ও সাকর মল্লিক রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হইয়াছিলেন। এই সময়ের বহু পূর্ব্বে তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ে বৃন্দাবনবাসী হন, এবং মহাপ্রভুর মতানুমোদিত বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এইসকল গ্রন্থই "গোস্বামী গ্রন্থ" এবং গৌড়দেশে এইসব গ্রন্থ প্রচারের প্রয়োজন ও আয়োজন হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর অপ্রকটের পরে, বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ নামে তিন মহাত্মার অভ্যুদয় হয়। ইহাঁরা তিনজনই যুবক, তিনজনই শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণব শাস্ত্র—গোস্বামীগ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্ব্বক

শাণিত অস্ত্ররূপে পরিণত হন। গৌড়ে ও উৎকলে ভক্তি প্রচারের—গোস্বামী মত বিস্তারের ভার ইঁহাদেরই উপর ন্যস্ত হইল। গোস্বামী গ্রন্থগুলি দুইটি সুবৃহৎ সিন্ধুকে বদ্ধ করতঃ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা তাহা লইয়া এদেশে আইসেন।

নির্ব্বিঘ্নে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহারা বঙ্গভূমে—মল্লভূমের রাজধানী সন্নিধানে উপনীত হইলেন, তখন বীর হাম্বীরের দস্যুদল দ্বারা তাহা লুণ্ঠিত হয়। সিন্ধুকে অর্থ মাত্র নাই—পরমার্থ অর্থাৎ গ্রন্থই ছিল। গ্রন্থগুলি নীত হইয়া রাজ ভাণ্ডারে রক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল!

গ্রন্থ অন্তর্হিত হইলে, শ্রীনিবাসাদি কান্দিয়া আকুল হইলেন। কিন্তু কাঁদিলে ত চলিবে না? অনুসন্ধানে অমূল্য রত্নগুলি বাহির করিতে হইবে। শ্রীনিবাস গ্রন্থরক্ষক সিপাহীদলকে বৃন্দাবনে ফিরাইয়া পাঠাইয়া, এই দুর্ঘটনার সংবাদ জানাইলেন। ঠাকুরমহাশয় ও শ্যামানন্দকে স্ব স্ব দেশে যাইতে আদেশ দিলেন, এবং স্বয়ং গ্রন্থানুসন্ধানার্থ পাগলের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমিতে লাগিলেন। এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে জনৈক দ্বিজ কুমারের সহিত একদিন রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজসভায় সেদিনও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল। শ্রীনিবাস সভার এক পাশে বিরস বদনে বসিয়া রহিলেন। নীরবে পাঠ শুনিলেন, কিছুই বলিলেন না। পরদিন রাজসভায় যখন পঞ্চাধ্যায়ী পাঠ হইতেছিল, সেদিনও পাঠকের ব্যাখ্যা সুসঙ্গত হয় নাই। শ্রীনিবাস সেদিন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; ব্যাখ্যার অর্থসঙ্গতির কথা ব্যক্ত করিলেন। যথা—প্রেম বিলাসে:—

"সেই দিনে পঞ্চাধ্যায়ী পণ্ডিত বাখানে।
অসঙ্গত অর্থ হৈলে করে নিবেদনে॥"

শ্রীনিবাসের কথা শুনিয়া পণ্ডিত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। রাজা শান্তভাবে বলিলেন "তবে আপনিই একটু ব্যাখ্যা করুন, শুনি আপনার ব্যাখ্যা কেমন।"

"রাজা কহে ব্যাখানহ ব্রাহ্মণ কুমার।" (ঐ)

রাজার অভিপ্রায়ে শ্রীনিবাস মধুর কণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন; শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা ও সনাতন গোস্বামীর বৃহত্তোষনী বিমথিত করিয়া অপরূপ প্রেমসুধা বরিষণ করিতে লাগিলেন। সভা বিমুগ্ধ। তাঁহার নিজের নেত্রেও প্রেমধারা ঝরিতেছে; শ্রোতারা শুনিয়া বিহ্বলিত, চমকিত হইতে লাগিল ঃ—

"শুনিয়া আনন্দ হয় রাজার অন্তর।
সভাতে যতেক লোক হয় চমৎকার॥" (ঐ)

রাজা বীর হাম্বীর মল্ল মোহিত হইয়া গিয়াছেন, তিনি তখন প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণ কুমারের চরণে প্রণত। তাঁহার একটু সেবার জন্য ব্যস্ত, তদীয় পরিচয় প্রাপ্তির তরে ব্যগ্র। রাজা শ্রীনিবাসের বাসের ব্যবস্থা ও আহারের বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন। তাঁহার স্নানাহারের পর সম্ভ্রমের সহিত পরিচয়াদি সুধাইলেন। শ্রীনিবাস তখন আদ্যোপান্ত বিবরিয়া বলিলেন। তাঁহাদের বৃন্দাবন গমন, দীক্ষা গ্রহণ, শ্রীজীবের নিকট গ্রন্থাধ্যয়ন, গ্রন্থ আনয়ন এবং দস্যু কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠন ব্যাপার বিবৃত করিলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার নেত্রে নীরধারা নিপতিত হইতে লাগিল ও বাক্য বাঁধিয়া যাইতে লাগিল।

রাজার অসহ্য হইতে লাগিল, তিনি অতি কাতরে শ্রীনিবাসকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। "গ্রন্থ রত্ন চুরি না হইলে ত আপনার আগমন সম্ভাবনা ছিল না" রাজা বলিলেন। "আর তাহা হইলে, আমার ন্যায় নির্ম্মম পরপীড়ক অধমের ত্রাণোপায়ও ছিল না। গ্রন্থাপহরণ

ব্যাপদেশে হরিই ত্রাণকারী আনিয়া দিয়াছেন। আগে আমার উদ্ধার করুন, পরপীড়ক দস্যুকে চরণে স্থান দান করুন; গ্রন্থ যেমন তেমনি আছেন।" রাজা সকাতরে দীননেত্রে শ্রীনিবাসকে কহিলেন। যথা—

"চুরি না করিলে নহে তোমার আগমন।
অধমেরে কৃপা করে কে আছে এমন?" (ঐ)

রাজার অত্যাগ্রহে শ্রীনিবাস তাঁহাকে মন্ত্র দিলেন, রাণীরাও কৃষ্ণ দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। তারপরে রাজা রাজভাণ্ডারে-রক্ষিত সেই গ্রন্থ সম্পুট দুটি গুরুকে প্রত্যর্পণ করিয়া, যে অনুশোচনায় দুইদিন ধরিয়া দগ্ধ হইতেছিলেন, তাহা যেন কিছু লঘু করিলেন।

শ্রীনিবাস রাজধানীতে রাজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজ সাহায্যে পূর্ণোদ্যমে গোস্বামী গ্রন্থ—কি না শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রোক্ত ভক্তি মত প্রচারিত হইতে লাগিল। বিধির বিধান! এই জন্যই বুঝি এতদূর হইতে নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া দেশে গ্রন্থ চুরি!! বীর হাম্বীর দস্যু রাজা হইলেও সেই হইতে ভক্তিরাজ্যের অতি উচ্চ স্তরে স্থান পাইলেন। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষতা, অধর্ম্মস্পৃহা ও দুষ্প্রবৃত্তির স্থানে ক্ষমা ও দয়াদি গুণের বিশেষ বিকাশ বিলোকনে সবে বিমোহিত হইতে লাগিলেন।

রাজা শ্রীনিবাসের মুখে বৃন্দাবনীয় রস-কেলি বার্ত্তা শ্রবণে প্রেমরসে ভাসমান ও আত্মহারা হইলেন, এবং সর্ব্বদা সেই লীলা স্ফূর্ত্তির উদ্দেশ্যে, চিত্ত সতত তদ্ভাবিত করিবার অভিপ্রায়ে—লীলা অনুধ্যানের সহায়তার তরে, বৃন্দাবনের নানা লীলাস্থানের অনুকরণে রাজধানী সাজাইবার বিচিত্র ব্যবস্থা করিলেন।

এ কথা সকলেই জানিল; সাধু সজ্জনগণ আসিয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-নন্দন বীরচন্দ্র রাজার সমবয়স্ক, উভয়েরই নামের অগ্রে 'বীর' শব্দ থাকায় পরস্পরে প্রেমের আকর্ষণ সহজ ও

স্বাভাবিক হইয়াছিল। বীরচন্দ্র মল্ল-রাজধানীতে আসিতেছেন। এ সংবাদ পাইয়া বীর হাম্বীর পরম আনন্দিত হইলেন।

বীরচন্দ্র উপনীত হইলেন, প্রতাপশালী চাবি বিগ্রহ 'নাড়া' তাঁহার সহিত ছিলেন। অনেক লোক দেখিতে আসিল। একটি অন্ধও কৌতুক বশতঃ দেখিতে গেল !! অন্ধ দেখিতে গিয়াছে, এ কথা শুনিয়া বীরচন্দ্র করুণ নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন সে অন্ধকে, আর কৃষ্ণ কৃপায় তাহার দৃষ্টি খুলিয়া গেল !! শত কণ্ঠে বীরচন্দ্রের জয়ধ্বনি উঠিল।

রাজা ব্রজের অনুকরণে গোবর্দ্ধন প্রস্তুত করিয়াছিলেন; বীরচন্দ্রকে তাহা দেখাইলেন; দেখিতে গিয়া কৃষ্ণাবেশে তথায় তিনি বাঁশী বাজাইলেন। সে ধ্বনি শুনে সত্যই ময়ূর ময়ূরী হঠাৎ আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিল !! যথা—শ্রীমৎ শ্রীনিবাসানুজ গীতগোবিন্দ কৃত বীররত্নাবলী গ্রন্থে :—

"গোবর্দ্ধনে চড়ি প্রভু বেণু বাজাইল।
ময়ূর ময়ূরীগণ প্রভুরে বেড়িল॥"

বৃন্দাবনের অনুকরণে রাজা তাল, তমাল, ভাণ্ডির প্রভৃতি বন ও শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড প্রস্তুত করেন বীরচন্দ্রকে একে একে তাহা দেখাইলেন। রাজা শ্রীশ্রীমদনমোহন, কালাচাঁদ ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন, বীরচন্দ্রকে তাঁহাও দেখাইলেন, দেখিয়া তিনি প্রেমোন্মত্ত হইলেন। ভাব বিশেষে বিভাবিত হইয়া তিনি শ্রীবিগ্রহ-বৃন্দকে আত্ম নিবেদন জানাইতে লাগিলেন। যথা :—

"দুই কুণ্ড তীরে প্রভু ত্বরায় আইল।
মদনমোহন সঙ্গে আলাপন কৈল॥
তারপর কহিল প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
তোমরা তিন অংশে থাক স্থান আবরিয়া॥" (ঐ)

বীরচন্দ্র এ সব দেখিয়া, যখন কালিন্দী স্মরণ করিলেন, অমনি রাজা তাঁহাকে তন্নামীয় তত্রত্য "যমুনা ও কালিন্দীর বাঁধ" দেখাইয়া দিলেন।

"তবে ত আইলা প্রভু পঞ্চজন সঙ্গে।
যাহা পাতাল ভেদি যমুনা বহে বঙ্গে।" (ঐ)

এইরূপে বীরচন্দ্র রাজারভক্তিলক্ষণা মোহনীয় কীর্ত্তি সব দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন। রাজার পরমাগ্রহে "দ্বাদশ দিবস" তিনি কালাচাঁদ বিগ্রহ সন্নিধানে অবস্থান করিলেন।

"একে একে দ্বাদশ বন করিল ভ্রমণ।
তবে কালাচাঁদ সঙ্গে করিল আলাপন॥
দ্বাদশদিন প্রভু তথায় রহিল।
সেইস্থানে প্রভু তার লিঙ্গপীঠ কৈল॥" (ঐ)

বীরচন্দ্র তথা হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে রাজা এক বৃহৎ মহোৎসবের আয়োজন করিলেন; নিত্যানন্দ-নন্দনের নির্দ্দেশানুসারে সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দ মাদল বাজিতে লাগিল। বীরচন্দ্র প্রীতিভরে রাজাকে কহিলেন—"তোমার এ স্থানটি প্রকৃতই গুপ্ত বৃন্দাবন। বঙ্গভা পল্লী, চন্দ্রপুর সমন্বিত এ মল্ল রাজধানী আজি হইতে "বিষ্ণুপুর" নামে খ্যাত হইল। যথা:—

"গুপ্তমতে কহিলাম রাজা রাখিহ নিজ মনে।
এই মহাস্থান হয় গুপ্ত বৃন্দাবনে॥
বি অক্ষরে বৃন্দাবন তাহাতে সঞ্চারিল।
অতএব বিষ্ণুপুর বলি নাম দিল॥" (ঐ)

ইহাই ছিল বিষ্ণুপুরের বৃন্দাবনের অনুকৃতি। আর এই অনুকৃতি ভক্তগণের চিত্তে অবিরত বৃন্দাবনের স্মৃতি উদ্দীপিত করিত।

শ্রীসঙ্কীর্ত্তন অধিবাস *

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ বসিযে আনন্দে।
অদ্বৈত আচার্য্যাদি আর ভক্তবৃন্দে ॥
তিন প্রভু বেড়িসব বসিলা কৌতুকে।
হাসি হাসি মহাপ্রভু বলিছেন সভাকে ॥
তোমরা বৈষ্ণবগণ হও অনুকূল।
মহা মহা মহোৎসব হউক প্রতুল ॥
চৈতন্য আদেশ পাঞা অবধৌতচন্দ্র।
নিমন্ত্রণ পত্র কৈল হইয়া আনন্দ ॥
দিগে দিগে নিমন্ত্রণ দিল পাঠাইযা।
আইল বৈষ্ণবগণ প্রভুর পত্র পাইযা ॥
চৌষট্টি মোহান্ত আইল দ্বাদশ গোপাল।
ছয়চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ ॥
দেখিযা বৈষ্ণবের ঘটা প্রভুর সন্তোষ।
পদপ্রক্ষালনের জল দেন বাসুঘোষ ॥

---

* এই পদটী কোনও অভ্যাগত বৈষ্ণব কৃপা করিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন, পদটী বাসুঘোষ ভণিতাযুক্ত হইলেও প্রাচীন কি আধুনিক ঠিক না বুঝিতে পারিয়া মীমাংসার জন্য পাঠকগণকে আমরা উপহার দিলাম। তাঁহাদের অভিমত জানাইলে উপকৃত হইব। বলা বাহুল্য এসম্বন্ধে যদি কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে জানাইলে যথাসময়ে আমরা তাহা ভক্তিপত্রে প্রকাশ করিব। আমরা সঙ্কীর্ত্তনের অধিবাস কালে এই পদ কীর্ত্তন করিতে কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। (ভঃ সঃ)

ধর্ম্ম ও সাম্যবাদ

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পরাধীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া পরাধীনতার মধ্যে লালিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবার কারণে আমাদের মনোভাব দাসত্বের সহিত এরূপ বিজড়িত হইয়া গিয়াছে যে, বিজ্ঞানের ন্যায় দর্শন, ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধেও স্বাধীন পাশ্চাত্য-জাতি সমূহের কোন্ জাতি নিজেদের দেশে কোন্ প্রণালীর উপযুক্ততা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, আর আমরা বিনা বিচারে ও পরীক্ষায় তাহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া একটা মস্ত নূতন কথা পাইয়াছি ভাবিয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। মধ্যে সংবাদ পত্রে দেখিয়াছিলাম যে, রাশিয়া হইতে ধর্ম্ম বিতাড়িত হইয়াছে। আমরা বিচার করিয়া দেখিলাম না যে, ধর্ম্মের নামে কোন পদার্থ নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এবং মানবের অন্তরে ভগবন্নিহিত প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম কোন দেশ হইতে নামেমাত্র নির্ব্বাসিত হইলেও কোন মানবের অন্তর হইতে উহা বস্তুতঃ উন্মূলিত হইতে পারে কি না। এই সকল বিষয় বিচার না করিয়াই সেদিন ভারতের কোন জননেতা ঘোষণা করিতে দ্বিধা করিলেন না যে, 'ভারত হইতে ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিতে না পারিলে প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না।' ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী যে এই বাক্য কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে না ও পারিবে না, তাহা বলা বাহুল্য। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি যদি বলিতেন প্রকৃত সাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম স্বীকার করিলেই এবং ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক আবরণ পরিত্যাগ করিলেই দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিরোধ বিবাদ তিরোহিত হইবে এবং কল্যাণ ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তবেই আমরা তাঁহার বুদ্ধির

প্রশংসা করিতে পারিতাম। ঢিলটি ছুড়িলে তাহা কোথায় গিয়া পড়িবে বা কাহাকে আঘাত করিবে, সে সকল বিষয় ছুড়িবার পূর্ব্বেই বিচার করা কর্ত্তব্য। উক্ত জননেতার উক্তির মূল্য আছে, ইহা তাঁহার জানা উচিত ছিল: সুতরাং তাঁহার উক্তি দেশের যুবকগণকে সুনীতি বা দুর্নীতির পথে লইয়া যাইবে, তাহা ধীরভাবে অন্তর্দৃষ্টিতে দূরদর্শিতার সহিত বিচার করিয়া দেখা উচিত ছিল। আমরা শতবার বলিব, তাঁহার উক্তির ফলে দেশের অন্ততঃ কতকগুলি যুবকের বিপথে যাইবার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমরা দুর্নীতির পথে একটীও দেশবাসীর একটি পদও অগ্রসর হওয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না।

সেদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম, জনৈক রুষীয় পর্য্যটক লিখিতেছেন যে, রুষের রাজধানীর ও বড় বড় সহরের নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত রাজ্যের অন্যত্র ধর্ম্মের নির্ব্বাসন কথায় মাত্র পর্য্যবসিত—কাজে নয়; তবে সাম্রাজ্যের কোলে সাম্প্রদায়িক খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নাগপাশ প্রতিজনের আত্মা ও মনকে যেরূপ পিষিয়া মারিতেছিল, বর্ত্তমানে সেই নাগপাশ অনেক পরিমাণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং রাশিয়ার প্রজাগণ মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা মূলক মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

মাঝে আরও শোনা গিয়াছিল যে, তুরস্ক হইতেও ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হইয়াছে; কিন্তু পরে জানা গেল যে রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিলেন যে, ধর্ম্মকে রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করা মানবের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। তাই তাঁহারা খাঁটি মুসলমান ধর্ম্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রজাগণকে সাম্প্রদায়িকতার আবর্জ্জনায় সমাবৃত ধর্ম্মকে স্বীকার করা হইতে মুক্তিদান করিলেন এবং স্ব স্ব জ্ঞান ও বুদ্ধিমতে যে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা প্রদান করিলেন।

ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ দেখিলাম, আমাদের দাসমনোভাবের কারণে,

রুষিয়ার আরও একটী বিষয়ে দু-একটী কথা শুনিয়া তাহা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য এক সম্প্রদায়ের লোক অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠেন, সেটী হইতেছে "সাম্যবাদ।" এই সাম্যবাদের প্রকৃত অর্থ কি? এবং দেশের শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে কি ভাবের সাম্যবাদ কোন্ প্রণালীতে দেশে প্রবর্ত্তিত করা উচিত, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান না। তাঁহারা মনে করেন, সংসারের সর্ব্ববিষয়ক সমস্ত সমুন্নত সৌধগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ধূলিতে পরিণত করাই সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম্ম। আজ শতাব্দী পূর্ব্বে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সে এই প্রকার অপ্রকৃত সাম্যবাদের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং উহা পরীক্ষায় সম্পূর্ণ অপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আবার সেদিন রাশিয়া বিপ্লবের সময় ঐ অযথা সাম্যবাদের কথা পুনরুদ্গীরিত হইয়াছিল। ইহার ফলে রাশিয়ার কর্ত্তৃপক্ষগণ একটী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এই যে, রাজ্যের ছোট বড় সকল কর্ম্মচারীকেই এবং সকল শিল্পীকেই সমান বেতন লইতে হইবে। আজ কয়েক বৎসরের পরীক্ষার পর আমরা সংবাদপত্রে দেখি, রাশিয়ার কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিতেছেন যে, ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকলকে একই বেতন দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়—যাহার যে প্রকার কার্য্য তাহাকে সেই প্রকার বেতন দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

আমাদের দেশের নেতাগণ পাশ্চাত্যদেশের পরীক্ষা সাপেক্ষ মতবাদ সমূহের কথায় নাচিয়া না উঠিয়া আমাদের দেশে যুগযুগান্তরের ঘাত-প্রতিঘাতে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সে সকল সমাজ ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত নিয়ম অভিব্যক্ত হইয়া একালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সকল নিয়ম যদি ভালরূপ আলোচিত হইয়া তাহার দুষ্ট অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাল অংশ দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা হয়, তবে আমাদের বিশ্বাস যে দেশে

শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, স্বরাজ সংজেই দেশবাসীর অধিগত হইবে, এবং ভারতভূমি পূরাকালের ন্যায় জ্ঞানোজ্জ্বল, কর্ম্মোজ্জ্বল ও ধর্ম্মোজ্জ্বল মুখশ্রীতে পুনরায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

গুরু-শিষ্য সংবাদ

ভক্তি কথা—শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ বিচার।

গুরুদেব।—যাঁহা হইতে উত্তমা ভক্তিযোগ এই জগতে সম্প্রচারিত হইয়াছে আইস হরিদাস, সর্ব্বাগ্রে সেই নবদ্বীপ সুধাকর ভক্তরূপী ভগবান্ শ্রীচৈতন্য দেবকে বন্দনা করিয়া তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ লইয়া ভক্তি কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

যো অজ্ঞানমত্তং ভুবনং কৃপালুরুল্লাঙ্ঘয়ন্নপ্য করোৎ প্রমত্তং।
স্বপ্রেম সম্পৎ সুধয়াভূতেঽহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মমুং প্রপদ্যে॥ *

গুরুশিষ্য করজোড়ে উক্তস্তব ভক্তিভরে পাঠকবিয়া প্রণত হইলেন।

হরিদাস।—কলির জীবের মত মহাভাগ্যবান্ আর কেহ নাই, অতি দুর্ব্বল এই কলিহত আমাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবার ভক্তরূপ ধরিয়াছেন, অজভব দুর্ল্লভ উত্তমা ভক্তিযোগ নিজে সপরিকরে আচরণ করিয়া এই কলির জীবকে তাহা শিখাইয়াছেন এবং নিজ পার্ষদ আচার্য্যগণ দ্বারা বিমল ভক্তিগ্রন্থ

---

* যিনি কৃপাপূর্ব্বক অজ্ঞানমত্ত, সংসাররোগে প্রপীড়িত জগবাসীকে ভবরোগ মুক্ত করিয়া স্বপ্রেমরূপ সুধাপানে প্রমত্ত করিয়াছেন সেই অদ্ভুতকর্ম্মা পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবকে আমি প্রণাম করি। কবিরাজ গোস্বামীও এই শ্লোকে বিস্মিত হইয়াই "অদ্ভুতকর্ম্মা" বলিয়াছেন।

প্রচার দ্বারা জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার কৃপার অবধি নাই, পাত্রাপাত্র অবিচারে স্ব প্রেমসম্পদ বিলাইয়াছেন।—কিন্তু আমরা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখিতে পাই কৃষ্ণ বড় কৃপণ, সহজে প্রেম-ভক্তি দিতে চাহেন না, যথা—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥

সেই কৃষ্ণের এই স্বভাবাস্তরের হেতু কি ইহা বিশেষ বিস্ময়ের কথা।

গুরুদেব।—সেইনিগূঢ় রহস্য প্রভুর পরম অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দের নিকট আমরা ত পাইয়াছি—এবার যে অভিনবলীলা সেই কৃষ্ণ হইলেও এবার যে বৃষভানু সুতাযুত "তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং" "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" বিষয় (শ্রীকৃষ্ণ) ও আশ্রয় (শ্রীরাধা) দুই মিলিয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাতে আবার আশ্রয়ই হইতেছেন নিদান শ্রীরাধাস্বরূপেরই প্রাধান্য। যথা, পদামৃত সমুদ্রে—

"অস্য অবতারস্য মুখ্য রূপেণ আশ্রয়াবলম্বন ভাব নিদানত্বাৎ।"

সেই জন্য শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ হইলেও লীলাচরিত মধ্যে শ্রীকৃষ্ণভাবকে উপমর্দ্দিত করিয়া শ্রীরাধা ভাবের প্রাবল্য প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এত করুণা কি জন্য এখন বুঝিলেত?

হরিদাস।—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের টীকার মধ্যে কেহ কেহ বলেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠিক্ একীভূত বিগ্রহ নহেন, শ্রীকৃষ্ণ কেবল শ্রীরাধার ভাব দ্যুতি লইয়াছেন মাত্র শ্রীরাধিকাস্বরূপ সম্পূর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গে নাই।

গুরুদেব।—প্রাচীন গোস্বামী আচার্য্যগণের কলমে সেই রূপ অর্থ কোথাও পাই নাই বরং তাঁহারা "সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই—ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই।" এইরূপ দুই তনু

একীভূত বিগ্রহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আচ্ছা যখন এই নিগূঢ় প্রশ্নটী উঠিয়াছে তখন যথা বুদ্ধি আলোচনা করা যাউক। মহাপণ্ডিত প্রভুর অভিন্ন কলেবর, অত্যন্ত মর্ম্মীলক্ত স্বরূপদামোদর বলিয়াছেন চৈতন্য বিহার অতি দুর্ব্বোধ্য ও দুর্গম। প্রচ্ছন্ন স্বরূপ সে ঠক্ ধরা অতি সুকঠিন, মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাসাপেক্ষ। তিনিই সর্ব্বাগ্রে প্রচ্ছন্ন ঠাকুরকে এইরূপ চিনাইয়া ধরাইয়া দিলেন :—

রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিণী শক্তি রস্মা-
দেকাত্মানা বপি ভুবিপুরা দেহভেদংগতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ংচৈক্য মাপ্তং
রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥

আমরা স্বরূপ দামোদরের কড়চা পাই নাই,—কবিরাজ গোস্বামী তৎকৃত শ্রীচরিতামৃতে উক্ত শ্লোকটী তুলিয়াছেন এবং নিজেই তাহার বিশদার্থ যাহা পয়ারে বলিয়াছেন তাহাই এই তত্ত্ববিচারের মূলাশ্রয়, অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসেরস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
ভাব আস্বাদিতে দোহে হৈলা একঠাঁই॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধোক্ত শ্লোক 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং। যজ্ঞৈসঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ'। ও "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্ণতো-ঽনুযুগংতনূঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাংগতঃ॥" এবং ৭মস্কন্ধোক্ত 'ছন্ন-কলৌ যদভবত্ত্রিযুগো" ইত্যাদি শ্লোকের বিচারে শ্রীপাদরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামী চরণ শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণত্বে স্থাপন করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈব সাক্ষাদ্-বিভাবঃ স ইত্যর্থঃ। তবে যে দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের অবতারণ হয় তৎ-পরবর্ত্তী কলিযুগেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব।

মূল শ্লোক এবং তাহার প্রাচীন আচার্য্য কৃত ব্যাখ্যা মধ্যে রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ মিলিয়াই যে শ্রীচৈতন্যদেব ইহাই সুস্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে। পরন্তু শ্রীরাধা পূর্ণভাবে শ্রীচৈতন্যদেবে মিলিত নহেন এরূপ কোন আভাসও মূলে বা পয়ারে নাই—বরং প্রকরণ দেখিলে বুঝা যায় প্রথমে এক আত্মা একই স্বরূপ, (২য়) রস আস্বাদিতে দুইতনু বিষয় ও আশ্রয় (৩য়) তাহাতে যে রস আস্বাদন হইল না সেই ভাব আস্বাদিতে দুই মিলিয়া একতনু লীলার এই ত্রিবিধ সংস্থান উক্ত শ্লোকে প্রকাশ পাইতেছে। মহাপ্রবীণ পণ্ডিত ভজনানন্দীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিশেষ সাবধান লেখক। যদি শ্রীরাধিকাস্বরূপ সম্পূর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গে মিলেন নাই কেবল মাত্র ভাব কান্তি মিলিত তাহা হইলে ব্যাখ্যা বা পয়ারে নিশ্চয়ই সে বিষয়ের কিছু না কিছু উল্লেখ থাকিত বরং উল্টাই দেখিতেছি একাধিকবার দুই তনু একীভূত হইয়া "তদ্দ্বয়-ঐক্যমাপ্তং"—এই সিদ্ধান্তেই জোর দিয়াছেন।

হরিদাস।—ঐ শ্লোকের চতুর্থ চরণ—"রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং" হইতেই এই গোলযোগ উঠিয়াছে।

গুরুদেব।—তাহাই বটে, বৈয়াকরণিক পণ্ডিতেরা এই শেষ চরণকে নিদান করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি চুরি করিয়া গৌর হইয়াছেন "তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং" উৎপ্রেক্ষা মাত্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রাচীন আচার্য্যগণের কলমেও যদিও ঐ দুইটীর বিশেষ উল্লেখ অনেক স্থলেই দেখাযায় কিন্তু তাই বলিয়া "তদ্দ্বয়ঐক্যমাপ্তং"কে তাঁহারা উৎপ্রেক্ষা বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবকে পরতত্ত্বে স্থাপন করাই আচার্য্যগণের উদ্দেশ্য, তজ্জন্য তাঁহাকে কৃষ্ণত্বে স্থাপন করিতেই হইবে যেহেতু সর্ব্ববেদানুসার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদিত "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" সর্ব্বজন স্বীকৃত। অন্য সম্প্রদায়ীগণ বাদ

উঠাইলেন "পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বাকৃত তদ্ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্বয়ং ভগবান্ করিতে হইলে তিনি যে অভিন্ন কৃষ্ণ স্বরূপ ইহাই প্রতিপন্ন করিতে হইবে।" তোমাদের শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ কিরূপে হইবেন, তাহার দুইটী প্রধান অন্তরায়। প্রথম হইল শৃঙ্গাররসরাজ কৃষ্ণের নিত্য রূপ হইতেছে শ্যামবর্ণ তাহা তাঁহার স্বরূপে নিত্যই থাকিবে সুতরাং শ্রীচৈতন্যের গৌরকান্তি তাহার বাধক হইতেছে। তৎপরে দ্বিতীয় আপত্তি হইতেছে "কৃষ্ণস্তবনীয় ঈড্যঃ" তাঁহাকেই চরাচর সকলে স্তব করিবে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব নিজেই হা কৃষ্ণ হা গোবিন্দ বলিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছেন ইহার সমাধান কি? এই ভক্তভাব তাহার শ্রীকৃষ্ণত্বের অন্য প্রধান অন্তরায়। সুতরাং গৌরাঙ্গের এই ভাবদ্যুতি শ্রীকৃষ্ণে নাই ও থাকিতে পারে না তাহা আগন্তুক"। গৌর পার্ষদ গোস্বামী আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে এই সঙ্গত আপত্তির খণ্ডনে শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা দেখাইলেন ঐ ভাবদ্যুতি থাকিলেও উহা আগন্তুক নহে যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীর সাররূপা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকাতে যে ঐ ভাব ও দ্যুতি নিত্য বিকল্পিত।

"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদনাই শাস্ত্র পরমান॥"

অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব। সুতরাং রসিকশেখর কৃষ্ণে ঐ ভাবকা প্রকটিত নাই তবে শক্তিমান রূপে আছে। যখন লীলার মধ্যে অনাস্বাদিত কোন রস বিশেষ আস্বাদন জন্য কৌতুকী কৃষ্ণ নিজ স্বরূপ শক্তি শ্রীরাধায় মিলিত হইয়া "তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্ত" হন তখন কৃষ্ণই রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত হইয়া ভক্তরূপী শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়া যান; এক্ষণে তাহাই হইয়াছেন আর উহা আগন্তুক বলা চলে না যেহেতু উহা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ শক্তিবৃত্তি। উক্তরূপবাদ নিরাসের জন্য 'তদ্দ্বয়ং

চৈক্যমাপ্তং" বলিয়াও অন্তরায় যে ভাব ও দ্যুতি তাহারই বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে মাত্র, উহা উক্ত শ্লোকের নির্য্যাস বা নিষ্পত্তি নহে। চতুর্থ চরণের "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং" "তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং," (Explanatory clause) বিশিষ্টার্থবাঞ্জক পদ ধরিলে সুসঙ্গত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সহজ অর্থ নিষ্পন্ন হয়। কবিরাজ গোস্বামী তাহাই করিয়াছেন শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ অন্য মহাজনেরাও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিবার চেষ্টা পাইব। বাদীর উক্ত আপত্তি নিরসন জন্য সকল মহাজনই রাধাভাবদ্যুতির বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও ঠিক। ব্রজে কৃষ্ণ স্বরূপে যে তিন বাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই কবিরাজ গোস্বামী সেই বাঞ্ছা পূর্ণ জন্য শ্রীকৃষ্ণের মুখে এইরূপে বলাইতেছেন—

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥

এখানে কেবল "ভাবদ্যুতি" চুরি করিবার বুদ্ধি হইল না একেবারে শ্রীরাধিকাস্বরূপ হওয়াই স্থির হইল।

অতি দুর্ব্বোধ শ্রীরাধাস্বরূপ আমরা গোস্বামীগণের গ্রন্থে যাহা পাইয়াছি ও শ্রীগুরু কৃপায় যাহা বুদ্ধির গম্য হইয়াছে তাহাতে শ্রীরাধিকা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতা কলা, মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনীর সারভূত মহাভাব স্বরূপিণী। "কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়"। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরাধিকাকে ঈশ্বরকোটি ও ভক্তকোটি প্রধানা বস্তু বলিয়াছেন। কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধিকার কৃষ্ণকে সুখ দিবার জন্য ঐ ভক্তভাব ও দ্যুতি ভিন্ন আর যে কিছুই নিজস্ব আছে তাহা বলিয়া মনে হয় না সুতরাং কৃষ্ণ যদি তাহাই হরণ করিলেন তবে মহাভাব স্বরূপিণীর আর অবশেষ কি রহিল তাহা মাদৃশ মূঢ় বুদ্ধির অগম্য। ক্ষীরের পুতুলের

অন্তর বাহির ক্ষীর সেই ক্ষীর লইলে আর তাহার কিই বা অবশেষ থাকিবে। বিশেষতঃ "দেহ দেহী বিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"।

হরিদাস।—শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত বস্তু না হইয়া যদি শ্রীরাধিকার কেবল ভাবদ্যুতি হরণকারী হন তবে যেন মহাপ্রভু স্বরূপের কিছু লঘুতা ব্যঞ্জিত হয়। বিশেষতঃ সাধু শাস্ত্র মুখে শুনিতে পাই শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মূলে একই লীলা সেই নায়ক নায়িকা, সেই রসাস্বাদন লীলা এস্থলে শ্রীরাধা পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যুক্ত না হইলে তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে! রায় রামানন্দকে কৃপা করিবার ছলে শ্রীচৈতন্যদেব যে আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" এবং নিজমুখেই বলিয়াছেন যে—

"গৌরাঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ স্পর্শন।
ব্রজেন্দ্র সুত বিনা সে না স্পর্শে অন্যজন"॥

অতঃপর "তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং" কে উৎপ্রেক্ষা বলা যায় কিরূপে? বরং রাধাঙ্গ স্পর্শ অর্থাৎ প্রগাঢ় আশ্লেষ সম্ভূত তাহা ত তাঁহার নিজের শ্রীমুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। *

শুকদেব।—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের প্রথম শ্লোকের টীকায়ও পাওয়া যাইতেছে—"তথা হ্লাদিনী সম্ভূত শ্রীরাধিকাঙ্গ কান্ত্যা বহির্গৌরবর্ণঃ রাধামাধবয়োরেকীভূতত্বাৎ।" শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর উক্তি ও এই রূপ পাওয়া যাইতেছে—"একীভূতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্য।" শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী চরণ ও উজ্জ্বল নীলমনি গ্রন্থের একশত দশ শ্লোকে

---

* কৈছন রাধা প্রেমা, কৈছন মধুরিমা কৈছন সুখে তিঁহ ভোর ইত্যাদি।

ঐরূপ শ্রীরাধামাধবের একত্বই পোষণ করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী পাদও গোপাল চম্পুর মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ইষ্টদেব বন্দনা স্থলে "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" উল্লেখ করিয়া প্রথমে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ইষ্টদেবত্বে স্থাপন করিয়া কৃষ্ণ চৈতন্য তাহার বিশেষণ করিয়াছেন আবার কৃষ্ণচৈতন্যকে ইষ্টদেবত্বে বসাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ "শ্রীরাধাখ্য স্বরূপ শক্তিযুক্ত কৃষ্ণেভ্য-র্থশ্চ নিবৃঢ়ঃ এইরূপ অর্থই করিয়া কৃষ্ণ চৈতন্যের বিশেষণ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের অপার কারুণ্যে যিনি জ্ঞান নিষ্ফল ছাড়িয়া রাধা-রস সুধানিধিতে ডুবিয়াছিলেন সেই প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্পষ্ট বাক্যে তাবস্বরে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কার্য্য কারণ দুইই বিশদ রূপে ঘোষিত হইয়াছে। "বিভ্রদ্বর্ণ কিমপি দহনোত্তীর্ণ সৌবর্ণসার, দিব্যাকার, কিমপি কলয়ন্ দৃপ্তগোপালবালঃ আবিস্কুর্ব্বন্ রুচিরবসবে তত্তদাশ্চর্য্যলীলাঃ সাক্ষাদ্রাধামধুরিপুভীতি গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ।" টীকায়ও বলিয়াছেন "সাক্ষত্রয়ো একীভূত শরীরত্বাৎ"। ইহার পরে আর কি বিচার আছে।

হরিদাস।—বৃদ্ধ সুধী বৈষ্ণব মাখন লাল বাবাজী কিন্তু তাঁহার কৃত শ্রীচরিতামৃতের ব্যাখ্যায় এইরূপ "একীভূততনু"ই সাব্যস্ত করিয়াছেন ও অন্যরূপ ব্যাখ্যাকে নিন্দা করিয়াছেন। এখন যখন প্রাচীন আচার্য্য-গণের কলমেও তাহাই পাওয়া গেল তখন আমার এবিষয়ের সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে।

গুরুদেব।—এতদ্ভিন্ন পদরচয়িতৃ মহাজনগণ ত আরো খোলসা করিয়া বলিয়াছেন বিস্তার ভয়ে সে সব আর এখানে প্রদর্শিত হইল না। তবে পদামৃত সমুদ্রের সঙ্কলয়িতা পূজ্যপাদ শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর উক্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে যে বন্দনাশ্লোক লিখিয়াছেন তাহাতে "রাধিকা কৃষ্ণ বিগ্রহই শ্রীচৈতন্য তনু" ব্যাখ্যায় তিনিই বলিতেছেন

"শ্রীরাধিকা কৃষ্ণাবেকীভূয় বিগ্রহঃ শারীরং যস্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্ ইত্যর্থ্যঃ।

পূর্ব্ব মহাজন ও পর মহাজন যখন সকলেরই একবাক্যতা পাওয়া যাইতেছে তখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত বপু শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাই স্বীকার করিতে কাহারও মতভেদ হইবে কিনা জানি না। আমাদের শেষ নিবেদন সেই দয়ালঠাকুর যেন কৃপা করিয়া আত্ম প্রকাশ করেন।—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মতোবা, দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতোবা।
প্রেম্ণঃ সারং দাতুমীশো য একঃ শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুং ॥*

কৃপাপ্রার্থী—শ্রীরামাচরণ বসু।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ

(পরিব্রাজক শ্রীমদ্দাসগোবিন্দ ভক্তিসরোজ)

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য প্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোহপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিন ॥

* শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধারমণের গোস্বামী পণ্ডিত বনোয়ারী লাল গোস্বামী ও তৎ শিষ্য প্রভুপাদ শ্রীধর গোস্বামী ও আচার্য্য মদনমোহন গোস্বামী ভাগবতভূষণ এবং পণ্ডিত প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত রত্ন ও শ্রীল রাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ ও শ্রীখণ্ডের পণ্ডিত শ্রীল রাধালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী প্রমুখ আচার্য্যগণ, শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত বপু এইমতই পোষণ করেন। অন্যান্য আচার্য্যের অভিমত এখনও আমাদের নিকট আইসে নাই।

সম্পাদক—আলোচনা সমিতি বহরমপুর।

শ্রীচৈতন্য প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্র দর্শন করিয়া, শ্রীচৈতন্যরূপধারী ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইতেছে। কবিরাজ গোস্বামী বিনয়ী, তাই বিনীতভাবে জগজনকে বলিতেছেন আমি বালক, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রকে জানিবার মত জ্ঞান আমার নাই, তবে তাহার অনুগ্রহে যে, কিছু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি তাহার সমালোচনা করিয়া জানিলাম যে শ্রীচৈতন্যরূপধারী ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ, ইনিই সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন। আমি তাঁহারই তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কবিরাজ গোস্বামীর এই শ্লোকটী লইয়া একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, অপ্রমাণে তিনি একটী কথাও বলেন নাই। তিনি যে মহাপ্রভুর ভগবত্তা স্থাপন করিয়াছেন তাহা শাস্ত্রের প্রমাণে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথেষ্ট আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শাস্ত্র অনেকেই দেখিতেছেন, অনেকেই শুনিতেছেন ও শাস্ত্রের কথা লিখিতেছেন কিন্তু নিঃসন্দেহ হইতে কেহই পারিতেছেন না।

মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে এখনও অনেকেরই সন্দেহ। অবতার শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দর, ভগবান কি ভক্ত এ বিষয় লইয়া এখনও অনেকেই অনেক বাদানুবাদ করিয়া থাকেন! কিছুদিন পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় "শ্রীচৈতন্য ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ লইয়া মহাপ্রভুকে ভক্তরূপে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী পত্রিকায় তাহা প্রকাশ হইয়াছে। ইহা বড় দুঃখের বিষয়? তিনি ভারতের একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, অসংখ্য শাস্ত্রের সমালোচনা করিয়াছেন! তাঁহার কি এরূপ প্রবৃত্তি হওয়া উচিত? যাহারা শাস্ত্র দেখে নাই তাহারা যাহা তাহা বলিতে পারে কিন্তু তিনি শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী,

তাঁহার জ্ঞানদাতা শ্রীচৈতন্য দেবের উপর এরূপ দ্রোহাচরণ করা উচিত হয় নাই। ইহা আমাদের শুধু আমাদের কেন বৈষ্ণবমাত্রেরই বড়ই মর্ম্মন্তুদ।

তদপেক্ষা আরও দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের সাহায্যে তিনি তাহার স্বীয় মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা যিনি দেখিবেন তাহারই হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইবে। তর্কবত্ন মহাশয়ের উদ্ধৃত পয়ার শ্রবণ করিয়া বালকেরাও তাহাকে উপহাস করিবে যেহেতু তর্কবত্ন মহাশয় ভূত ভবিষ্যত বিচার না করিয়াই তাহার সাধ্যাতীত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। যে কবিরাজ গোস্বামী সাধু শাস্ত্র, গুরুবাক্য, এই তিনে ঐক্য করিয়া গৌর গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহার ভগবত্তা স্থাপন করিয়াছেন, সেই কবিরাজ গোস্বামীর কলমের সাহায্যে তর্কবত্ন মহাশয় মহাপ্রভুকে ভক্তরূপে প্রমাণিত করিবেন ইহা কি অসঙ্গত নহে। চিন্তাশীল পাঠকগণ এ রহস্য বুঝিবার জন্য একটু চিন্তা করুন। তর্কবত্ন মহাশয়ের কৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া আমি আর ভক্তি পত্রিকাকে কলঙ্কিত করিব না। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-দর্শন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীগোপালদাস ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের সাহায্যে তর্করত্ন মহাশয়ের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন।

এক্ষণে তর্করত্ন মহাশয়ের বুঝা উচিত যে ভাবের ঘরে চুরি করা চলিবে না। তিনি তাহার নিজের ঘরে খুজিয়া দেখুন। অনেক পুরাণের অনেক উপনিষদের বঙ্গানুবাদ তিনি করিয়াছেন তাহার মধ্যেই আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্রূপে প্রমাণিত হইয়াছেন। এবং সেই সমস্ত প্রমাণ লইয়াই প্রভুপাদগণ যে তাহার ভগবত্তা স্থাপন

করিয়াছেন ইহাকে তিনি অস্বীকার করিবেন ? আমি সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া ভক্তি পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি ! হে বঙ্গবাসী ভাইগণ। তোমরা তর্কবত্ন মহাশয়কে মান ! তাঁহার নিকট তর্কশাস্ত্র পড় ! কিন্তু তর্কের মোহে পড়িয়া শ্রীচৈতন্যকে হারাইয়া চৈতন্য রহিত হইও না।

দেখ ভাই ! চৈতন্যের কৃপায় তোমরা চক্ষে দেখিতে পাইতেছ, কর্ণে শুনিতে পাইতেছ, মুখে কথা কহিতে পারিতেছ, পায়ে চলা ফেরা করিতে পারিতেছ। কিন্তু চৈতন্য রহিত হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইবে, আর দেখিতে পাইবে না, আর শাস্ত্র দর্শন হইবে না। চৈতন্য রহিত হইলে কর্ণ থাকিতেও বধির হইবে, আর কিছু শুনিতে পাইবে না, আর পূর্ব্ব পক্ষ উত্তর পক্ষের মীমাংসা শেষ হইবে না। চৈতন্য রহিত হইলে মুখ থাকিতেও বোবা হইবে, কথা বলিতে পারিবে না, তর্ক করিতে পারিবে না, প্রতিবাদীর প্রতিবাদ খণ্ডন করিতে পারিবে না। চৈতন্য রহিত হইলে আর চলৎশক্তি থাকিবে না, অচল হইয়া যাইবে। অতএব চৈতন্য আমাদের সর্ব্বে সর্ব্বা। চৈতন্যই আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। চৈতন্যের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ, তিনিই আমাদের অভিধেয় চৈতন্যকেই আমাদের প্রয়োজন, আমরা সকলেই চৈতন্যের দাস। বন্ধুগণ ! সকলেই চৈতন্যের ভজন কর। সকলেই চৈতন্যের গুণানুকীর্ত্তন কর। সকলেই চৈতন্যের চরণে শরণাগত হও ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

বঙ্গবাসী ভাইগণ ! তোমরা তর্কবত্ন কৃত "চৈতন্য-ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পথভ্রষ্ট হইও না। চৈতন্য রহিত হইও না। অবতার শিরোমণি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভক্ত বলিও না। তিনি ভগবান সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। সকলেই তাহার চরণে শরণাগত হও, লুটিয়া পড় ! সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন কর, বিশেষতঃ যাহারা পুরুষানু-

ক্রমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দাসত্ব করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা তাহার চরণে ছাঁদিয়া পড়ুন। তাহারা তর্কবত্ন মহাশয়ের তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যাইবেন না। পদ্মের মধুপান করিতে যাইয়া যে ভ্রমর গুণ গুণ গুণ গুণ ঝঙ্কার করিতে থাকে, তাহারা তাহার মধুপান করিতে পারে না। যাহারা তাহাতে ডুবিয়া যায়, তাহারাই তাহার মধুপান করিতে পায়। ভক্ত-ভ্রমরগণ! তোমরা বাক্ বিতণ্ডা ছাড়িয়া দাও। কাহারও সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে যাইও না। মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথেষ্ট আছে তাহা পাঠ করিয়া নিঃসন্দেহে প্রভুর চরণ সরোজে ডুবিয়া যাও। তাহার চরণামৃত আস্বাদ করিয়া ত্রিতাপ জ্বালার শান্তি কর। এইশোন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ—

শ্রীচৈতন্যরহস্যধৃত সামবেদান্তর্গত ব্রহ্মভাগপরে--"তথাহং ধৃত সন্ন্যাসো ভূগীর্ব্বানো অবতরিষ্যে তীরে অলকনন্দায়াঃ পুনঃ পুনরীশ্বর প্রার্থিত সপরিবারো নিরালম্ব নির্ধূত কলিকল্মষ কবলিত জনাবলম্বনায়ইতি।"

অর্থ :—ভগবান বলিলেন, আমি দেবগণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় কলি কলুষিত জীবের উদ্ধারের জন্য গঙ্গার তীরে ব্রাহ্মণ গৃহে সপরিবারে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব।

অথর্ব্ব বেদান্তর্গত চৈতন্যোপনিষৎ—চৈতন্য এব সঙ্কর্ষণো বাসুদেব পরমেষ্ঠী রুদ্র শক্রোবৃহস্পতি, সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বানি ভূতানি স্থাবরানি চরাচরানি, যৎকিঞ্চিৎ সদসৎ কারণং সর্ব্বং।

অর্থ :—ভগবান চৈতন্যদেবই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, পরমেষ্ঠী, রুদ্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, সকল দেবতা, সকল প্রাণী,, স্থাবর চরাচর সদসৎ সকলেরই কারণ।

একো দেব সর্ব্বরূপী মহাত্মা গৌর রক্তশ্যামল শ্বেতরূপ।
চৈতন্যাত্মা সবৈ চৈতন্যশক্তি ভক্তাকারো ভক্তিদো ভক্তিবেদ্যঃ॥

অর্থ :—সেই দেবই সকল মূর্ত্তির কারণ, সকলের পরমাত্মা স্বরূপ তিনিই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কালযুগে শ্বেত রক্তশ্যামল ও গৌরবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া অবতীর্ণ হন। তিনি চৈতন্যাত্মা ও চৈতন্য শক্তি (শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত দেহ) ভক্তাকার, ভক্তিদাতা ও একমাত্র ভক্তিজ্ঞেয়।

হরের্বহবোঽবতারা সন্তু, সর্ব্বেন যুগাবতারাঃ কিন্তু যুগাবতারা শ্চত্বারো যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনাদিতি, যস্মিন যুগে যোধর্ম্মস্তৎ প্রবর্ত্তনার্থ', ভগবান স্বয়ং যুগাবতারো ভবতীতি তাৎপর্য্যং, কৃতেত্রেতাদ্বাপরেষু ধ্যান যজ্ঞন সেবাদিভির্যদাপ্নুতে তৎকলৌ কৃষ্ণকীর্ত্ত্যেতি" শ্রীলঘু ভাগবতামৃত টীকা ধৃত শ্রুতি। অতঃ কলিযুগধর্ম্ম হরিনামৈব তদ্রক্ষকঃ শ্রীশচীনন্দন এব নান্যইতি তথা যুক্তিরূপি শ্রীশচীনন্দন এব কলিযুগাবতার ইতি জ্ঞাপয়তি। ইতি শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্ন কৃত কারিকা।

অর্থ :—ভগবানের অনেক অবতার আছে কিন্তু সমস্ত যুগাবতার নহে। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক যুগাবতার চারিটি। যে যুগের যে ধর্ম্ম তাহা প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন। সত্য, ত্রেতা দ্বাপরেতে ধ্যান যজ্ঞ সেবাদি দ্বারা যাহা পাওয়া যাইত কলিতে ভগবানের নাম কীর্ত্তনেই তাহা পাওয়া যায় এই শ্রুতি দ্বারা হরিনামই কলিযুগের ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রীশচীনন্দনই তাহার রক্ষক সুতরাং তিনিই যুগাবতার। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

ব্যাখ্যা :—ত্বিষাকান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি ইতি—

গোস্বামি পাদাঃ। ত্বিষাকান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্র নীলমনিবদুজ্জ্বলং। শ্রীধর স্বামী টীকা।

সর্ব্ব লোকদৃষ্টৌ অকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্ত বিশেষ দৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশ বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং। তাদৃশ শ্যামসুন্দর মেব সন্তমিত্যর্থ। তস্মাত্তস্মি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেবাবির্ভাব বিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। পুনঃ কীদৃশং সাঙ্গোপাঙ্গেতি অঙ্গমঃ শঃ সতু অত্র বিশ্বরূপ নিত্যানন্দাদি, উপাঙ্গমংশাংশ, স তু অত্র শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যাদি, মহাবিষ্ণ্বাত্মকস্য শ্রীসঙ্কর্ষনাঃ শত্বাৎ তচ্চ তচ্চ। পার্ষদা পরমাস্তরঙ্গ শক্তিরূপা শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভৃতয়ঃ অস্ত্রাণীব পার্ষদাঃ তৈসং বর্ত্তমানং।

অর্থ=যিনি কান্তিদ্বারা অকৃষ্ণ (গৌর) কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দাদি উপানন্দ শ্রীমদদ্বৈতাদি পার্ষদ শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীশ্রীবাস মুরারি প্রভৃতি তাঁহাদের দর্শন স্পর্শন মধুর সম্ভাষনাদি দ্বারা অসুর স্বভাব লোকদিগের ও কলিকলুষিত চিত্তজনগণের অন্তর্মালিন্য দুর হয়। অতএব সেই পার্ষদ সহ অবতীর্ণ কলিযুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবকে সংকীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞদ্বারা পণ্ডিতগণ অর্চ্চনা করেন।

(ক্রমশঃ)

গৌর শূন্য নদীয়া

(শ্রীযুক্ত তারাপদ দত্ত।)

নদীয়া আজিকে হ'য়েছে আঁধার
দিবসে আঁধার হ'য়েছে,
নদীয়া বিনোদ বিহনে আজিকে
নদীয়া শুকায়ে গিয়েছে।

দারুণ শীতের গভীর রাতে
গোরা ছেড়ে গেছে নদীয়া ;
ছেড়ে গেছে গোরা সকল সংসার
জীবের করুণা—লাগিয়া।
তাই বুঝি আজ চলেছে জাহ্নবী
বিষাদ বারতা বহিয়া,
চলেছে জাহ্নবী ধীরে-ধীরে-ধীরে,
ফুলি ফুলি উঠে কাঁদিয়া।
কাননে যদিও ফুটেছে কুসুম
ঝড়িয়া পড়িছে অকালে,
ঝরিছে তাদের নয়নের জল,
শিশিরের ছলে সকালে।
পবন সুমন্দ গুমরি ফিরিছে
কুসুম সুগন্ধ বহে না,
গুমরি ফিরিছে পল্লী বালাদল
শাখী-শাখে পাখী গাহে না।
অলিকুল সব হ'য়েছে নীরব
গুণ্ গুণ্ রব নাহিরে!
হয়েছে নীরব, ঘাট-মাঠ হাট
কেহ নাহি আজ বাহিরে।
দেখ দেখ প্রভু নদীয়ায় আসি
কি দশা ন'দের হ'য়েছে,
কি দশা হ'য়েছে শচীমার, তব
প্রিয়াজি—কেমনে ব'য়েছে।

শোকে' বিভলা' পাগলিনী পারা
কেহ নাই—কিছু—নাহিরে।
কেমনে রাখিবে তাপিত পরাণ
কার মুখ আজি চাহিবে ?
কোথা কোথা ওহে শ্রীগৌর সুন্দর
প্রাণের দেবতা আমার।
নদীয়ায় আসি হরিনাম-রসে
সবারে ভাসাও আবার।
যখন তুমি গো হরিনাম নিতে
যাচিলে সাধিলে সবারে
তখন শুনিনি ভাবিনি—সে দোষে
রেখে যাবে ফেলে আঁধারে।
পাপী-তাপী দেখি যাইতে ধাইয়া
নিতে তারে কোলে ক'রে গো ;
কে আছে মোদের করিবে যতন
তুমি যদি নাহি এলে গো ?
আশাপথ চাহি রেখেছি এপ্রাণ
এখনও তোমার লাগিয়া
করিব এবার হরিনাম সার
এস, এস প্রভু ফিরিয়া।

শ্রীশ্রীগুরুসেবা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী ভক্তিভূষণ।)

ভূমিকা

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনবদ্বীপলীলাকে যে ব্রাহ্মণ গোস্বামী (বৈষ্ণব) নিত্যলীলা জ্ঞানপূর্ব্বক তদনুসারে সাধন ভজন করিয়া "শ্রীমন্মহাপ্রভুর-মত" পালন করেন, তিনিই গুরু। প্রবন্ধটীর শেষভাগে "গৌড়ীয় মঠ" সম্বন্ধে শ্রীভগবদিচ্ছায় যাহা লেখনীতে বাহির হইয়াছে তদ্দ্বারা শ্রীধাম নবদ্বীপ, গোস্বামী-পাদ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণগণের সেবার্থ কিছু চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। শ্রীধাম, গোস্বামীপাদ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণগণ এই সেবা চেষ্টায় সন্তুষ্ট হইয়া উহা কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেই লেখকের নিকট যাহা ধর্ম্মগ্লানি (শ্রীগীতা ৪।৭) বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা দূর হইবে, এবং ধর্ম্মগ্লানি দূর না হওয়ার জন্য লেখক যে মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছে তাহা হইতে সে পরিত্রাণ পাইবে। (শ্রীগীতা ৪।৮)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

প্রকাশকের বিনীত নিবেদন

নিজসুখ বাঞ্ছাকারী জীব বহির্ম্মুখী ও সঙ্কীর্ণচেতা। এরূপ ব্যক্তির ইচ্ছাধীন হইয়া কার্য্য করিলে তাহার ন্যায় মায়াপাশরূপ বন্ধনে আবদ্ধ সাংসারকূপে পড়িয়া থাকিতে হয়। এই কারণে শাস্ত্রকারগণ শ্রীভগবদ্ভক্তের কাহিনী ও দৃষ্টান্ত যথাসাধ্য অনুকরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীভগবদ্ভক্ত ভগবৎ কৃপায় সংসার মায়া-পাশে বদ্ধ নন (শ্রীগীতা ৭।১৪)। শ্রীভগবদ্ভক্ত হইতে হইলে ভক্তিযোগ আশ্রয় করিতে হয়।

শ্রীভগবদ্ভক্তের সৎসঙ্গগুণে ভক্তিপথে সাধন ভজন করিলে শ্রীভগবানকে সেবা করিবার লৌল্য জন্মে। লৌল্যই শ্রীভগবদ্ভক্তি লাভের একমাত্র মূল্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে ভক্তিপথে ভজন প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। সর্ব্বত্র ভক্তির আবশ্যক। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, পতিভক্তি, গুরুভক্তি, রাজভক্তি, দেব-দ্বিজে ভক্তি, বৈষ্ণবভক্তি ইত্যাদি।

ভক্তিলাভ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণমুখী হইয়া কর্ম্ম করিতে হয় ও ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান এই জ্ঞানলাভ জন্য জ্ঞানচর্চ্চা আবশ্যক। ভক্তির ক্রমানুসারে অধিকারী নির্ণয় হইয়া থাকে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী ক্রম। জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী, ভক্ত; পঞ্চ উপাসক, চতুর্ব্বর্ণ ও চতুর আশ্রম ইত্যাদি বিষয় লইয়া যে অধিকারী নির্ণয় হয় তাহা ভক্তিমার্গের ভজন প্রণালীতে আছে।

ভক্ত, ভক্তি ও শ্রীভগবানকে শ্রীগুরুদেব একসূত্রে গ্রথিত করেন। সেবা দ্বারা ভক্তিলাভ হয়। এই জন্য অগ্রে শ্রীগুরুসেবা আবশ্যক।

শ্রীভগবান ও শ্রীগুরুদেব অভিন্ন। শ্রীভগবৎ ইচ্ছা পালনই ভক্তের একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা পালনই শিষ্যের একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

এইপ্রবন্ধ প্রকাশ করিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য বা কামনা নাই; কেবলমাত্র গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া উহা পালন করা।

শ্রীগুরুদেব লেখককে যে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ পত্র দিয়াছেন তাহা এই স্থানে দেওয়া গেল।

"শ্রীশ্রীগৌরগোপাল বিধুর্বিজয়তে

তাং ১১ই আষাঢ় ১৩৩৮।

পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ নন্দী (ভক্তিভূষণ)

দীর্ঘজীবেষু

বাবাজীউ। শ্রীভগবদিচ্ছায় তোমার লেখনী সম্ভূত শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ "শ্রীগুরুসেবা" প্রবন্ধটী আমূলাগ্র পাঠ করিয়া আশাতিরিক্ত সন্তোষ লাভ করিলাম। আশা করি তোমার মত শ্রীভগবদ্ভক্তের দ্বারায় অতঃপর শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রচারিত হইয়া বাঙ্গলা দেশের ভগবদ্বিমুখ জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন হইবে। অলমিতি বিস্তরেণ—

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি—শ্রীভোলানাথ গোস্বামী

সাং— দ্বীপা।

প্রবন্ধটী খুবই বড় এক মাসে প্রকাশ অসম্ভব, আমরা ক্রমে ক্রমে সমস্তটী প্রকাশ করিব। এইবার আমরা মূল প্রবন্ধের বক্তব্য বলিব।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥"

গুরু-করণের আবশ্যকতা

"বিজিত হৃষীক বায়ুভিরদান্ত মনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসন শতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজইবাজ সন্ত্যকৃত কর্ণধরা জলধৌ॥

শ্রীভাগবত ১০।৮৭।৩০

হে ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি উপায় স্বরূপ গুরু চরণাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণ সকলকে বশীভূত করিয়াই ইহলোকে চঞ্চলরূপ

অসাস্ত মনকে সংযত করিতে যত্ন করে, তাহারা কর্ণধার শূন্য হইয়া নৌকাশ্রিত বণিকগণের মহাসমুদ্রে পতনের ন্যায় দুঃখে আকুল হইয়া সংসার সমুদ্রে পতিত হয়।

পুরুষের পিতামাতা পরম গুরু আছেন, নারীর পতি পরমগুরু বহিয়াছেন, তবে গুরুর আবশ্যক কি? দেহ ও আত্মা লইয়া মানব গঠিত হইয়াছে। দেহের লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির ভার পিতামাতা ও পতি লইয়াছেন। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, দেহের নানা পরিবর্ত্তন হয়, দেহ ইন্দ্রিয় ও বিপুর অধীন, দেহ দেশকাল পাত্রের অধীন, দেহে নানা বৈষম্য রহিয়াছে। সুতরাং পুত্র ও পত্নীর এইরূপ পরাধীন ও ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া পিতামাতা ও পতি বিশেষ সুখ পান না; এবং পুত্র ও পত্নী যাথাক্রমে পিতামাতা ও পতিকে পরম দেবতা জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া ভক্তির ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে না। এমতে আত্মার লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও আত্মদর্শী তিনিই গুরু পদ বাচ্য।

যে ব্যক্তি আত্মাকে দেহের মালিক জ্ঞান করিয়া আত্মার সংবাদ লইবার জন্য ব্যাকুল, সে গুরুসেবা পরায়ণ হয়। গুরুসেবা পরায়ণ হওয়াই মনুষ্য জীবনের সারব্রত। যে ব্যক্তি পিতামাতা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু, দেবতা, ভক্ত, শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠের সেবা করিতে তৎপর, সে অচিরে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে সেব্যভাব ত্যাগ করিয়া সেবক ও দাস হইতে পারে। অর্থ ও স্বার্থ সিদ্ধির বিনিময়ে যে সেবা ও দাস্যভাব প্রদর্শন করা হয়, তাহা হীন কার্য্য। গুরুসেবা পরায়ণ হইবার জন্য অভ্যাসযোগ দ্বারা যে সেবা ও দাস্যভাব শিক্ষা করা যায় তাহাই প্রশংসনীয়।

গুরু কে ?

তথাহি শ্রীশ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১।৩৯, ৪০—ধৃত পদ্মপুরাণ বচনম্।

"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ।" ৩৯।

"মহাকুল প্রসূতোঽপি সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণব॥" ৪০॥

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অশেষ বৈষ্ণবধর্ম্মরত এবং শ্রীভগবন্মহাত্ম্যাদি জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণই মনুষ্য মাত্রের গুরু, ইনি সমুদয় লোকের মধ্যে হরির ন্যায় পূজনীয়। ৩৯।

ব্রাহ্মণ মহাকুলে উৎপন্ন হইলেও এবং সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিলেও যদি বৈষ্ণব না হয়েন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইতে পারিবেন না। ৪০।

গুরু মানে ভারি, লঘু মানে হাল্‌কা। জীব গুরু পদাশ্রয় করিলে সে নিজে গুরুর নিকট হাল্‌কা হইয়া যাইবে। একটী প্রস্তর খণ্ড এক টুক্‌রা কাগজের চেয়ে অনেক ভারি। টুক্‌রা কাগজখানি বায়ুভরে ইতস্ততঃ চালিত হয়, কিন্তু প্রস্তর খণ্ডটী কাগজের উপর চাপাইলে হাল্‌কা কাগজ টুকরাটী প্রস্তরের ভারে এরূপ ভারি হইয়া যায় যে তাহা বায়ুভরে ইতস্ততঃ চালিত হয় না। যতক্ষণ প্রস্তর খণ্ডটী কাগজ টুকরার উপর থাকিবে ততক্ষণ বায়ু তাহার কিছু করিতে পারে না, কিন্তু প্রস্তর খণ্ডটী সরাইবা মাত্র কাগজ টুকরাটী বায়ুভরে ইতস্ততঃ চালিত হয়।

যতক্ষণ গুরু প্রদত্ত শ্রীমন্ত্রে নিষ্ঠা ভক্তি থাকিবে ততক্ষণ জীব মায়ারূপ বায়ুর বসে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় না। শ্রীমন্ত্রে শ্রীহনুমান জীউর ন্যায় নিষ্ঠা ও শ্রীপ্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তি থাকা চাই। গুরু যে ইষ্টমন্ত্র দেন সেই শ্রীমন্ত্রে নিষ্ঠা ও ভক্তি থাকা চাই, এবং তাহাই

ধ্যান, ধারণা, স্মরণ, জপ ও মনন করা চাই। শ্রীমন্ত্রের প্রভাবে জীব নিশ্চয়ই মন্ত্র-চৈতন্য লাভ করিবে এবং শ্রীমন্ত্ররূপে ইষ্টদেব অন্তরে আত্মা ও বাহিরে শ্রীমূর্ত্তিরূপে স্বতঃই স্বপ্রকাশ হইবেন।

তথাহি শ্রীশ্রীহঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪০ বামনকল্পে ব্রহ্মণোবাক্যং

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।"

যাহা মন্ত্র, তাহাই সাক্ষাৎ গুরু, যিনি গুরু তিনিই হরি। ইহার নাম শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক শ্রীইষ্টদেব প্রদর্শন।

যাহার নিষ্ঠা আছে সে গুরু প্রদত্ত শ্রীমন্ত্র লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করে। নানা দেবদেবী ও নানা ভজন প্রণালী আছে। গুরু প্রদর্শিত পথে নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত সাধন ভজন করিতে পারিলে অন্যান্য দেবদেবীকে ইষ্টদেবের মধ্যে ও অন্যান্য ভজন প্রণালীকে গুরু প্রদর্শিত প্রণালীবদ্ধ ভজনে উপলব্ধি হয়।

এমতে গুরুভক্তিই শ্রীগুরুদেব। একলব্যের এই গুরু ভক্তি ছিল, কবীরের এই গুরুভক্তি ছিল, নরোত্তম দাস ঠাকুরের এই গুরু ভক্তি ছিল।

যাহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত নিষ্ঠা ভক্তি নাই সে ব্যক্তি গুরুর দোষগুণের আলোচনা করিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে সে লঘু হইয়াও গুরুর চেয়ে গুরু অর্থাৎ ভারি হয়। এরূপ ব্যক্তি দীক্ষিত হইলেও গুরুপদাশ্রয় লাভ করিতে পারে নাই।

গুরুতে ভক্তি মন্দীভূত হইবার কারণ কি ?

তথাহি শ্রীশ্রীহঃ ভঃ বিঃ ৪।১৩৯

"সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দী কুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যন্নোতীত্য ব্রজেদ্বিষ্ণুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রুবং॥"

বাঙ্গানুবাদঃ—যেহেতু শিষ্য গুরুতে অবিচল ভক্তি করিয়া

আমাদিগকে অতিক্রম করত বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইবে, এই কারণে দেবগণ, সাধকের গুরুতে ভক্তি মন্দীভূত করিয়াছেন।

গুরুকে চিনিবার উপায় কি?

যে ব্যক্তির নিকট ভক্তিভরে শিরনত হয় এবং যাঁহার সমস্ত চেষ্টা ও কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির জন্য তিনিই গুরুপদ বাচ্য। সাধারণ জীব নিজ সুখ বাঞ্ছার জন্য কর্ম্ম করে। এরূপ জীব কখনও আত্মার কোন সংবাদ পায় নাই। সে কখনও অন্যকে আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কোন শিক্ষা বা সাহায্য করিতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রিত ব্যক্তিগণ "শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত" অনুসারে সাধন ভজন করেন। শ্রীবিগ্রহ সেবা পরায়ণ গোস্বামী পাদগণ গুরুপদ বাচ্য। তাঁহাদের পদরজ লাভ না হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থা জন্মায় না। শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন মণ্ডপে তাঁহাদের সাক্ষাৎলাভ হইলে তাঁহাদিগের সেবা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট তত্ত্বকথা শুনিতে হয়। ক্রমে তাঁহাদের সঙ্গলাভ হয়: তাঁহাদের সঙ্গ করিতে করিতে তাঁহাদের নিষ্কাম ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে নিষ্কাম ভক্তি সেইস্থানের শ্রীবিগ্রহ জীবন্ত অর্থাৎ জাগ্রত। এই শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহ সেবকই গুরুরূপে মুমুক্ষু জীবকে কৃপা করেন।

মুমুক্ষুজীবই উদ্ধার প্রয়াসী—

শ্রীগৌরাঙ্গদেব কলিহত জীবের উদ্ধারের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করেন নাই। জনসাধারণ সংসারের সুখকে অনিত্য বলিয়া এবং ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইয়াও তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য কখনও পথ অন্বেষণ করেন না। তাঁহারা এই জন্য সংসার কূপের মধ্যে অন্ধকারেই থাকিতে চান। জনসাধারণ মুমুক্ষুনন। তাঁহারা ত্রিবর্গ সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহাদিগকেও

সংসার, সমাজ ও সাম্রাজ্যের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। অভ্যাস-যোগ দ্বারা নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা লাভ হইলে সংসারাবদ্ধ জীব ক্রমে সংযমী হইতে পারেন। হিন্দুধর্ম্মে যে দশবিধ সংস্কার আছে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য সংযম শিক্ষা। সংযম শিক্ষা লাভ হইলে জীবাভিমান অনেকটা দূর হয়। জীবাভিমান যখন সম্পূর্ণরূপে দূর হয়, তখনই জীব নিজেকে নিত্য কৃষ্ণদাস জ্ঞান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুযায়ী সাধনভজন করিতে ব্যাকুল হয়।

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত"

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরানমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্*
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য, শ্রীবৃন্দাবনই তাঁহার ধাম, ব্রজবধূবর্গের আচরিত মধুর ভাবে উপাসনাই তাঁহার উপাসনা, সাত্ত্বিক পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহার শাস্ত্র এবং তাঁহার প্রতি প্রেমই জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ (যাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অতিরিক্ত) ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত, ইহাতেই আমাদের পরম আদরণীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতই অবলম্বনীয় কেন ?

তথাহি মহাভারত বনপর্ব্ব (অ১৩।১১৭)

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,
নাসৌ মুণির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

---

* পাঠান্তর—(শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থঃ পরঃ। ক্বাচিৎ।)

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥"

বঙ্গানুবাদ :—তর্ক দ্বারা শ্রীভগবত্তত্ত্ব ঠিক করিতে পারা যায় না, বিভিন্ন বেদের বিভিন্ন মত, এমন কোন ঋষি নাই যাঁহাদের মতের অনৈক্য নাই, সুতরাং ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য; এমতে মহাজনগণ যে ধর্ম্মপথ নিজে অনুসরণ করিয়া জীবকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় অর্থাৎ পথ।

কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় মহাজন আর কেহ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বে শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া হিন্দুধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের (নাস্তিকবাদ) প্রভাব হইতে কতক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ এবং ঈশ্বর নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এই মতটী প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সমূহ ক্ষতি করিয়াছেন।

"আচার্য্যের দোষ নাই, ঈশ্বরাজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ)

তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে (৬২।৩১)।

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥"

বাঙ্গানুবাদঃ—কল্পিত আগম সৃষ্টি করিয়া মৎপ্রতি জনগণকে বিমুখ কর এবং আমাকে গোপন কর, তাহাতে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর অবিচ্ছিন্ন থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

ত্রিনয়না।

["গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত]

মত্ত-মহিষের তপ্ত-রুধিরে রক্ত চরণ চর্চ্চিত করিয়া সিংহপৃষ্ঠে যেদিন তুমি বিজয়িনী বেশে দাঁড়াইয়াছিলে—যে অতুল রূপের বিপুল ছটায় শশী সূর্য্য জ্যোতিঃ হারাইয়া পদনখরে তোমার লুটিয়াছিল—ব্রহ্মা বিষ্ণুর শিরোমুকুট, মহেশ্বরের জটাজাল প্রণতিনম্রে স্খলিত হইয়া চরণ বরণ করিয়াছিল,—সেই দিনের তোমার সেই রূপটির আজ বোধন। আকাশবক্ষে বিদ্যুতের মত দীন ব্রাহ্মণের মর্ম্মাকাশে সেই মহিমোজ্জ্বল রূপটি তোমার দিব্যশ্রীতে ফুটিয়াছে সেই ত্রিভঙ্গীমঠাম সেই পূর্ণেন্দুকান্তি, সেই অসুর-তপ্তরক্ত পঙ্কিল তীব্রোজ্জ্বল প্রহরণময় হেমদণ্ড বাহুপাশ সেই রক্তবাসাঞ্চল সম্বদ্ধ পীনোন্নত বিশাল বক্ষ, সেই বঙ্কিম গ্রীবা, সেই মুক্ত কেশ, সেই ঈষদ্ধাস্য-শোভাসুন্দর রঙ্গ বিম্ব ওষ্ঠাধর, সেই স্বেদসংসিক্ত অলকাচূর্ণ জড়িত ললাটতল, সেই ভ্রূভঙ্গি! আর সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়াছে সেই উদাস স্নিগ্ধ মধুরোজ্জ্বল তীব্র দীপ্ত ত্রিদৃষ্টিময় ত্রিনয়ন। ভাবাবেগকম্পিত কণ্ঠে ব্রাহ্মণ আজ দুর্গা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। কণ্ঠে তাহার মা মা রবের বিপুল রোল—মণ্ডপে তাহার পূজার সম্ভার সজ্জিত—হৃদয়ে তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্বেলন। আগমনীর আনন্দাবেগে মুহুর্মুহু সে কম্পিত। তোমার হেমবপুর স্নিগ্ধ কিরণে মণ্ডপটি তার আলোকময় হইবে—তোমার হরিহরসেব্য চরণ চিহ্নে আঙ্গিনার ধূলা চিহ্নিত হইবে—তোমার ত্রিনয়নের দিব্যদর্শনে অন্ধ ব্রাহ্মণ নয়নে তার দিব্যদৃষ্টি ফিরিয়া পাইবে! তুমি আসিবে—শিবে—আসিবে!

হ্যাঁ তুমি আস—তুমি আসিবে। তোমার গমন আছে—গতি আছে—

আগমন তোমার আছে। "তদেজতি তন্নৈজতি" "অসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ"—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তোমায় এই চক্ষেই দেখিয়াছেন। তাই জানি তোমার গমনাগমন, না থাকিয়াও আছে দেবি থাকিয়াও নাই। স্থির অস্থিরের লীলা ফুটাইতে স্থির হইয়াও যখন তুমি গতি—ভঙ্গিমা মূর্ত্ত কর—সেই যে তোমার মূর্ত্ত হওয়া, সে স্বাধীন আত্মসম্বেদনে তোমার চিতি নয়নের সমীক্ষণ—সে তোমার অরূপ রূপকে রূপে আনয়ন। আবার উহাই তোমার রূপের অয়ন নয়নবাজির প্রস্ফুটন। তোমার সেই জ্ঞাননয়নের জ্যোতির ধারায় সত্য-রূপের বিপুল আলোক লহরে লহরে ছুটিতে থাকে, সে ঈক্ষণাগ্নির বক্ষ ব্যাপিয়া হৃল্লেখা শশী উদিত হয়, সেই হৃল্লেখা হৃদয়খানি সেই চিদেন্দু বোধের খনি লীলার রমণ পূর্ণ করিতে দ্বিধা কর তুমি—খণ্ডিত কর, "রূপে" ও "নয়নে"—সূর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে—দানে ও গ্রহণে মনে ও প্রাণে বা রূপে ও নয়নে। বাক প্রাণ ও মনের ত্রিবৃৎ বা নাম ক্রিয়া ও রূপের নয়ন এইরূপে তুমি রচিত করিয়া দিগদিগন্তে রূপ ও নয়ন ছড়াইয়া দাও—দিগদিগন্তে নয়ন জ্বালিয়া রূপের অলকা এলাইয়া দাও দিকে দিকে হও রূপময়ী—রূপে রূপে হও নয়নময়ী—নয়নে নয়নে ভাবময়ী ভাবে ভাবে গতিময়ী—গতিতে গতিতে ভঙ্গিমাময়ী ভুবন-রূপিণী ভুবনেশ্বরী—ভব ভাবময়ী ভবানী। এইরূপে তুমি অগ্নির উপর চন্দ্র রচিয়া চন্দ্রের উপর সূর্য্য রচিয়া বিশ্বরূপের আগমনী তোমার সিদ্ধ কর—পূর্ণ কর। তাই রূপের হাট এ বিশ্বরূপে যেথা রূপ আছে সেথা নয়ন আছে—যার জল তারই তৃষা। যেথা প্রাণ আছে সেথা বিরহ আছে—যেথা বিরহ সেথাই প্রাণ। তাই জীব এত রূপের কাঙ্গাল তাই নয়নে তার এত তৃষা। কাঙ্গাল আতুর জীব যে দিন রূপে রূপে তোমার নয়ন দেখিয়া রূপের অয়ন নয়নময়ী তোমাকেই শুধু পাইতে চাহে ক্ষুদ্র রূপের স্তন্য পান তৃষা জাগাইয়া পূর্ণরূপের প্রাপ্তির তৃষায় কালক্রমে তোমার জন্য কাঁদিয়া উঠে—নয়নে

তোমার নয়ন দিয়া রূপের ক্ষুধা, নয়নের ক্ষুধা তোমাতে ডুবিয়া মিটাতে চাহে—তখন তাহার তৃষা মিটাইতে, চক্ষে তাহার চক্ষু দিতে—বক্ষে তাহার বক্ষ দিতে তার নয়নানুসারে কালানুগমনে নমিতা হও,তার নয়ন (আনয়ন) অনুসারে নামটি ধরিয়া তার মর্ম্মতন্ত্রী নামের ঝঙ্কারে ব্যথিত কর—সে বদ্ধ জীবের তাপাকর্ষণে প্রাণাম্বুদের ঘনঘটায় তাহার হৃদয় আকাশ ছাইয়া যায়—সেই নিবিড় নীরদের বক্ষ চিরিয়া তিমিরহরা রূপটি তোমার বিজলীর মত দীপ্ত হয়,—তুমি নমিতা হও পূজিতা হও অলোক আলোক লোচনে তাহার ত্রিনয়নারূপে মূর্ত্ত হয়! বিশ্বরূপে ও দেবীরূপে এইরূপে তুমি আস—তুমি আস।

কিন্তু সে ত তোমার আপন ইচ্ছায় আপনি আসা, বোধন করিয়া আনা নয়! কালক্রমে আগমনের অনুকল্পে কালবিহিত যে কালের পূজা, সে তাহা হয়ত করিতে পারে, কিন্তু অকাল বোধন সেত জানেনা। কালস্রোতে ভ্রাম্যমাণ, কালদণ্ডে নিষ্পিষ্ট, কালাধীন বদ্ধজীব কেমন করিয়া তোমার বোধন করিবে অকালে? কালের অতীতে—কালও যেখানে কবলিত সেই ভূমা ক্ষেত্রে বোধন করার নাম অকাল বোধন! কালের সীমা অতিক্রম করিয়া কেমন করিয়া সে যাইবে—কেমন করিয়া সে অকাল ক্ষেত্র পাইবে কালার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া কালাতীত অকাল ক্ষেত্রে কেমন করিয়া সে দুর্গা বলিয়া ডাকিবে? দিবা ও নিশার সন্ধ-সঙ্গমে অস্তি ও নাস্তির সন্ধিস্থলে স্বপ্নতন্দ্রাময় বদ্ধজীব এখনও ত তুমি তাহার বক্ষে ঠিকরূপে আসনাই—এখনও যে তুমি তাহার মনোমধ্যে অস্তিনাস্তির প্রহেলিকা! এখনও সেত তোমার দেদীপ্যমান অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই—এখনও সে ত ধ্রুবজ্ঞানের স্থির আলোকে দেখিয়া উঠিতে পারে নাই, তুমি তার আছ! দুর্গা আছ—দেবী আছ—মরণভীতি দলনী মহিষ-মর্দ্দিনী জননী সত্য সত্যই তায় আছ! আছ তা'র মা ভুবনে ভুবনে যে

ভুবনেশ্বরী—ভবনে ভবনে যে ভবানী—ভাবে ভাবে যে ভবভয়বারিণী—ভগবতী দুর্গা। আছ তুমি তার মা—তার বাহ্য-বিভাগ করিয়া—তার ভাব ও ভাষা পৃথক করিয়া—তার ভব ও অনুভব ভিন্ন করিয়া জাগরণে ও স্বপনে! আছ তুমি তার মা—তার অন্তর বাহ্য বিভাগ করিয়া—তার ভাব ও ভাষা পৃথক করিয়া—তার ভব ও অনুভব ভিন্ন করিয়া জাগরণে ও স্বপনে! আছ তুমি তার মা—তার অন্তর বাহ্য এক করিয়া—তার ভাব ও ভাষা সংহত করিয়া—তার ভব ও অনুভব পিণ্ডীভূত করিয়া নিবরে নীরালে শয়নে। এখনও সে ত সত্য করিয়া জানে নাই—এখনও ত তাহাকে দেখিতে নয়ন দাও নাই, তুমি রহিয়াছ তার নয়নে নয়নে ত্রিনয়নে—তা'র ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রাণী—জাগরণে তার ব্রহ্মাণী স্বপনে তা'র বৈষ্ণবী, শয়নে তা'র শিবানী—তা'র প্রাণের মাঝে প্রাণটি হইয়া, হৃদয়ের মাঝে হৃদয় ঢালিয়া, তা'র সকল সোহাগে সোহাগিনীরূপে তুমিই সত্য রহিয়াছ! এখনও সে যে অস্তি বলিতে নাস্তির মাঝে নষ্ট হয়—এখও সে যে মা বলিতে আমার আঁধারে মগ্ন হয়—কালের গতি তা'র হৃদয়ের উপর যৌবন-জরা-প্রৌঢ়-বার্দ্ধক্য সকল কালিমাই লিপ্ত করে; সে হাসে কাঁদে বাঁচে মরে, করাল কালের কবলে! সে কেমন করিয়া গো মহাকালি তোমার অকাল বোধন করবে? সে কেমন করিয়া বলিবে দেবি—

"রাবণস্য বধার্থায রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধঃ দেব্যাস্তায় কৃতঃ পুরা।
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ যোধয়ামি সুরেশ্বরি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় বরদাভবশোভনে?"

কালের মাঝে তুমি আস—কালের মাঝে ভক্তিমাখা পূজার অঞ্জলি গ্রহণ করতে আপনি মর্ত্তে অবতীর্ণা হও, সেত তোমার ইচ্ছা নিয়মিত

বেদবিহিত কালের পূজা; সত্য সিদ্ধিপ্রসূ অকালের পূজা সে কেমন করিয়া করিবে? কালাতীত ক্ষেত্র হইতে কালাবদ্ধ জীব কেমন করিয়া ব্রহ্মার মত কালের মাঝে তোমায় আনিবে?

কিন্তু বুঝি পারিবে! তোমার অচিন্ত্য সে অকাল ঘুমের শাশ্বতী ঘুম ভাঙ্গাইয়া গুরুবলে আর নয়ন জলে তোমায় কালের মাঝে নামাইয়া আনিতে সক্ষম সে হইবে। গুরু বলে সে জানিয়াছে, অকালে যে অচিন্ত্য কালের বুকে সেই মহাকালী—অকালে যে অপাণি কালের মাঝে সেই দশভুজা, অকালে যে অচক্ষু কালের মাঝে সেই ত্রিনয়না—অকালে যে অরূপা কালের মাঝে সেই রূপময়ী—অকালে যে দুর্জ্ঞেয়া কালের মাঝে সেই দুর্গা, কালাতীতে যে অকাল কালের মূলে সেই মহাকাল—ওরে কালের বাহিরে যে শ্রুতিবিশ্রুতা অমাকলা কালের মাঝে সেই ষোড়শকলা ষোড়শী,—কালাধারের একায়ন যে প্রজ্ঞাপ্রজ্ঞের বাহিরে—কালকলার একায়ন সেই প্রজ্ঞান ঘন গুরু রে। দুর্গা যে গুরু সে, মহাকালরূপে, মহাগুরুরূপে সে পুনঃ পুনঃ তাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া শুধু জ্ঞানময় করিয়া তুলিতেছে—শুধু নয়নোন্মিলন করিতেছে—শুধু অজ্ঞান তিমির দুর করিতে মরণ তিমিরে আর জীবনালোকে পর্য্যায়ক্রমে ধরিতেছে। বাহির হইতে দেখিতে যাহা বিদলন অন্তরে তাহা স্নেহের উৎপীড়নে ত্রিনয়নের উন্মেষণ! গুরুর বলে সে জানিয়াছে অন্তরে যে রুদ্রগ্রন্থি উনিই গুরু রুদ্রাণী—অন্তরে যে বিষ্ণুগ্রন্থি উনিই দেবী মহামায়া—অন্তরে যে ব্রহ্মগ্রন্থি উনিই দ্রষ্টা ব্রহ্মাণী। তাই জানিয়াছে সে মৃত্যু নয় ও মৃত্যুঞ্জয়—কালাবর্ত্তন এ বিশ্বজাল মর্ত্ত নহে অমৃত—অনৃত নহে সত্য। ব্রহ্মগ্রন্থি তার মৃত্যুর মোহে মুহ্যিত নয়—হৃদয় তাহার মিথ্যার পীড়নে লাঞ্ছিত নয়—জ্ঞান তাহার ত্রিগুণ ত্রিশূলে বিদ্ধ নয়। তার অন্তরের এ গ্রন্থিত্রয় তার তারিণী মায়ের ত্রিনয়ন!

গুরুবলে সে এই কথাগুলি জানিয়াছে, আর তাই জানিয়া জ্ঞানগুরুর চরণতল নয়নজলে সিক্ত করিয়া দুর্গা—দুর্গা সে ডাকিতেছে তার মাকে —গুরুকে—দেবীকে! কালানুবর্ত্তনে দুর্গা কখন দুর্গমে তা'র "যথা সময়ে" আসিবে সে অপেক্ষায় সে আর থাকিতে পারিতেছে না। প্রতীকের উপর নয়ন রাখিয়া প্রতীক্ষা সে করিতেছে—কখন তাহার নয়নতারা নয়ন মেলিয়া চাহিবে! আলোকে আঁধারে—বিশ্বাসে ও সংশয়ে ধিক্‌কারে তার হৃদয়পূর্ণ—সে যে ডাকিতে পারিতেছে না—সংস্কারের দৃঢ়গ্রন্থি ভেদ করিয়া সত্যদৃষ্টি ফুটিয়া তাহার উঠিছে না—দেবী তাহার সম্মুখে। অশ্রুবন্যার প্লাবনে শুধু "আমিত্বের" মাটি গলিত হইয়া অশ্রুকে তার পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে।—দেবী কোথা—তা'র দুর্গা কোথা—কোথায় তাহার ত্রিনয়না?

গুরু আসিল অন্তরে। "দেবীকে যদি চাহিস বৎস আত্মমায়া অর্পণ কর। প্রাসাদ মন্ত্রে পুটিত করিয়া দুর্গামন্ত্র চেতন করিয়া স্বারূপ্য-বোধে আপন সত্তা অবিকুণ্ঠে ছাড়িয়া দে—ভয় কি শিশু—দেবী যে তোর অন্তর্যামিনী—দেবীই যে তোর অন্তরে!"

নয়নের জল ছুটিয়া বহিল—আকাশ হইল অনাবিল! হাঁকিল সে বীরের বীর্য্যে দুর্গা—দুর্গা—দুর্গারে! চাহি না থাকিতে—চাহি না দেখিতে—নিভে যাই আমি নির্ব্বাণে! তুমি থাক তারা—তুমিই চেতনা—মন প্রাণ জ্ঞান তুমিই সব—তুমি থাক দেবী—তুমি এস দেবী—তুমি এস শুধু তুমি থাক।

বাজিল গুরু অন্তর মাঝে, "সংযত কর ত্রিভুবন—সংহত কর ত্রিনয়ন —সম্মিত কর আত্মাতে তোর মন্ত্র-গুরু—দেবতা! ভয় কি শিশু —দেবী যে রে অন্তর্যামিনী—দুর্গা যে তোর অন্তরে।"

অন্তর্বাহ্য বিলীন হইল বিপুল শূন্যে—মহাকাশে। বিদেহজ্ঞানে

বিশোকা জ্যোতিঃতে পূর্ণ হইল ত্রিভুবন—অহং ভবন ভাঙ্গিল—অনাত্মা-ভুবন ডুবিল—রহিল যাহা, আদি অন্তহীন জ্যোতির প্লাবন—আদি অন্ত-হীন আত্মবেদন—আদি অন্তহীন গগনতল।

গগন নয় সে গগন মূর্ত্তি ব্রহ্মবেদন গুরু তা'ব! ব্রহ্মজ্যোতিঃতে পূর্ণ হইয়া সে বিষ্ণু জ্যোতিঃতে আসিল। গগন কাঁপিল স্পন্দনে—গগন ব্যাপিয়া দুর্গা দুর্গা শব্দের লহর উঠিল—সে আপনি ডাকিল দুর্গা—সে আপনি হইল দুর্গা—সে আপনি দেখিল আপন চক্ষে আপন বক্ষে আপন দুর্গায় আপনায়।

বোধন পূর্ণে ব্রহ্মা গুরুর আবার মন্ত্র ফুটিল! তত্ত্বে তত্ত্ব মিলনের তানে "দুর্গাপ্রাণা ইহ প্রাণা"—"দুর্গাজীব ইহ স্থিত" আবার গুরু জাগিল। "বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু"—রুদ্র গুরু নামিল। মনোময়ী দুর্গা হইল নয়নময়ী প্রাণময়ী!

বিষ্ণুক্ষেত্রে মিলন হইল ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রে। ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিষ্ণু-জ্যোতিঃ শিবজ্যোতিঃ মিশিল। রক্তে শ্যামলে শুভ্রে মিলিয়া অতসীবরণ ধরিল। মন্ত্র গুরু বেদনে—মনে প্রাণে চেতনে—সূর্য্যে চন্দ্রে হুতাশনে—মিলিত হইল—সংহত হইল—সম্মিত হইল আত্মাতে। কোথায় গেল সে জ্যোতির লহর—কোথায় গেল সে শূন্যতল! শুধু দুর্গা—শুধু অতসী-বর্ণা মনঃপ্রাণময়ী ইন্দ্রিয়ময়ী দুর্গা। শুধু চিন্ময়ী তত্ত্বদলময়ী জ্যোতিঃ রূপরস পরশময়ী ত্রিলোকেশ্বরী ত্রিনয়না—শুধু মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা! নয়ন বাঁধনে কে দিবে সীমা সে রূপে—কে দিবে কূল সে চরণে?

নয়নে ঘেরিয়া কে দিবে সীমা সে রূপে? দিবে রুদ্র। কে দিবে কূল সে চরণে? দিবে রুদ্র। রুদ্রাণী পূজা রুদ্র করিবে—রুদ্র দেখিবে রুদ্রাণী। অহমস্মি যদিও সে পূজকের তখন অব্যক্ত, তবু অব্যক্তে সে আনন্দঘন প্রাজ্ঞ পুরুষে সম্মিত। সেই আনন্দঘন প্রাজ্ঞ পুরুষ দুর্গায়

বুকে দুর্গা মন্ত্রে আবাহন পূজা করিবে, দেবীর চরণে কুসুমাঞ্জলী অশ্রু সেচনে ঢালিবে। আদন্দময়ী দুর্গার আদর আনন্দময় করিবে। চালনা করিবে দুর্গাকে সে আকাশে মর্ত্তে প্রতীকে—দীপ হইতে দীপান্তর যেমন জ্বলিত হয়, চালিত হয়। আত্মাকে যেমন সাধরেণ জীব আত্মীয় আরোপে আদর করে—ঠিক তেমনই—ঠিক তেমনিই! সে আপনি হইবে নয়ন, তার দুর্গা রূপ—আবার প্রতীকে প্রবেশে তার রূপময়ী হ'বে নয়ন ময়ী,—নয়ন হইবে রূপময়। রূপ ও নয়ন—ইন্দুবিন্দুর এই রূপলীলা ফুটিবে।

দুর্গা হইবে নয়নময়ী শুনছিস অবোধ পূজায় ব্রতী। নয়নময়ী সে হইয়া থাকে নয়নময়ী সে হয় বে। হয়—তাই আজ হইবার জন্য ডাকিতেছে তাকে ব্রাহ্মণ। আসে বে—তাই আজ আসিবার জন্য ডাকিতেছে তাকে পুত্র। দেখিয়াছি আমি ত্রিনয়নে তার অনন্ত নয়ন জ্বলিয়া উঠে,—নয়ন তাহার নামে—পল্লব তাহার কাঁপে—স্নেহের পুলকে অশ্রুর ধারা ঝরে—দরদর ধারা স্রাবিত হয়। নয়নে নয়নে তৃষা জাগে তার পুত্রের রূপ দেখিতে—নয়নে নয়নে কাঁদিয়া ওঠে সে পুত্রের মা মা ধ্বনিতে। ছুটিয়া আসে সে পুত্রের কাছে—আপদে সঙ্কটে স্মরণে,—বক্ষে তাহারে চাপিয়া ধরে সে—মরণভীতি দলনে। চণ্ডা হয় সে—ভীষণা হয় সে—যদি কেহ ডাকে ত্রাহি মা বলিয়া—দৈত্য দানবের পীড়নে, ওরে মহিষ শুম্ভ মথনে,—কর্ম্মভাগ্য পেষণে!

দুর্গাসুরের উৎপীড়নে শুনিস না কি সে আসিয়াছিল,—পুত্রের ব্যথায় ত্রিনয়না সে শত নয়না হইয়াছিল—শত নয়নে শত শত ধারা অশ্রু তাহার ঝরিয়াছিল? তার নয়নে অশ্রুপুঞ্জ বারিধি বিস্তার করিয়াছিল, শাকের সৃষ্টি করিয়াছিল,—পুত্রদের তার জল ও অন্নের অভাব কাতর আহ্বানে? নয়নময়ী দুর্গা তোদের—নয়নময়ী আমার দুর্গা রে!

তবে গুরুর কথা সত্য মানিয়া বোধন কর রে ষষ্ঠী সাযাহ্নে আশ্বিনে। হউক অকাল—হই না অন্ধ—ভয় কি রে শ্রীগুরু আছেন। ওই ত আমার নয়নদাতা—ওই ত আমার ত্রিনয়না! ওই যে তাহার নয়নে অশ্রু শত ধারায় বহিছে—ওই দুর্গা দুর্গা ত্রাহিমা—গুরু আমার ডাকিছে! জয় গুরু—জয় দুর্গা,—জয় শিব—জয় দুর্গা,—অহো কি দৃষ্টি চারিধারে—দৃষ্টিময় এ বসুন্ধরা—চারিধারে শুধু দুর্গা নয়ন—চারিধারে শুধু দুর্গা রূপ! রোদন কর—বোধন কর বাক্য মনে নয়নে—

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ বোধয়ামি সুরেশ্বরি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় বরদা ভব শোভনে॥"

বঙ্গবাসী

শ্রীপাট পাণিহাটীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শুভাগমন মহোৎসব ও বিরাট বৈষ্ণব প্রদর্শনী।

২২শে কার্ত্তিক রবিবার ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

কৃপাসিন্ধু ভক্তচরণ সরোজে প্রণতি পূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন,—

প্রেমের অবতার, দয়ার সাগর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, জননী ও জাহ্নবী দেবীকে সন্দর্শন করতঃ শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিবেন মানস করিয়া

পুরীধাম হইতে ৺বিজয়া দশমী দিবসে বিজয় করতঃ তৎপরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে শ্রীপাট পাণিহাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে উক্ত মহানন্দের কাহিনী বিস্তারিত ভাবেই বর্ণিত আছে। অধিকন্তু পাণিহাটীর সেই মহাগৌরবময় প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলির অধিকাংশই উজ্জ্বলভাবে অদ্যাপিহ বিরাজ করিতেছে। কিন্তু কালধর্ম্মে উক্ত-পুণ্যতিথির আরাধনা উৎসব লুপ্ত হইয়া যাওয়ায়, বর্ত্তমান যুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী পতিতপাবন শ্রীল রাধারমণ চরণদাস দেব বা ৺পুরীধামের সিদ্ধ বড় বাবাজী মহারাজের অভিন্নহৃদয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট সিদ্ধ শ্রীল নবদ্বীপচন্দ্র দাসের আজ্ঞায় কয়েক বৎসর হইল এই প্রেম উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এক্ষণে সেই মহানন্দের দিবস সমাগত। এজন্য আমাদের প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা, হে অদোষদর্শি গৌরভক্তবৃন্দ! আগামী ২২শে কার্ত্তিক পুণ্য দিবসে আপনারা কৃপাপূর্ব্বক স্ববান্ধবে ও স্বসম্প্রদায়ে শ্রীপাট পাণিহাটীতে শুভাগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গগুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন,—আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। আমরা আপনাদের প্রত্যেককে এই মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য বিনীত ভাবে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। বাঞ্ছাকল্পতরু ভাগবতগণ আমাদের বাসনা পূরণ করুন, নিবেদন ইতি।

ভক্ত পদরজ প্রার্থী—
দীন—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী (ভাগবতরত্ন)
(শ্রীশ্রীবান্ধব বংশাবতংশ, ঢাকা)
কাঙ্গাল—শ্রীরামদাস বাবাজী (শ্রীনবদ্বীপ ধাম)

বৈষ্ণব-প্রদর্শনী সংবাদ।

এবারে পাণিহাটী উৎসব-ক্ষেত্রে বিপুলভাবে বৈষ্ণব-প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে। ২২শে কার্ত্তিক হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত চারি দিবস সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। এরূপ প্রদর্শনী এদেশে নূতন। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানাবিধ ঐতিহাসিক দ্রব্য এবারে সজ্জিত হইবে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীহস্তাক্ষর প্রভৃতি এবং বঙ্গের আদিকবি ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীহস্ত লিখিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শ্রীঅঙ্গের বস্ত্র, সিদ্ধ ভক্তগণের নানাবিধ স্মৃতিচিহ্ন প্রভৃতি বহু অমূল্য ও অপরূপ দ্রব্য এবারে সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে।

আপনারা কৃপা করিয়া ঐ সকল দ্রব্য সন্দর্শন করতঃ আনন্দ উপভোগ করুন, তাহা হইলেই এ দীনহীন সেবকগণের পরিশ্রম সার্থক হইবে—আমরা ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইব। প্রদর্শনী দর্শন জন্য কোনরূপ দর্শনী দিতে হয় না।

সহৃদয় ভাগবতগণের প্রতি আমাদের বিনীত প্রার্থনা, বৈষ্ণব পুথি মুদ্রিত গ্রন্থ, পুরাতন এবং বর্ত্তমানের মাসিক পত্রাদি, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-চিত্র, শ্রীপাট, শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতির এবং প্রাচীন ও বর্ত্তমানের গৌরভক্তগণের ফটোচিত্র, ভক্তগণের স্মৃতিচিহ্ন (বা ব্যবহৃত দ্রব্য) বংশাবলী, হস্তাক্ষর, রচিত পদ, গ্রন্থ, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি যাহার নিকট যাহা আছে কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রেরণ করুন। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় একখানি ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনও আমরা প্রাপ্ত হইলে পরম যত্নে রক্ষা করিতেছি।

আমরা সর্ব্ব বিষয়েই আপনাদের কৃপাপ্রার্থী, অর্থ, সামর্থ্য এবং দ্রব্যাদি তিনই আমাদের প্রার্থনা। প্রীতি-দান যতই কেন সামান্য হউক

না আমরা মস্তকে করিয়া গ্রহণ করি। অসমর্থ যাঁহারা, তাঁহারা আমাদের প্রতি কেবল মাত্র শুভাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেই আমরা পরম লাভ মনে করিব। নিবেদন ইতি—

কৃপাপ্রার্থী—শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট। সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির
পাণিহাটি পোঃ, ২৪ পরগণা।

বৈষ্ণব-সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ২৪শে শ্রাবণ রবিবার সংস্কৃত কলেজের বিদ্যাপরিষদের উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে দেখিলাম প্রাচীন আচার পদ্ধতির উপর শিক্ষিত সমাজের একটু একটু করিয়া দৃষ্টি পড়িতেছে, ইহাতে বিশেষ আনন্দ হইল। অনেক স্থলে তথাকথিত সদাচারের নামে আজ কাল অনেক কিছু আমরা দেখিতে পাই কিন্তু আজ সংস্কৃত কলেজের ব্যবস্থা দেখিয়া আশা হয় বাতাস যেন ফিরিয়াছে। সভামণ্ডপের দ্বারে আম্র পল্লব এবং সিন্দুর পুত্তলী সুশোভিত পূর্ণকুম্ভ এবং মধ্যে সতরঞ্চ ও গালিচার বিস্তৃত আসন, সত্যসত্যই সংস্কৃত কলেজের অনুরূপ হইয়াছিল। তারপর সভাবেদীর মধ্যভাগে একটী মাল্য চন্দন সুশোভিত বৃন্দাদেবী শোভা পাইতে ছিলেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে পবিত্র ধূপধুনায় সুগন্ধে প্রাণ মাতিয়া উঠিতে ছিল। সভাপতি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত পি, এইচ, ডি, আই, ই, এস মহোদয় সরল ভাষায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বিবৃত করেন; তৎপরে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"কীর্ত্তন বাঙ্গালীর গৌরব; উহা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নহে।" প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় অধ্যক্ষ

মহাশয়ের সাধু প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন। পরে ইহারা উভয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অতি মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত সভ্য মাত্রেরই আনন্দবর্দ্ধন করেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রায় অনেককেই সভায় উপস্থিত দেখিলাম। তৎব্যতীত ডাব্লিউ, সি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি প্রমুখ অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সভার শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। আমরা এই সাধু প্রতিষ্ঠানের উন্নতি প্রার্থনা করি।

* * *

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীল রামদাস বাবাজী মহোদয় বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীনীলাচল ধামে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছেন। বহুদিন তাঁহার শ্রীমুখে সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে না পাইয়া যাঁহারা দুঃখিত ছিলেন তাহারা অনেকেই শ্রীরথযাত্রার সময় তাঁহার শ্রীমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। গত অনন্ত চতুর্দ্দশীতেও তিনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীনীলাচলচন্দ্র বাবাজী মহাশয়কে নিরাময় করিয়া আবার দেশে দেশে নাম প্রচারের শক্তি প্রদান করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। খুব সম্ভব আশ্বিনের শেষে বাবাজী মহাশয় কলিকাতায় আগমন করিবেন। শ্রীশ্রী৺ দুর্গাপূজার সময় তাঁহার কলিকাতায় থাকাই সম্ভব।

* * *

পাণিহাটীতে "শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শুভাগমন মহোৎসব" এবং তৎসহ বিরাট বৈষ্ণব প্রদর্শিনী আগামী ২২শে কার্ত্তিক রবিবার হইবে। স্থানান্তরে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমূল্য ধন রায় ভট্ট সাহিত্যরত্ন মহাশয় বৈষ্ণব জগতের উন্নতি কল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও

তিনি যেরূপ যুবকোচিত উৎসাহ লইয়া দেশ দেশান্তরে প্রদর্শনীর দ্রব্য সংগ্রহে ছুটাছুটী করিতেছেন তাহা যথার্থই অনুকরণীয়। শ্রীজন্মাষ্টমীর সময় তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য গিয়াছেন। আমরা সকলকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া অমূল্য বাবুর এই অমূল্য—অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠানটীর সংরক্ষণে যত্নবান হইতে অনুরোধ করি।

* * *

হাওড়া, চৌধুরী বাগান, ভাগবতাশ্রমে বিগত শ্রীশ্রীঝুলন যাত্রার কয়েক দিন ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ও শ্রীকৃষ্ণ লীলা দেখিয়া আমরা বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্ত-রত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন যে ভাবে সুমধুর বক্তৃতা দ্বারা লীলা সকল ভক্তগণকে বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহা যথার্থই উপভোগ্য হইয়াছিল। চিত্রানুযায়ী গান সুকবি শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী তিনজনেই গাহিয়াছিলেন। এই ছায়াচিত্রে শ্রীগৌর-গোবিন্দলীলা প্রচারের জন্য যে আয়োজন হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই লীলা প্রচারের আয়োজনের সাফল্য কামনা করি। শ্রীগৌরভগবান শ্রীযুক্ত অনাথ বাবুর মনোবাসনা পূর্ণ করুন ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীমাধাই দাস।

---

* সম্পাদক মহাশয় এবার খুব অসুস্থ ছিলেন তাই দুই মাসের পত্রিকা একত্রে প্রকাশ হইল। নানা কারণে গত বৎসরের বর্ষ সূচীটী ভাদ্র মাসে দেওয়ার সুবিধা হয় নাই, বর্ত্তমান সংখ্যায় দেওয়া হইল। বিলম্বের জন্য ক্ষমা করিবেন। ভঃ কাঃ

ভক্তিতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম

বিজ্ঞাপনের প্রতিপৃষ্ঠা প্রতিবারে ৪৲ টাকা, অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৷৷০ টাকা।

কভারের চতুর্থ পৃষ্ঠা প্রতিবারে ৫৲ টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা ৪৷৷০ টাকা। প্রথম পৃষ্ঠার দর স্বতন্ত্র। পত্রদ্বারা জানুন।

এইটাই সাধারণ নিয়ম। বেশী দিন স্থায়ী অথবা বিজ্ঞাপনের পরিমাণ বেশী হইলে মূল্য সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য রিপ্লাই কার্ড বা এক আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখুন। বলাবাহুল্য—বিজ্ঞাপনের মূল্য সর্ব্বত্রই অগ্রিম দেওয়ার নিয়ম।

কার্য্যাধ্যক্ষ "ভক্তি" (বিজ্ঞাপন বিভাগ)

আসিলা "ভক্তি-নিকেতন" পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, জেলা হাওড়া।

অপূর্ব্ব সুযোগ

আগামী ৩০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যিনি "ভক্তি-সম্পাদক" মহাশয়েব "কীর্ত্তন-গীতি-সংগ্রহ" (১৷৷০ টাকা) "প্রেমানন্দ সংবাদ" (৷৷০ আনা) "প্রাণের কথা" (৷০ আনা) এই গ্রন্থ তিনখানি গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে "পঞ্চগীতা" ১খানি ও শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রণীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষাষ্টক (অভিনব ব্যাখ্যা সমেত) ১খানি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য ৩০শে অগ্রহায়ণের পর আর এ সুবিধা থাকিবে না। সত্বর "ভক্তি" কার্য্যালয়ে পত্র লিখিয়া অথবা আসিয়া হাতে হাতে গ্রহণ করুন। ভিঃ পিতে লইলে।৵০ আনা মাশুল পৃথক লাগিবে।

স্মরণ রাখিবেন, গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। সত্বর হউন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

শ্রীরাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত।

ব্যাসাবতার শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীগৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব-লীলাকথাময় এই নিত্যপাঠ্য মহাজনী গ্রন্থখানি যে কি উপাদেয় বস্তু, তাহা বর্ণনাতীত। এই গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায়ই আদরণীয়। ইহা নিত্য নিয়ম পূর্ব্বক পাঠ করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে সুবিমল ভক্তি ও তজ্জনিত পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে এবং ভক্তি-সিদ্ধান্ত সমূহ স্বতঃই হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হয়। হিন্দুর গৃহে গৃহে এই গ্রন্থরত্ন বিরাজমান থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দুরূহ স্থল সমূহের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য এবং বহু শব্দার্থ সহ উৎকৃষ্ট কাগজে বৃহৎ অক্ষরে যথাসাধ্য নির্ভুল করিয়া উত্তমরূপে মুদ্রিত। ভাল বাঁধাই। মূল্য ২৸০ আনা, ডাক-মাশুল ৸৵০ আনা।

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার।

শ্রীগৌর-গোবিন্দ-ভজন-সাধনোপযোগী নিত্য প্রয়োজনীয় অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ। দুই খণ্ডে ১২০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৸০ আনা; ডাঃ মাঃ ৷৵০ আনা। ৩য় খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে। প্রায় ৮০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য ১৸০ আনা, ডাঃ মাঃ ৷৵০ আনা।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু।

অপূর্ব্ব কীর্ত্তন-গ্রন্থ। দুইখণ্ডে ২৬০০ পৃষ্ঠা; ৩১০০ পদ। মূল্য ৩৷৷০ টাকার স্থলে ২৲ টাকা; কিন্তু "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" বা "শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত" গ্রন্থের বা এই পত্রিকার গ্রাহকগণ "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" অর্দ্ধমূল্যে ১৸০ আনায় পাইবেন। ডাঃ মাঃ ১৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—বল্লভ কোম্পানির ডাক্তারখানা, শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর সম্মুখে, কলিকাতা। ভিঃ পি ডাকে লইতে হইলে, শ্রীনিতাইপদ কাবাসী, ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা। এই ঠিকানায় পাইবেন।

ভক্তির নাম উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপন দাতাগনকে পত্র লিখুন।

ছায়াচিত্রে লীলা-প্রদর্শন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীধ্রুব চরিত্র প্রভৃতি অতি সুন্দর ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত সহযোগে দেখান হয়, খরচ খুব কম। মফঃস্বলে দেখাইবারও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। বিশেষ বিবরণ ভক্তি-কার্য্যালয়ে অথবা ৬নং চৌধুরী বাগান লেন, হাওড়া শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন মহাশয়ের নিকট অবগত হউন।

শ্রীশ্রীদাশ গদাধর আশ্রম হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীশ্যাম-লীলামৃত	...	১।০ আনা
গোপী গীত	...	।৵০ আনা
জীবনের লক্ষ্য বা উপাসনার প্রয়োজন	...	।।০ আনা
পরিশিষ্ট সাধন সম্পদ	...	।০ আনা

সকল গ্রন্থেরই ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। গ্রাহকগণ সত্বর হউন। ১ম সংস্করণের গ্রন্থ মাত্র কয়েকখানি আছে।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমদ্দাশগোবিন্দ ভক্তিসরোজ

শ্রীশ্রীদাশ গদাধর আশ্রম

ব্রজরাজপুর

পো: ভেদোসোল, জেলা বাঁকুড়া।

ভক্তি"র নাম উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

শ্রীরূপসনাতন স্তোত্র

এই গ্রন্থখানি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল, শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আনিয়া বিশেষ আবশ্যক বোধে প্রকাশ করা হইল। মূল্য মাত্র চারি আনা।

'নিত্য-ক্রিয়া পদ্ধতি'

ইহাতে শ্রীশ্রীমৎমাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিত্য নৈমিত্তিক পূজাপদ্ধতি, ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন বন্দনাদি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের এই পুস্তকখানি বিশেষ আবশ্যকীয়। মূল্য আট আনা মাত্র।

দুইখানি শ্রীগ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থে অন্যান্য লুপ্ত শ্রীগোস্বামী গ্রন্থগুলি প্রকাশ করা হইবে এবং তৎসঙ্গে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের আখর সমন্বিত কীর্ত্তনগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। চারিখানি কীর্ত্তন পুস্তক ইতিমধ্যে প্রকাশ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীললিতমোহন দাস

বরাহনগর পাটবাড়ী, পোঃ আলমবাজার, জেলা ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরিকর দ্বাদশজন গোপালের বিস্তৃত বিবরণ, বংশাবলী, শ্রীপাটের বিবরণ, পথের পরিচয় প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই শ্রীগ্রন্থে আছে, ভক্তগণের বিশেষ আবশ্যকীয় গ্রন্থ, মূল্য ১৲ একটাকা।

বৃহৎ শ্রীবৈষ্ণব-চরিত অভিধান

ইহাতে যাবতীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের জীবনী বর্ণমালা অনুসারে সজ্জিত হইয়া প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে অ হইতে চ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট সাহিত্যরত্ন

পানিহাটী পোঃ, ২৪ পরগণা।

"ভক্তি"র নাম উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

১৩০৮ বঙ্গাব্দে

নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

৩০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা
মাঘ ও ফাল্গুন ১৩৩৮

সম্পাদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন।

মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন"
পোঃ—আন্দুল-মৌড়ি, জেলা—হাওড়া
হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা
নমুনা প্রতি খণ্ড ৶০ তিন আনা, ভিঃ পিতে ১৶০ আনা

B. McLAREN TRANSLATOR'S OFFICE W. R. BUILDINGS CALCUTTA
7 APR. 1932
LIBRARY CALCUTTA
No.
Date 8.2.33
3661 P
8-4-32

পারফিউম ক্যাষ্টর অয়েল

যাবতীয় মস্তিষ্কের পীড়া দূর করিয়া

কেশবর্দ্ধনে

অদ্বিতীয়।

চারি আউন্স শিশি ৸০ বার আনা।

"ফটো ক্যামেরা" ও

ফটোগ্রাফের যাবতীয় সরঞ্জাম এবং

"চশমা" ও "দাঁত"

অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা করাইয়া ব্যবস্থানুযায়ী জিনিস সর্ব্বদা সরবরাহ করা হয়।

সেন লাহা এণ্ড কোং

৫৩।এ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রাণের কথা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৩
শ্রীশ্রীগুরু-সেবা	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী-ভক্তিভূষণ	১১৪
প্রবুদ্ধের প্রথম অবস্থা	শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ	১২০
শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম	পরিব্রাজক শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবা	১৩৩
বেদান্তের বেদ্য ও আত্ম-পরতত্ত্ব	পরিব্রাজক শ্রীমদ্দাশ গোবিন্দ ভক্তিসরোজ	১৩৪
শ্রীশ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাট	শ্রীমতিলাল রায়	১৪২
আটিসারায় বৈষ্ণব সম্মেলন	কতিপয় সেবক	১৪৩
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন	১৪৬
শ্যাম বিরহে শ্রীরাধা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৪৭
নিবৃত্তি	শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি	১৫০
বাঁশরী শ্রবণে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত তারাপদ মিত্র	১৫৬
প্রাপ্ত গ্রন্থ সমালোচনা		১৫৭
বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য		১৬০
ছায়াচিত্রে লীলা প্রদর্শন		ঐ
ভ্রম সংশোধন		ঐ

কলিকাতা ৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

৩০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

মাঘ ও ফাল্গুন ১৩৩৮

প্রাণের কথা

(শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।)

মোরে যা দিয়েছ ওগো তাই রেখে দাও,
তোমারি মধুরভাবে রাখ গো বিভোর ;
এমনি করিয়া প্রাণে বাঁশীটী বাজাও,
ভাবোন্মাদে মত্ত হ'য়ে থা'ক্ চিত্ত মোর।
কাজ কি এ সংসারের কলকোলাহলে ?
কি কাজ ঐশ্বর্য্যে-ধনে, কি কাজ সম্মানে ?
কাজ নাই যশোখ্যাতি ধন জন বলে ;
এমনি রহিব চিরমুগ্ধ তব গানে !
যত ভাব আসে মনে,—জানাব তোমায় ;
তুমি বিনা মনোভাব কে বুঝিবে আর ?
তুমি চির ভাবময় ;—ভাব-মত্ততায়
ভরি' দাও প্রাণ-মন সকলি আমার।
সব ভাব তব পদে করি নিবেদন !
লহ লহ ভাবগ্রাহী তুমি জনার্দ্দন ॥

শ্রীশ্রীগুরু-সেবা

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী ভক্তিভূষণ।)

(৩)

চারি সম্প্রদায়।—

"সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্প শতৈরপি ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥" (পদ্মপুরাণ)
"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং-চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥" (প্রমেয়রত্নাবলী)

সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্র সকল নিষ্ফল। বহু বহু সাধনা দ্বারা শত কোটী কল্পকালেও সেই সকল মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। অতএব কলিকালে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটী ভুবনপাবন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে ॥

লক্ষ্মীদেবী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, মহাদেব বিষ্ণুস্বামীকে, এবং চতুঃসন নিম্বাদিত্যকে স্বঃস্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে অঙ্গীকার করিলেন ॥

[এজন্য শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটী সম্প্রদায় যথাক্রমে রামানুজ (রামাৎ), মাধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য (নিমাৎ) এই চারিটী নামে কথিত হইয়া থাকে।] (বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার ৮৪৫ পৃঃ)

কেন গুরুকরণ হয় না?—

অনেকে এরূপ অভিমানী যে, তাহারা কাহারও নিকট নত শির

হইয়া তাঁহাকে দাস্যভক্তি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক নহে। শ্রীগুরু পাদাশ্রয় করিলে তাঁহার নিকট নতশির হইয়া তাঁহাকে দাস্যভক্তি প্রদর্শন করিতেই হইবে। এইজন্য তাঁহারা গুরু পাদাশ্রয় না করিয়া নিজে নিজে পুস্তক পাঠ ও সংযম শিক্ষাপূর্ব্বক চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া "দুরত্যয়া বিষ্ণুমায়া" অতিক্রম করিতে চান।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" (গীতা ৭।১৪)

বঙ্গানুবাদ :—এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎ স্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়া সমুদ্র পার হইতে পারেন। (চক্রবর্ত্তীপাদের টীকা)। কিন্তু—

"বিজিত হৃষীক বায়ুভিরদান্তমনন্তরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতি লোলমুপায় খিদঃ।
ব্যসন শতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বনিজ ইবাজ সন্ত্যকৃত কর্ম্মধরা জলধৌ॥" ভাঃ ১০।৮৭।৩৩

বঙ্গানুবাদ :—হে ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি উপায় স্বরূপ গুরু-চরণাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সকলকে বশীভূত করিয়াই ইহলোকে চঞ্চলরূপ অশান্ত মনকে সংযত করিতে যত্ন করে, তাহারা কর্ণধার শূন্য নৌকাশ্রিত বণিক্‌গণের মহাসমুদ্রে পতনের ন্যায় বহু দুঃখে আকুল হইয়া সংসার সমুদ্রে পতিত হয়।

"গৌড়ীয় মঠ" নামে খ্যাত ধর্ম্মসভা।—

বড়ই ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় যে "গৌড়ীয় মঠের" প্রচারকেরা গোস্বামী-

গণকে বিদ্রূপ করিয়া 'গো দাস' বলেন। উক্ত মঠের আচার্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা শ্রীশ্রী হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৯ ধৃত পদ্ম পুরাণের প্রমাণানুসারে—

"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥"

বঙ্গানুবাদ :—(মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অশেষ বৈষ্ণবধর্ম্মরত এবং শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যাদি জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণই মনুষ্য মাত্রের গুরু, ইনি সমুদয় লোকের মধ্যে হরির ন্যায় পূজনীয়।) শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরের নজীর অনেকে দিতে পারেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের ন্যায় মহাজন পৃথিবীতে ক্বচিৎ কখনও আবির্ভূত হন। বৈষ্ণবধর্ম্মরত শূদ্রকে দীক্ষা-গুরুপদে বরণ করিলে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের সহিত সংযোগ নষ্ট হয়। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের কৃপা, আশীর্ব্বাদ ও শক্তি লাভ করিতে হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের বংশধর বৈষ্ণবধর্ম্মরত ব্রাহ্মণকে দীক্ষাগুরু পদে বরণ করিতে হইবে। অধস্তন বংশধরের সম্বোধন সেই পিতৃপুরুষের কর্ণে যেরূপ প্রবেশ করে, অন্যের সম্বোধন সেইরূপ হইতে পারে না।*

"গৌড়ীয় মঠের" আচার্য্য মায়াপুরে শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ স্থানে অবতীর্ণ হন, এবং তিনি তাঁহাদের নির্দ্দেশ মত স্থানেই লীলা করিয়াছেন। ভৌগলিক তত্ত্ব লইয়া বিচার করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে কোন আস্বাদন পাওয়া যাইবে না। কেবল কতকগুলি মায়ার সৃষ্টি হইবে মাত্র। শ্রীনবদ্বীপধামে

* এই বিষয় আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, সময়ান্তরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। (ভঃ সঃ)

যে সকল শ্রীমন্দির কয়েক শতাব্দী ধরিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ও যেখানে সহস্র সহস্র বৈষ্ণব, সাধু, মহান্তের যাতায়াত হইতেছে, সেই স্থানের মাহাত্ম্য এক্ষণে তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য সদৃশ হইয়াছে। সেস্থানটীর নাম আসল "নবদ্বীপ" নামকে স্মরণ করাইয়া দেয়, সেই নবদ্বীপ নামে খ্যাত স্থানটীই এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাভূমি হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রকট হইলেও ভক্ত ও বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিত্যলীলা দরশন করিয়া থাকেন। যে স্থানে ভক্ত ও বৈষ্ণবগণ নিত্য লীলা দরশন বাঞ্ছা করেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে ভক্তের আকাঙ্ক্ষা ও লৌল্য অনুযায়ী নিশ্চয়ই সেই স্থানে আসিয়া নিত্য লীলা করিতে হয়। অষ্ট-প্রহর শ্রীসঙ্কীর্ত্তন মণ্ডপের ধূলা, ব্রজের ধূলা জ্ঞানে মস্তকের ভূষণ কেন করা হয়? শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৎসল ভগবান। যে স্থানে বৈষ্ণবগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নাম,গুণ, লীলা, মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিশ্চয়ই জাগ্রত শ্রীবিগ্রহরূপে বর্ত্তমান আছেন। নারদপঞ্চরাত্রে দেখিতে পাই—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।"

বঙ্গানুবাদ :—আমি বৈকুণ্ঠে ও যোগীগণের হৃদয়ে সেরূপ অবস্থান করি না, যেরূপ ভাবে আমি আমার গুণ, লীলা, মাহাত্ম্য কীর্ত্তনকারী ভক্তগণের নিকট অবস্থান করি।

গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষের পিতা নিত্যধামগত কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীগীতার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়াছেন। শ্রীগীতা ২।৩১ শ্লোকের বঙ্গানুবাদে ভক্তিবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন "বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেরই অন্য নাম স্বধর্ম্ম"। "গৌড়ীয় মঠের" অধ্যক্ষ বৈষ্ণবধর্ম্মরত, ব্রাহ্মণের উচ্চতম আসন গ্রহণ করিয়া কি "স্বধর্ম্ম" পালন করিতেছেন?

বিশ্বামিত্র ঋষি কি বসিষ্ঠদেবের ন্যায় ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইয়াছিলেন? শ্রীভাগবতধর্ম্মের মূলভিত্তি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ কারণম্।।" বিষ্ণুপুরাণ (৩।৮।৯

বঙ্গানুবাদ :—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই স্বধর্ম্মাচরণ : ইহা দ্বারা বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। একমাত্র বিষ্ণুভক্তি দ্বারাই তাঁহার তৃপ্তিসাধন হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াতে বিপ্রপাদোদক পান পূর্ব্বক দ্বিজভক্তি প্রকাশ করিয়া সঙ্গী ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমরা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল আদিখণ্ড হইতে সেই প্রসঙ্গটী উদ্ধৃত করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

"হেনকালে বিশ্বম্ভর-সঙ্গের ব্রাহ্মণ।
সে-দেশের বিপ্র দেখি দোষে তার মন।।
দেশ আচরণ তারা করে যথাবিধি।
দেখিয়া ব্রাহ্মণে তার নাহি বিপ্রবুদ্ধি।।
ব্রাহ্মণে অবজ্ঞা দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রকাশিব দ্বিজভক্তি—করিলা অন্তর।।
আচম্বিতে প্রভুদেহে আইল মহাজ্বর।
জ্বর দেখি ত্রাস পাইল সভার অন্তর।।
বলিলা ঠাকুর—শুন শুন সর্ব্বজন।
দেব-পিতৃকার্য্যে বিঘ্ন ভেল কি কারণ।।
না জানি কি মোর দোষে সঙ্গিগণ দোষে।
শ্রেয়ঃ কার্য্যে বিঘ্ন হয়—বড় অসন্তোষে।।
সর্ব্ব বিঘ্ন নিবারণ আছয়ে উপায়—।
বিপ্রপাদোদক মোরে দেহত জুয়ায়।।

বিপ্রপাদোদক খাইলে সর্ব্বপাপ হবে।
এখনি ঘুচিবে জ্বর কি করিতে পারে॥
তথাহি শ্রীশ্রী হঃ ভঃ বিঃ ৩।১৩২ ধৃত গৌতমীয় তন্ত্রবচনম্—
"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে।
সসাগরাণি তীর্থানি পাদে বিপ্রস্য দক্ষিণে॥
বঙ্গানুবাদ :—পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সে সমুদায়ই সাগরে অবস্থিত, সাগর সহিত সমস্ত তীর্থ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ চরণে বিদ্যমান।
সেই খানে সেই দেশী আছিল ব্রাহ্মণ।
আপনে উঠিয়া তার পাখালে চরণ॥
বিপ্রপাদোদক পান কৈল বিশ্বম্ভর।
প্রকাশিব দ্বিজভক্তি পলাইলা জ্বর॥
সঙ্গীর সে দ্বিজবর বোলে চাটুবাণী।
আমার অন্তর দোষে দুঃখ পাইলে তুমি॥
কুৎসিত আচার দেখি মোর মন দোষে।
মোর মন দোষে তুমি পাইলে অসন্তোষে॥
এক্ষণে ব্রাহ্মণ ভক্তি প্রকাশিলে তুমি।
অপরাধ কৈলুঁ দোষ ক্ষমিবে আপনি॥
(নমঃ দ্বিজ-বল্লভ দয়ালু গৌর হরি।
নমঃ ধর্ম্মসংস্থাপন সর্ব্ব অধিকারী॥)
সঙ্গীর এতেক বাক্য শুনি বিশ্বম্ভর।
ক্ষমা কৈল সভাকার দোষ বহুতর॥
ইহারা পূজয়ে মধুসূদন ঠাকুর।
এ সকল ত্যজ্য নহে—না ভাবিহ দূর॥"
জয় জয় মহাপ্রভু!

প্রবুদ্ধের প্রথম অবস্থা

(সংসার প্রবাসীর জাগরণ।)

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ।)

"বিদেশে প্রবাসে, ভব পান্থাবাসে, আর কিছু লাগে না ভাল।
বাড়ী পানে মন, ছুটেছে এখন, মা মা বলি ঘরে ফিরে চল॥"
"কতি নাম সুতা ন লালিতাঃ কতি নাম বধু ন ভুঞ্জিতি।
ক সু তে, ক চ তাঃ, ক বা বয়ং, ভবসঙ্গঃ খলু পান্থ সঙ্গমঃ॥"

আমি জন্মে জন্মে কত পুত্রকেই না পালন করিয়াছি! আমি জন্মে জন্মে কত দারই না পরিগ্রহ করিযাছি! সেই সকল পুত্র এখন কোথায়? সেই পত্নীগণই বা এখন কোথায়? আর আমাদেরই বা কি পরিবর্ত্তন না হইয়াছে! সত্য সত্যই এ ভবধামে পরস্পরের সহবাস পথিক-সমাগম তুল্য।

এতদিনে কি আমার ঘুম ভাঙ্গিল! এই পৃথিবী ত আমার স্বদেশ নহে! আমার স্বদেশ অনেক দূরে। কত দূরে জানি না। সে দেশের আমার আর এখন কিছুই মনে নাই। কেবল একটু অস্ফুট স্মৃতি মাত্র হৃদয়ের কোন নিভৃত কোণে লুকাইয়া আছে। প্রাচীন প্রবীণ লোকেরা বলেন, তেমন দেশ ব্রহ্মাণ্ডে আর কুত্রাপি নাই। সেখানে নাকি চক্ষু না থাকিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করা যায়, চরণ না থাকিলেও গমন করা যায়। সে দেশ নাকি নিকটে থাকিয়াও অতি দূরে, দৃশ্য হইয়াও সর্ব্বদা অদৃশ্য। সে দেশে নাকি চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, অগ্নি নাই। সে দেশ নাকি স্বকীয় স্বাভাবিক আলোকে ভাস্বর।

সে দেশে নাকি জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। সে দেশে নাকি স্ত্রী নাই, পুরুষ নাই। সে দেশে নাকি ক্ষুধা নাই, নিদ্রা নাই। সে দেশে নাকি শোক নাই, দুঃখ নাই, বিপদ নাই। সে দেশে নাকি হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, বিবাদ নাই। সে দেশে নাকি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ। সেই চিদানন্দময় দেশে আমার বাস। সচ্চিদানন্দময় পুরুষ নাকি সেই দেশের অধিস্বামী। মানবমাত্রেই নাকি একদিন সেই সুখময় রাজ্যে বাস করিতেন। মানব মাত্রেই নাকি একদিন সেই পুণ্যময় লোকে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। কি জানি, কি কর্ম্ম বিপাকে আমি সেই দেশ ছাড়িয়া আসিযাছি। কতদিন সে দেশ ছাড়িয়াছি মনে নাই। স্বদেশ ছাড়িয়া, জন্মভূমি ছাড়িযা এখন আমি এই বিদেশে, প্রবাসে পড়িয়া আছি। এখানে আসিয়া কত নূতন লোকের সহিত মিশিয়াছি, কত নূতন ভাবে পূর্ণ হইয়া হাস্য ও ক্রন্দন করিয়াছি, কত নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। এই বিদেশে আসিয়া, মনে হয়, কিছুদিন পরেই, বিদেশের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, ক্রমে স্বদেশের কথা ভুলিতে লাগিলাম। প্রবাসের প্রারম্ভে যেমন স্বদেশের কথা সতত স্মরণ হইত, শয়নে স্বপনে যেমন জন্মভূমির মধুর স্মৃতি হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরূক থাকিত, সুখে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে, সকল অবস্থায় যেমন স্বগৃহের জন্য প্রাণ কাঁদিত, প্রবাস-বাস অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর সেরূপ হইল না। ক্রমে আত্মার পরিচিত জনগণকে ভুলিতে লাগিলাম। স্বদেশে যাঁহাদের স্নেহ ও প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, যাঁহাদের অমৃতময় সহবাসে হৃদয় মনকে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করিয়াছিলাম, যাঁহাদের সুধামাখা বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলাম, এখনও এই বিদেশবাসের ঘোর কষ্ট সমূহের মধ্যে যাঁহাদের অপার্থিব গুণ এবং দিব্যরূপ স্মৃতিপথে উদিত

হইয়া প্রাণকে আকুল করিয়া থাকে, আত্মার সেই প্রকৃত বন্ধু সকল ক্রমে একে একে চিত্তপট হইতে অপসৃত হইতে লাগিলেন। সত্যই তাঁহারা আমার আত্মার বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের সহিত আমার আত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, এখন আমি সেই পরমাত্মীয়গণকে ভুলিয়া নূতন দেশে কতকগুলি নূতন লোকের সহিত মিলিত হইয়াছি।

এই নূতন বন্ধুগণের সহিত আমি স্নেহ বা প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু সকলকে ত আত্মীয় বলিতে পারিতেছি না। এই নূতন দেশে কেহ জনক, কেহ জননী, কেহ ভ্রাতা, কেহ মিত্র, কেহ কলত্র, কেহ পুত্র, কেহ কন্যা, কেহ গুরু, কেহ শিষ্য এবম্বিধ বিবিধ নামে বিবিধ আকারে আমার সহিত সম্বদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু কৈ সকল সময়ে ত আমার তাঁহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হইতেছে না। তাঁহাদের যত্নে ও আদরে, তাঁহাদের কার্য্যে ও ব্যবহারে, তাঁহাদের দীক্ষা ও শিক্ষায় কৈ আমার আত্মা ত চরিতার্থতা লাভ করে না। তাঁহাদের সহবাস ত্যাগ করিয়া আমার প্রাণ সহসা অন্য রাজ্যে ছুটিয়া যাইতে চাহে কেন? আমার নূতন বন্ধুগণ পরিবৃত থাকিয়াও তাঁহাদের আনন্দ উল্লাস পরিপূর্ণ হাস্যময় মুখশ্রী সতত দর্শন করিয়াও আমি অনুদিন প্রবাসের যন্ত্রণা ভোগ করি কেন? কাহাদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছি, কাহাদিগের নিকট যাইতে হইবে, কাহাদিগকে না পাইলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে না, সংসারের আনন্দ উৎসবের মধ্যেও এই চিন্তা আসিয়া আমার চিত্তকে চঞ্চল করে কেন? আমার আত্মীয় স্বজন এখানে নাই। আমার আত্মীয়গণ অদৃশ্য জগতে অদৃশ্য ভাবে বিশ্বপতির সেবা ও দাসত্ব করিতেছেন, এই কথা ভুলিয়াও আমি ভুলি না কেন? আমার আত্মার সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংসারের মলিন হাসির ছায়া তাঁহাদের মুখমণ্ডলে কখন পতিত হয় না,—দৃষ্টি কখন

স্বার্থের কাল রঙ্গে কলুষিত হয় না,—তাঁহাদের রসনা কখন অসত্য ও কপটতার ক্রীড়াভূমি হয় না, তাঁহাদের হৃদয় কখন নির্দ্দয়তা ও অপ্রেমকে আশ্রয় দেয় না, তাঁহাদের প্রাণ পরদ্বেষ ও পরহিংসা কি পদার্থ কখন জানে না; তাহাদের নিকট আপন পর নাই, ছোট বড় নাই, ভাল মন্দ নাই, সকলেই তাঁহাদের সমান স্নেহের পাত্র, সকলেই তাঁহাদের সমান ভালবাসার অধিকারী, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের সমদৃষ্টি, সর্ব্বভূতে তাঁহাদের প্রেম ও মৈত্রী। আমার আত্মীয় স্বজনেরা উদাসীন হইয়াও গৃহী, লোভ ও স্বার্থহীন হইয়াও সর্ব্বদা কর্ম্মশীল, মায়ামুক্ত ও সর্ব্বত্যাগী হইয়াও জীব দুঃখ দূরীকরণার্থে দয়া ও প্রেম পরিপ্লুত হৃদয়। অখিল ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী তাঁহাদের প্রভু, বিধাতার আদেশ বাণী তাঁহাদের বেদ বাক্য, সমগ্র বিশ্ব তাঁহাদের গৃহ, চরাচরস্থ প্রাণিসমূহ তাঁহাদের প্রতিপাল্য, জগতের সেবা ও মুক্তিই তাঁহাদের মহাব্রত। তাঁহারা অজর, অমর, অক্ষুব্ধ, সমুদ্রবৎ প্রশান্ত, স্থির, ধীর।

মহাশক্তির সমীপে আত্ম বলিদান করিয়া তাঁহারা আত্ম-জ্ঞানে বলী হইয়াছেন, অহং বুদ্ধি ও মমত্ব বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহারা চরাচরের অধিস্বামিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইন্দ্রিয়-সুখ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইয়াছেন, নশ্বর দেহ ও অনিত্য জীবনের মায়া বর্জ্জন করিয়া তাঁহারা অমর দেহ ও অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছেন। বিশ্বপ্রাণ বিশ্বাত্মার চিরানুগত ভক্তসেবক এবং প্রাণিমণ্ডলীর হিতব্রতধারী আমার সেই পরমাত্মীয়গণ কোথায়? আমি কি অপরাধে কোন্ লোকে কোথায় তাঁহাদের ফেলিয়া আসিলাম? এক দিন চিন্ময় জগতে যে মহাত্মাগণের কার্য্যের সহযোগী ছিলাম, যাঁহাদের চরণে আমার মন প্রাণ বাঁধা ছিল, যাঁহাদের নিত্যসহবাসে আমার আত্মা উৎসব ও আনন্দময় ছিল, আজ কোন্ পাপে তাঁহাদের বরণীয় সঙ্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলাম? সহস্র

সূর্য্যের প্রভাদ্বিত, নির্ম্মল জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত স্বর্গীয় রাজ্য ত্যাগ করিয়া আমি যে এই পাপতমসাচ্ছন্ন সংসারে আসিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এই সংসার শ্বাপদসঙ্কুল ঘনান্ধকারসমাচ্ছন্ন নিবিড় বন, কি অপরাধিবর্গের নিমিত্ত কল্পিত অশেষ দুঃখ যন্ত্রণাপূর্ণ ক্রন্দন কোলাহলময় কারাগার? আমি যে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যাঁহাদের সহিত এখানে আমি নিত্য বাস করিতেছি,—যাঁহাদিগকে স্ত্রী পুত্র, ভাই বন্ধু প্রভৃতি প্রিয় সম্ভাষণে বিভূষিত করিতেছি, যাঁহাদিগকে আপন জ্ঞান করিয়া যাঁহাদের পরিতুষ্টির জন্য আমি সর্ব্বদা ছুটাছুটী করিতেছি, তাঁহারা আমার আপন কি পর, মিত্র কি শত্রু আমি যে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এখানে কে সাধু কে অসাধু, কে বিষয়ী কে উদাসীন, কে গুরু কে শিষ্য, কে মহৎ কে ক্ষুদ্র, কে পণ্ডিত কে মূর্খ, কে ধনী কে নির্দ্ধন, কে বুদ্ধিমান্ কে নির্ব্বোধ, আমি যে কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি এই দেহ লাভ করিয়াছি স্নেহের আধার পরমারাধ্য সেই জনক এবং স্নেহময়ী পরম পূজনীয়া সেই জননীকেও যে আমি আপন কি পর কি বলিব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি নাকি জন্মে জন্মে কত জনক জননীর স্নেহ ক্রোড়ে পালিত হইয়াছি, কত পতিপ্রাণা প্রণয়িনীরই প্রেমরসে অভিসিঞ্চিত হইয়াছি, কত পুত্র কন্যাকেই বাৎসল্যভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, কত বন্ধু বান্ধবেরই সহৃদয়তা ও প্রেমে পরিতুষ্ট হইয়াছি। কৈ তাঁহাদের সহিত আমার আত্মার কোন বন্ধন ত আমি অনুভব করিতে পারিতেছি না। এই সংসারে কাহারও কাহারও সহিত হৃদয় মনের সম্বন্ধ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু আত্মার সহিত কাহারও যোগ ত উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আত্মার রাজ্যে স্ত্রী পুত্র, ভাই বন্ধু, কৈ কাহার ত অস্তিত্ব দেখিতে

পাইতেছি না। সেই অতীন্দ্রিয়, অপার্থিব জগতে আমি সংসারের বন্ধু বান্ধবগণকে ত চিনিতে পারিতেছি না। এখানকার আত্মীয় স্বজনাদির সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ তাহা কেবল রক্ত মাংসের সম্বন্ধ,—রূপরসাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ সমূহের সম্বন্ধ, স্বার্থের সম্বন্ধ, লাভ ক্ষতির সম্বন্ধ, আদান প্রদানের সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ বালুকা-নির্ম্মিত সেতুর ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসি ও বিনশ্বর। নিত্য পুরুষের নিত্য লোকে এ সম্বন্ধ তিষ্ঠিতে পারে না সেই প্রেমময়ের সনাতন পুণ্যধামে এ সম্বন্ধে আবদ্ধ বন্ধুবান্ধবের দাঁড়াইবার স্থান নাই। তবে সংসারের ভাই বন্ধুরা আমার আত্মীয় হইলেন কিরূপে? আত্মা যাঁহাদিগকে আপন বলিয়া চিনিতে পারে না, যাঁহাদের পরস্পর মিলন সুদুর্ল্লভ শুধু দেহ মনে সৌসাদৃশ্য হেতু কি তাঁহারা আত্মীয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন? না, তাহা হইতে পারে না। যাঁহারা আত্মা কি পদার্থ জানিয়াছেন, আত্মার ধর্ম্ম ও পরিণাম কি জানিয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদিকে কখন আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এ সংসারকেও তাঁহারা আত্মার বিরাম ক্ষেত্র মনে করিতে পারেন না। বস্তুতঃ স্ত্রীপুত্রগণ আমাদের প্রকৃত আত্মীয় নহেন, কিন্তু আমাদিগকে অধ্যাত্ম জগতের উপযোগী করিবার, বিশুদ্ধ প্রেমলাভের অধিকারী করিবার সহায় ও অবলম্বন মাত্র। এ সংসারও আমাদের আত্মার বিশ্রামভূমি নহে, কিন্তু আমাদের আত্মশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞানের বিদ্যালয় মাত্র। ইহা সুখের আগার নহে, সত্যসত্যই কারাগার! আমরা কতকগুলি অপরাধী জীব পরস্পরে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া এই ভব-কারাগারে কর্ম্মক্ষয় করিতে আসিয়াছি। যদি জন্মান্তরীণ অপরাধের কথা স্মরণ রাখিতে পারিতাম, তবে এই কারাগারস্থ আবদ্ধ জীবগণকে অনেক পরিমাণে চিনিতে পারিতাম। পরস্পরে নিজ নিজ পাপ কাহিনী বিবৃত করিয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে পারিতাম। পূর্ব্বাপরাধ স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্য জীবনের জন্য

সাবধান হইতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের পাপ বিকার এতই অধিক, আমাদের অধঃপতন এতই শোচনীয় যে, এই ভবকারাগারে বাস করিয়াও আমাদের নিজ নিজ দুর্দ্দশা অনুভব করিবার শক্তি নাই। অজ্ঞান বশে—আমরা স্বদেশ ভুলিয়াছি, স্বদেশস্থ আত্মীয়গণকে ভুলিয়াছি, এক্ষণে এই কারাপ্রাচীরের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বাস করিয়াই আমরা আপনাদিগকে সুখী ও কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি। কি বিষম মায়ার আবরণে যে আচ্ছন্ন হইয়াছি, আমাদের হিতাহিত জ্ঞান, মঙ্গলামঙ্গল বোধ এককালে লুপ্ত হইয়াছে। এই কারাগার-স্বামী জরা মৃত্যু, বিপদ আপদ, দুঃখ দারিদ্র্য প্রভৃতি বিবিধ জ্বালা যন্ত্রণার ব্যবস্থা করিয়া অনিত্যতা ও অশান্তির চিত্রপট নিয়ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করিতেছেন—মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য অশেষ প্রকার বিধান ও কৌশল দ্বারা আমাদিগকে সতত উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন—সম্পদের পার্শ্বে বিপদ, সুখের পার্শ্বে দুঃখ, অমৃতের পার্শ্বে গরল, দয়ার পার্শ্বে নিষ্ঠুরতা, প্রেমের পার্শ্বে অপ্রেম, মৈত্রীর পার্শ্বে হিংসা, রূপের পার্শ্বে রোগ, বিদ্যার পার্শ্বে মূর্খতা, ধনের পার্শ্বে দরিদ্রতা, সতীর পার্শ্বে কুলটা, দেবীর পার্শ্বে দানবী, সাধুর পার্শ্বে নরঘাতককে উপস্থিত করিয়া আমাদিগকে প্রতিনিয়ত বস্তুতত্ত্ব পরিজ্ঞানে সাহায্য করিতেছেন; তথাপি কি মহামোহে আমরা সমাক্রান্ত হইয়াছি, আমরা সমস্ত দেখিয়াও কিছু দেখিতেছি না, সমস্ত জানিয়াও কিছু জানিতেছি না, সমস্ত স্বীকার করিয়াও কিছুই স্বীকার করিতেছি না, সমস্ত বুঝিয়া এবং বুঝাইয়াও কিছুই বুঝিতেছি না। কতদিনে আমাদের এই মোহ অপনীত হইবে? কতদিনে আমরা আমাদের প্রকৃত আত্মীয়গণকে চিনিতে পারিব? কতদিনে আমাদের পুত্রদারাদি স্বজনগণ প্রকৃত আত্মীয় নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হইবেন? কতদিনে আমাদের এই দুঃখের

কারাগার সুখাগারে পরিণত হইবে? কতদিনে মনুষ্যগণ স্বার্থ ভুলিয়া আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জলাঞ্জলী দিয়া পরার্থের জন্য পরহিতের জন্য, আত্মার কল্যাণের জন্য মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিবে? কতদিনে পরস্পরকে স্বদেশের কথা, জন্মভূমির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সেই পুণ্যভূমি দর্শনের সাধ পরস্পরের হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিবে? কতদিনে এই মর্ত্তধাম আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় স্বর্গধামে পরিণত হইবে?

জীবন্মুক্ত সাধুভক্তগণের কথা বলিতেছি না, অনাসক্ত, নিষ্পাপ যোগী, সন্ন্যাসীর কথা বলিতেছি না, আমাদের ন্যায় বিষয়ান্ধ, স্বার্থসর্ব্বস্ব, মূঢ়বুদ্ধি, মায়াচ্ছন্ন জীবদের কথাই বলিতেছি। এই প্রবাস বাসে আমাদের কিছুই লাভ হইল না। আমরা সারা জীবনই বৃথা ব্যয় করিলাম। বৃথা কার্য্যে ও বৃথা চিন্তায় আমাদের সমস্ত পরমায়ু শেষ হইতে চলিল। জীবনের অবশিষ্ট কালটা যে ভগবানের কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিব এমন আশাও ত দেখিতেছি না। স্বদেশের জন্য, পরহিতের জন্য পরিশ্রম, সে ত আমাদের বাক্য মাত্র। আত্মার কল্যাণ কামনা, জীবগণের মঙ্গল সাধনা সে ত আমাদের কল্পনা মাত্র। কতদিন আর এই কল্পনার রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইব? কতদিন আর আত্ম-বঞ্চনা ও আত্ম-প্রতারণায় কাল কাটাইব? আপনার জ্ঞান-গৌরব প্রচার করিবার নিমিত্ত, আত্মোন্নতি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আমরা এত দিন অনেক পরিশ্রম করিয়াছি। কপর্দ্দক মাত্র ব্যয় না করিয়াও এবং বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকার না করিয়াও, সহজ ও সুলভ উপায়ে আমরা কতদিন স্বদেশ-প্রেমিক সাজিয়াছি। নিজেদের মূর্খতা অজ্ঞতা গোপন করিয়া, লোকসমাজে কতদিন বিদ্যার ডালি ধারণ করিয়াছি। ধনগর্ব্বে ও পদগৌরবে, পাণ্ডিত্যাভিমানে অন্ধবৎ হইয়া; মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান

করি নাই, ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়াছি। কখন নিজেদের নীচতা, ক্ষুদ্রতা, অনুভব করিয়া ঈর্ষাভরে, ক্রোধভরে উন্নতচরিত্র মহাত্মাগণের কতই নিন্দাবাদ করিয়াছি। স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় লইয়া কতই অলীক স্বপ্ন দেখিয়াছি, বিশ্বকারণ বিশ্বেশ্বরকে পর্য্যন্ত এই বিশ্ব হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। রাজদণ্ড ও যথাসম্ভব লোকনিন্দা এড়াইয়া যে কিছু অপকর্ম্ম করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত, তাহা সকলি অম্লান বদনে সম্পন্ন করিয়াছি। ধর্ম্মহীন নীতি এবং কর্ম্মহীন জ্ঞানের অসারতা অনুভব করা দূরে থাকুক, বরং তদ্রূপ নীতি ও জ্ঞানের যথেষ্ট পোষকতা করিয়াছি। করিয়াছি সবই, কিছুই বাকি নাই। সংসারের ভোগ্য বস্তু সকলও ভোগ করিতে আমরা কোন ক্রমে যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। নূতনকে পুরাতন, পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিবিধ আকারে, বিবিধ প্রকারে আমরা কতই ভোগ উপভোগ করিলাম। কিন্তু ভোগের ক্ষুধা ত মিটিল না? জীবন থাকিতে কি এ ভোগের ক্ষুধার শান্তি হইবে না? ভোগের পর অতিভোগ, পরে কতই বিরক্তি ও আত্মগ্লানি, তথাপি ত ভোগলালসা যাইতেছে না? ভোগ্য বস্তুর উপভোগে দেহ অস্থিচর্ম্ম-সারমাত্র হইয়া পড়িল, পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল, এই কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট দেহেও আবার ভোগ বাসনা? মোহের ঘুম কি আমাদের ভাঙ্গিবে না? দৈবের উপর বিশ্বাস আনিতে পারিতেছি না, পুরুষকার প্রয়োগের শক্তিও আর নাই। তবে এ দুর্দ্দিনে, অমানিশার ঘোর অন্ধকারে, সংসারার্ণবে পড়িয়া আমার এই ক্ষুদ্র জীবন-তরিখানিকে কোন্ পথে চালাইব? একদিকে রিপুকুলের উত্তেজনা, অপর দিকে কর্ত্তব্য বুদ্ধির তাড়না, তুল্য বলাবিশিষ্ট এই উভয় আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া আমি যে জড় পদার্থবৎ নীরব, নিস্পন্দ নিশ্চল হইয়া পড়িলাম। কি করিব, কোথায় যাইব, কাহার নিকট প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিব,

কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কি জন্য জন্মলাভ করিয়াছি, এ জীবন লইয়া কি করিলাম, এ জীবনের কি পরিণাম হইবে, এই চিন্তায় যে আমি আকুল হইলাম। কোন্‌টি আমার স্বদেশ, কোন্‌টি আমার প্রবাস, মানবাত্মার কোথায় গতি, কোথায় স্থিতি, এ সমস্যা যে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রাণ এক একবার পরোপকার প্রয়াসী হয় সত্য, কিন্তু যতদিন আপন ও পর এই ভেদজ্ঞান লুপ্ত না হইতেছে ততদিন কি প্রকৃত পরোপকার সম্ভব? আমি যে পরসেবা করিতে যাইয়া নিজসেবা করিয়া বসি! পরোপকার করিতে যাইয়া যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া বেড়াই। বুঝিলাম আক্ষেপ ও রোদন করিতেই এ জীবন শেষ হইয়া যাইবে। আর প্রকৃত ক্রন্দন প্রকৃত নির্ব্বেদই বা কোথায়? প্রকৃত পাপবোধ প্রকৃত অভাব জ্ঞান, যে সুদূরপরাহত। ক্রন্দনের মধ্যেও যে মনে হয় আড়ম্বর রহিয়াছে, "লোক দেখানো" ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে। নতুবা বাস্তবিক অভাব জ্ঞান জন্মিলে, আত্মজ্ঞান লাভের কি আর বিলম্ব থাকে? এ বিড়ম্বনা আর সহে না। জীবন সত্য সত্যই ভার বোধ হইতেছে। এ ঘোর বিপদে কে প্রবুদ্ধ আছেন, কে কর্ত্তব্যপরায়ণ আছেন, অনুগ্রহ করিয়া এ হতভাগ্যকে দেখা দিউন। দেখা দিয়া এই ঘোর বিপন্ন, পথভ্রান্ত, মোহান্ধ মানবের, আর আমার সমদুর্দ্দশাগ্রস্ত অন্যান্য ভাই ভগিনীর উদ্ধার সাধন করুন। ভোগাশা কিসে নির্ব্বাণ হয়, আমাদিগকে সেই শিক্ষা দিয়া কৃতার্থ করুন। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, জরাগ্রস্ত হইয়াছি, তবু যে ভোগ লালসা ত্যাগ করিতে পারি না। আমাদের ভোগ বিলাসের দিন, সুখ সমাদরের দিন, আনন্দ উল্লাসের দিন এ জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে, তবু ত ভোগেচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে পারিতেছি না। সব ফুরাইয়া গিয়াছে, তবু ত পূর্ব্ব সুখ বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। পূর্ব্ব সুখ স্মরণ করিয়া এখনও হৃদয় বিহ্বল

হয় কেন? জীবনগ্রন্থের পূর্ব্ব পৃষ্ঠা উল্টাইয়া, হৃদয়ে অতীত সুখস্মৃতি জাগাইয়া কেন এখন পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি? কেন পুনঃ পুনঃ হা হুতাশ করি? শিশুদের অবিশ্রান্ত আনন্দ দেখিয়া কেন আবার আমাদের শিশু হইতে সাধ হয়? কেন আবার আকুল প্রাণে বলি—"Ah, happy years! once more who would not be a child?" সংসার হইতে বিদায় লইতে বসিয়াছি, ভবসমুদ্রের পরপারে যাত্রা করিতেছি, এখন প্রণয়লুব্ধ রাজা দুষ্মন্তের মত, সংসারের পানে তাকাইয়া কেন আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলি—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥" *

বুঝিলাম, ভোগের মধ্যে থাকিয়াই আমরা লালিত পালিত হইয়াছি, হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছি, ভোগ-বাসনা তাই বুঝি আমাদের কখনও যাইবে না। কিন্তু ভোগাশা থাকিতে, বিষয়-বাসনা থাকিতে ত কিছু হইবেও না। তাই বলিতেছি বিষয়মুক্ত, কামনা-রহিত, জিতেন্দ্রিয় সাধু মহাপুরুষগণ কোথায় আছেন একবার দেখা দিউন। আমরা জাগিতে ইচ্ছা করিয়াও জাগিতে পারিতেছি না, উঠিবার ইচ্ছা করিয়াও উঠিতে শক্তি পাইতেছি না, ছাড়িতে ইচ্ছা করিয়াও কিছুই ছাড়িতে পারিতেছি না। আমরা সংসার ছাড়িতে চাহি না, কিন্তু বিষয়-বাসনা ছাড়িতে চাহি, আমরা হৃদয়হীন নিশ্চেষ্টতা বা কর্ম্মশূন্যতা অবলম্বন করিতে চাহি না, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম ও

* তপোবন ত্যাগের সময় শকুন্তলাকে স্মরণ করিয়া মহারাজ দুষ্মন্ত দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

আমি শরীরকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি বটে, কিন্তু হৃদয় আমার পশ্চাতে পড়িয়া রহিতেছে। সূক্ষ্মবস্ত্র নির্ম্মিত পতাকা গ্রহণ করিয়া, যে দিক হইতে বায়ু বহিতেছে সেই দিকে অগ্রসর হইলে, ঐ পতাকা যেমন গমনকারীর বিপরীত মুখে বায়ুভরে সঞ্চালিত হইতে থাকে আমার হৃদয়ের দশাও সেইরূপ।

সপ্রেম ধর্ম্ম আচরণ করিতে চাহি। আমরা প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন করিতে চাহি না, কিন্তু অপ্রেম ও কলহ বর্জ্জন করিতে চাহি। আমরা প্রেম ও পুণ্য ত্যাগ করিতে চাহি না, কিন্তু কাম ও কলুষ বিসর্জ্জন দিতে চাহি। আমরা পরার্থ ও পরহিত ভুলিতে চাহি না, কিন্তু স্বার্থ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা বিস্মৃত হইতে চাহি। আমরা নির্গুণ, নির্ব্বিকল্প, নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ্য লাভ করিতে চাহি না, কিন্তু প্রেমময়, করুণাময় পরমেশ্বরের দাসত্ব অবলম্বন করিতে চাহি। আমরা এ জগতের প্রভু হইতে আকাঙ্ক্ষা করি না, কিন্তু বিশ্ববাসী জীবসমূহের সেবাব্রত আশ্রয় করিতে চাহি। আমাদের পাপ তাপ, অভাব অভিযোগ, আশা ভরসা সকলি প্রাণ খুলিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিলাম। দুঃখীর বন্ধু পাপীর পরিত্রাতা, তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের আর প্রচ্ছন্ন থাকিবার সময় নাই। আমাদের ন্যায় দীনহীন, পতিত মানবগণের উদ্ধারার্থে তাঁহারা অচিরে জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হউন। আর সবল, সুমিষ্ট, স্নেহময় বাক্য ও ব্যবহারে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে আমাদিগকে মানবাত্মার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিউন।

ইতিমধ্যে আমরা সর্ব্বমঙ্গলনিলয় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণিপাত করিয়া কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—

"অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽয়মিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন ॥"
"অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ অশুভং যন্ময়াকৃতং।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎসর্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাং ॥"
"স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তাস্তুতির্বচঃ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাঙ্গনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতং ॥"
"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচলাভক্তিরচ্যুতেস্তু সদাত্বয়ি ॥"

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্ ॥

নাথ! আমি ত তোমার শ্রীচরণে অহর্নিশ সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি। কিন্তু হে মধুসূদন! আমাকে তোমার ক্রীতদাস মনে করিয়া সে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।

প্রভো! আমি জ্ঞান বা অজ্ঞানে যে কিছু অপকর্ম্ম করিয়াছি দয়া করিয়া সে সকল ক্ষমা কর। আর এই দীনকে তোমার দাস বলিয়া গ্রহণ কর।

আমার পৃথিবীতে অবস্থান, দেব ও মনুষ্যাদির সেবা, স্বদেশে গমনাগমন, বিদেশ যাত্রা, শাস্ত্রাদি স্মরণ, বিষয়াদি চিন্তা, দেবতাদের স্তুতি, এবং সকল প্রকার বাক্য কথন যেন কেবল তোমারই নিমিত্ত এবং তোমাকে উদ্দেশ করিয়াই নিষ্পন্ন হয়।

হে নাথ! তোমার ইচ্ছায় আমার জীবাত্মা যদ্যপি সহস্র যোনি পরিভ্রমণ করে তথাপি হে হরি! যেন সেই সকল যোনিতে আমার ভক্তি কখন তোমা হইতে বিচলিত না হয়।

হে গোবিন্দ! তুমি ত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছ—"আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হইবে না"—তাই নাথ! তোমার অভয় বাণীতে বুক বাঁধিয়া প্রাণধারণ করিয়া রহিলাম।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নাম

(পরিব্রাজক শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবা লিখিত।)

কৃষ্ণ নাম রসধাম অমৃতের সিন্ধু রে।
কৃষ্ণ নাম দীনহীন কাঙ্গালের বন্ধু রে ॥
কৃষ্ণ নামে করে নরে পরম পবিত্র।
কৃষ্ণ প্রেমে সমুজ্জ্বল মানব চরিত্র ॥
কৃষ্ণ নামাশ্রয়ে দূর হয় মায়া ভ্রান্তি।
কৃষ্ণ নামে উপজয়ে অবিরাম শান্তি ॥
কৃষ্ণ নাম নিলে জন্মে সুনির্গুণ ভক্তি।
কৃষ্ণ নামে ভবের বন্ধনে পায় মুক্তি ॥
কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্ব যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।
কৃষ্ণ নাম যার মুখে সে বটে গরিষ্ঠ ॥
কৃষ্ণ নামে বিরাজে সকল মহাতীর্থ।
কৃষ্ণ নাম পরম চরম পুরুষার্থ ॥
কৃষ্ণ নাম ইহ পরকালের সম্বল।
কৃষ্ণ নাম দান করে পরম মঙ্গল ॥
কৃষ্ণ নাম-জপে ঘটে থির চিত্ত শুদ্ধি।
কৃষ্ণ নাম যার মুখে তার থির বুদ্ধি ॥
কৃষ্ণ নাম হুতাশনে পাপ তাপ দহে।
কৃষ্ণ নামে তাপত্রয়ে মুক্ত সদা রহে ॥
বিপদে সম্পদে যবে যে ভাবেই থাক।
ভুলুয়া "হা কৃষ্ণ" বলি সর্ব্বদাই ডাক ॥

বেদান্তের বেদ্য ও আত্ম-পরতত্ত্ব

(পরিব্রাজক—শ্রীমদ্দাশ গোবিন্দ ভক্তিসরোজ।)

[ব্রজরাজপুর—গদাধর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক]

——:*:——

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপাস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণো যঃ ইহ ভগবান স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

যদদ্বৈতঃ মিত্যাদি। উপনিষদি বেদশীর্ষকে যৎ অদ্বৈতং ব্রহ্মনিরূপিত-মস্তীতি শেষঃ। তৎ অস্য চৈতন্য কৃষ্ণস্য তনুভা তনোর্দ্দেহস্য কান্তিঃ। যোগশাস্ত্রে য আত্মা পরমাত্মা অন্তর্যামী প্রকৃত্যাদি নিয়ামকঃ পুরুষ কারণার্ণবশায়ী; সোঽস্য অংশ বিভবঃ ঐশ্বর্য্যরূপঃ। ষড়ভিরৈশ্বর্য্যৈর্বিশিষ্টঃ যো পূর্ণো ভগবান্ স স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এব। অতএব, ইহ জগতি কৃষ্ণ চৈতন্যাৎ পরং অন্যৎ পরতত্ত্বং ন॥

অদ্বৈতবাদীগণ (শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ) উপনিষদে অদ্বৈত (দ্বৈতরহিত) ব্রহ্ম বলিয়া যাহাকে বর্ণন করেন তিনিও এই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, যোগশাস্ত্রে যিনি অন্তর্যামী পুরুষরূপী প্রকৃতির নিয়ামক কারণার্ণবশায়ী পরমাত্মা তিনি ইহার অংশ স্বরূপ ঐশ্বর্য্যশালী। ভক্তি-যোগে যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য দ্বারা পূর্ণ শ্রীভগবান, সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, অতএব ইহ জগতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অপেক্ষা পরতত্ত্ব নাই।

এক্ষণে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, এই ত্রিবিধ তত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজন

হইয়াছে ; ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তনুর আভা বা তাঁহার অঙ্গ কান্তি হইলেন কিরূপে ? এবং পরমাত্মাকে তাঁহার অংশ বলা যায় কেমন করিয়া ?

কৃষ্ণ সূর্য্য সম (চৈঃ চঃ) ব্রহ্ম তাহার রশ্মি বা জ্যোতি স্বরূপ। অদ্বৈতবাদিগণ তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় বা জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন পরন্তু তিনি নিরাকার বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন ; ইহা দ্বারাই ভক্তযোগী তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি বলিয়া প্রমাণিত করিতেছেন।

জ্যোতি বা রশ্মি আপনা আপনি হয় না,—অবশ্যই কাহারও তনুর আভা বা অঙ্গকান্তি হইবে , পরন্তু নিরাকার নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় হইতে পারে না—জ্যোতিরভ্যন্তরে নিশ্চয়ই কোন সাকার মূর্ত্তি থাকিবে। নতুবা নিরাকারের জ্যোতি কৈ ? ইহা সত্যসত্যই সূর্য্য আর সূর্য্যের রশ্মির মত !

সূর্য্য নিত্য, (উদয়াস্ত রহিত) সাকার বিশেষ। আর সূর্য্যের রশ্মি অনিত্য। (সূর্য্যের উদয়েই তাহার অস্তিত্ব—অনুদয়ে তাহা বিলুপ্ত) ইহা নিরাকার নির্ব্বিশেষ।

"কৃষ্ণ শব্দ—কৃষি ধাতু "ণ" প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হয়। কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ। আর "ণ" অর্থে আনন্দ।"

সূর্য্য যেমন নিজের আকর্ষণি শক্তি দ্বারা ইহলোক ছাড়া এক স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থান করিয়া কিরণদানে জগজ্জনকে আনন্দিত করেন, কৃষ্ণও তেমনি নিজের আকর্ষণি শক্তি দ্বারা ইহলোক ছাড়া এক স্বতন্ত্র গোলোকে বা বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া চেতনালোকে আকৃষ্ট মুমুক্ষুদিগকে পরম শান্তি-রূপ মোক্ষ প্রদানে পরমানন্দ দান করেন। তাই ভক্তযোগী বলিতেছেন —কৃষ্ণ সূর্য্য সম—ব্রহ্ম তাঁহার রশ্মি বা জ্যোতি স্বরূপ। "পরমাত্মা তাঁহার অংশ। ইহা যেন ঘরের ভিতরের সূর্য্যালোকের মত।"

সূর্য্যের রশ্মি বিশ্বব্যাপক। সূর্য্যের উদয়ে উহা সর্ব্বত্রই প্রতিফলিত

হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও ঘরের ভিতরে তাহা প্রবেশ করে না। দরজা জানালা দ্বারা (তিমির নাশক) সূর্য্যালোকের একটা আংশিক আলোক পড়ে মাত্র। তাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর ;—অনুভবজ্ঞেয় বা অনুমেয়।

তেমনি আমাদের এই দেহরূপ গৃহে স্বয়ং ভগবান অবস্থান করেন না (তাহা হইলে জীবের মৃত্যু হইত না) দেহাভ্যন্তরে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি বা জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মেরও বিকাশ হয় না। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ প্রভৃতি দরজা জানালা দ্বারা আংশিকরূপে চিৎ শক্তির একটা অনুভূতি হয় মাত্র। তাহা গুণাতীতের একটি গুণের বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। উহা শুদ্ধ সত্ত্ব বা পরমাত্মা। সেই পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। ইহা কেহ দেখিতে পায় না ও ধরিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা অনুভবের জিনিষ। এই আত্মার তথ্যানুসন্ধান করিতে হইলে অগ্রে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির প্রয়োজন।

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং
আশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥"

কোন অসাধারণ ব্যক্তি আশ্চর্য্যবৎ ইহাকে দেখিতে পায়, আবার কেহ বা আশ্চর্য্যের ন্যায় ইহার কথা কহিয়া থাকে। কোন ভাগ্যবান্ মানব আশ্চর্য্যের ন্যায় ইহার কথা শুনিয়া থাকে : কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই আত্মতত্ত্বকে দেখিয়া, বলিয়া বা শুনিয়াও কেহ ইহাকে প্রকৃত স্বরূপে জানিতে সমর্থ হয় না।

"কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা না জানিলে জীবের কৈছে হিত হয় ॥"

আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র। আমি ব্রহ্মচারী, আমি গার্হস্থ, আমি বাণপ্রস্থাবলম্বী, আমি ভিক্ষু, আমি যোগী, আমি ন্যাসী, আমি কর্মি, আমি জ্ঞানী। আমি প্রভু বা দাস, আমি সখা বা সখ্য, আমি পিতা বা পুত্র, আমি পতি বা পত্নী। বলিয়া আমরা তো হৈ বৈ চৈ চৈ করিয়া বেড়াই। কিন্তু কাকর কি 'আমার' মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার হইয়াছে ?"

আমার চক্ষু, আমার কর্ণ, (স্ত্রী, পুত্র, গৃহ—পরিবার এখন দূরে থাকুক) আমার হস্ত, পদ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবই দেখিতেছি কিন্তু আমি কোনটী ?

আমিতো চক্ষু নহি,—আমার চক্ষু। আমি কর্ণও নহি—আমার কর্ণ। আমি হস্ত, পদ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গও নহি—আমার হস্ত, আমার পদ, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তবে আমি কে ? এবং কোনটী ? শতকরা নিরানব্বুই জনা বোধহয় ইহাতে নিরুত্তর হইবেন।

এমনি—এমনি অপরের মুখ দেখা যায় কিন্তু নিজের মুখ দেখিতে হইলে একটি দর্পণের প্রয়োজন হয়। নচেৎ নিজে কেহ নিজেকে দেখিতে পায় না। এখানে চিত্ত দর্পণের প্রয়োজন। চিৎ কন জীব চিত্ত স্থির করিয়া একটু চিন্তা করিয়া দেখ—"আমার আমার করা জীবের পালগামি কেবল ॥" আমার ধন, আমার নিজজন, আমার গৃহ-পরিবার এসকল তো আমি বহু পূর্ব্বেই দূরে রাখিয়াছি, আমার এই দেহটীও আমার নয়।

আমার প্রাণ বায়ু আমাকে ছাড়িয়া গেলে আমার এই দেহটী এক চিতাকে আশ্রয় করিবে। আমার চক্ষু থাকিতেও আমি দেখিতে পাইব না। কর্ণ থাকিতেও আর শুনিতে পাইব না। মুখ থাকিতেও কথা কহিতে পারিব না। হস্ত, পদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকিতেও তাহা সঞ্চালন করিতে পারিব না। তবে আমি কে এবং কার ? কার সঙ্গেই বা আমার

কি সম্বন্ধ ? আমি কি আমার ধন-জন, বিষয়-বৈভবের, না চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ? না কাহারই নই—কাহারই সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি প্রাণ বায়ুর—প্রাণের সঙ্গেই আমার নিত্য সম্বন্ধ।

সধবা স্ত্রীলোক যেমন তাহার স্বামীর ধনে ধনী হইয়া তাঁহার সমস্তটাকেই আমার আমার বলিয়া গৌরবান্বিত হয়েন কিন্তু বিধবা হইলে সে ধনে যেমন অধিকার থাকে না, বরং তাহার পুত্র, কন্যা বা পুত্রবধূর হয়। তাহার আর তাহাতে কোন স্বত্ব থাকে না—সে আর কোনটীকেই আমার বলিতে পারে না।

আমার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। আমার সম্বন্ধ কেবল প্রাণেরই সঙ্গে আমি কেবল তাহারই গরবে গরবিনী হইয়া তাহারই ধন, জন, বিষয়—বৈভব ও চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বকাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আমার বলিয়া গৌরবান্বিত হই। কিন্তু সে আমাকে ছাড়িয়া গেলে তাহার কোনটীতেই আর আমার অধিকার থাকে না। আমি তখন সর্ব্বস্ব হারাইয়া চিতানলে দগ্ধ হই।

এক্ষণে আস্তিক—নাস্তিক সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাণের সঙ্গেই আমার নিত্য সম্বন্ধ। আর সব অনিত্য সূত্রে আবদ্ধ। সিদ্ধান্তস্থলে বলিতে হইবে যে, সে প্রাণ, আমি প্রাণী ; সে যতক্ষণ আমার দেহরূপ গৃহে থাকে (যাতায়াত করে) ততক্ষণ আমি সচেতন থাকি (চেতন সহ আমি থাকি) কিন্তু সে দেহ গেহ পরিত্যাগ করিলেই আমি অচেতনে চিতানলে দগ্ধ হই। সুতরাং সেই প্রাণ আমার চেতন (সে চেতন পদার্থ) আমি চেতনা। প্রাণ "বিষ্ণু" (ব্রহ্মসূত্রম্) সে বিষ্ণু ! আমি বৈষ্ণব ; সে আত্মা, আমি আত্ম, (প্রিয়), সে জীবন, আমি

জীব। সে পরঃ (শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর, পুরুষ বা পরম পুরুষ) আমি (শ্রেষ্ঠা, ঈশ্বরী, প্রকৃতি বা পরা প্রকৃতি) আমার উপাস্য পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য !

সূর্য্যকে উপলক্ষ্য করিয়া (ইতঃপূর্ব্বে) কৃষ্ণ তত্ত্বের সমালোচনা করিয়াছি। সূর্য্যই আমাদের উপাস্য। তদ্ভিন্ন সূর্য্যের রশ্মি বা গৃহাভ্যন্তরের সূর্য্যালোক আমাদের উপাস্য নহে ; কারণ সূর্য্য উদয় বা অস্তের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের প্রকটাপ্রকট। তবে তাহাদের অস্তিত্ব কোথায় ? সূর্য্যই তাহাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। কৃষ্ণ তত্ত্বও তাই—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণম্॥
ব্রহ্ম, অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেমন চর্ম্ম চক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যিহো তিহোঁ কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার হয়েন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংশ॥ (চৈঃ চঃ)।

ক শব্দ ব্রহ্মবাচক, 'ঋ'কার অনন্তবাচক "মূর্দ্ধন্য ষ" শিববাচক, 'ণ'কার ধর্ম্মবাচক, অকার শ্বেতদ্বীপ নিবাসী বিষ্ণুবাচক, বিসর্গ নারায়ণ বাচক, কৃষ্ণঃ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তে) সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাধার। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ ব্রহ্ম ও আত্মাকে ডুবাইতে পারেন আবার ইচ্ছা করিলেই স্ব স্বরূপে উঠাইতে পারেন (প্রকাশ করিতে পারেন) বস্তুতঃ তিনিই সর্ব্বে সর্ব্বা—হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ও পরমোপাস্য। তদ্ভিন্ন ব্রহ্ম ও আত্মা আমাদের উপাস্য নহেন—উপাসনা দ্বারা প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা নাই। যেহেতু তাঁহারা কৃষ্ণের অধীন ও কৃষ্ণে আকৃষ্ট। (স্বপ্রকাশ নহেন) কিন্তু কৃষ্ণ স্বপ্রকাশ (সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাবরূপে)। তিনি স্বেচ্ছায় আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহাকে পাইবার নিমিত্তই আমাদের সকলের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

উহারই অন্যতম নাম শ্রীচৈতন্য! তিনিই বেদান্তের বেদ্য ও এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই আমার উদ্ধৃত শ্লোকের সমাধান করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি জীব স্বরূপা চেতনাময়ী পরাপ্রকৃতি। তিনি (প্রাণ পতি) শুদ্ধ সত্বঃ চেতনাময় পরম পুরুষ। বায়ুরূপে আমার অন্তর বাহিরে যাতায়াত করিতেছেন। তিনি যখন আমার দেহাভ্যন্তরে তখন চৈত্ত গুরুরূপে পরমাত্মা। আর যখন আমার দেহ-গেহের বাহিরে তখন "অব্যক্তম্ (নির্ব্বিশেষম্) অক্ষরং (ব্রহ্ম)।

এক চেতন পদার্থই দ্বিধারূপে ব্রহ্ম ও আত্মা নামে অভিহিত! ইহা দেহাভিমানী জনগণকেও স্বীকার করিতে হইবে? যিনি প্রত্যক্ষদর্শী তাহারও এই দার্শনিক উপায় অবলম্বন করা যে বাঞ্ছনীয়, সে বিষয় বিবেচনা করিবেন।

চেতন (ব্রহ্মও আত্মা) নিরাকার নির্ব্বিশেষ। চৈতন্যের দ্বারা ইহাদের গুণ ও বিশেষত্বঃ প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং বিশেষ্য বিশেষণের দ্বারা চৈতন্যই কৃষ্ণের প্রকাশ মূর্ত্তি বলিয়া প্রমাণিত হইবে। "যঃ কৃষ্ণঃ স শচীসুতঃ॥" সাকারও সবিশেষে অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর।

সিদ্ধান্ত হইল আমি চেতনা! আমার প্রাণপতি (ব্রহ্ম ও আত্মা) চেতন। আমার প্রাণবল্লভ বা প্রাণের বল্লভ (ব্রহ্ম ও আত্মার স্বামী ও সাধ্য) চৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

অদ্বৈত-দ্বৈত ভেদাদ্ বিরহিত পুরুষং শ্যামমূর্ত্তিং সিতাঙ্গং
নির্দ্বন্দ্বং নির্ব্বিকল্পং বিগুণ গুণ বপুমায়িকং শূন্য মায়ম্।
বিস্পষ্ট সৃষ্টিরূপং প্রহরণ সুবিধো দেহ ভেদং গতং তং
নৌমি শ্রীরাধিকাং ব্রজজন সহিতং শ্রীশচীনন্দং বৈঃ॥

এই তত্ত্বই সর্ব্বসাধারণের সহজে বোধগম্য হইবে এবং সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার নিমিত্তই ভক্তযোগী লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

সর্ব্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তাঁহার তনুর আভা বা অঙ্গকান্তি "ব্রহ্ম ও আত্মা" চেতন পদার্থ! আর আমি চেতনা! এইটাই হইল পাকা আমি। কাঁচা আমিতে—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুদ্, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি দেহাভিমানী নানান্ উপাধিধারী।

এসম্বন্ধে পদ্ম পুরাণ বলেন—পদ্ম আর শালুক দুইটী একই সরোবরে প্রস্ফুটিত হয় দেখিতেও ঠিক একই রকমের। অথচ একটি মধুতে ভরপুর, অন্যটী সে রসে বঞ্চিত। তাহার কারণ পদ্ম দিবাভাগে প্রস্ফুটিত হয়, তখন সূর্য্যের কিরণে চন্দ্রের সুধাক্ষরিত হইয়া পদ্মের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে। আর শালুক রাত্রিকালে প্রস্ফুটিত হয় তখন সূর্য্যের কিরণের অভাবে চন্দ্রের সুধাক্ষরিত না হওয়ায় শালুক সে রসে বঞ্চিত হইয়াছে।

আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন প্রাণ যতক্ষণ আমার দেহরূপ গৃহে যাতায়াত করেন ততক্ষণ আমি সচেতনে থাকি, কিন্তু সে যখন আমার দেহ-গৃহ পরিত্যাগ করে তখন অচেতনে পড়িয়া রই! অতএব দেহ আর প্রাণ এই দুইটিকেই ভালবাসিতে হইবে, সেই বিবেকী চেতনা লোকের সাহায্যে দেহের ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ভক্তি সর্বোত্তমরূপে প্রকাশিত হইয়া ভাগবতামৃতে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারেন না। তাহারা কেবল দেহেরই রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত নানান্ ফন্দি করিয়া বন্দি হইতেছে। বস্তুতঃ আমি দেহও নহি আর প্রাণও নহি! আমার দেহ—আমার প্রাণ। আমি প্রাণী বা চেতনা। প্রকৃতি আর প্রাণ আমার পতি বা চেতন পদার্থ। তাঁহার ও আমার উভয়েরই উপাস্য চৈতন্য। ইহাই বেদান্তের বেদ্য ও আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞিত আত্মীয় স্বজনের অভিপ্রেত! ভক্তি-পাঠক ভাইগণ—

ভজ চৈতন্য কহ চৈতন্য লহ চৈতন্যের নামরে।
যে জনা চৈতন্য ভজে সেই আমার প্রাণরে॥

শ্রীশ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাট।

করুণাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ এবং দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীশ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাট যে, নদীয়া জেলার পালপাড়া গ্রামে অবস্থিত তাহা সর্ব্বজন বিদিত। এই পাট বাড়ীতে ৺ শ্রীশ্রী মহেশ পণ্ডিতের স্বহস্ত প্রতিষ্ঠিত ও সেবিত শ্রীশ্রী গৌরনিতাই, শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ ও কয়েকটী শাল গ্রাম শীলা অদ্যাপিও বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসর হইতে এই পাটবাটির অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে, উহাকে রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে। যাহাতে এই অবস্থার উন্নতি হয় তজ্জন্য আমরা যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেছি। এতদবস্থায় কলিকাতার বাগবাজারস্থিত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষগণ এই শ্রীপাটের বিরুদ্ধাচরণ করায় ইহার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। তাঁহারা উক্ত গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী কাঁটালপুলি নামক গ্রামে জনৈক ডাক্তার কর্ত্তৃক আনীত অন্য শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ বিগ্রহের সেবার ভার গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানটীকে মহেশ পণ্ডিতের পাট বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কোন্ সাহসে তাঁহারা এবম্বিধ অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা জানি না, সম্ভবতঃ তাঁহারা কোনরূপ স্বার্থ প্রণোদিত হইয়াই এই পুণ্য ভূমির উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; কেন না, যে স্থানটীকে তাঁহারা মহেশ পণ্ডিতের পাট বলিয়া প্রচার করিতেছেন সেখানে পণ্ডিত ঠাকুরের স্বহস্ত প্রতিষ্ঠিত ও সেবিত কোনও বিগ্রহ নাই, সে সকল বিগ্রহ আজ পর্য্যন্তও শ্রীপাট পালপাড়া গ্রামেই বিরাজ করিতেছেন।

পরিশেষে বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, কোন কোন পঞ্জিকাকার গত ৩।৪ বৎসর হইতে তাঁহাদের পঞ্জিকায় পালপাড়া গ্রামের পরিবর্ত্তে কাঁটালপুলি গ্রামকে মহেশ পণ্ডিতের পাট বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। কোন্ যুক্তি বা প্রমাণের বলে তাঁহারা এই রূপ করিতেছেন তাহা আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব। যাহা সত্য তাহাই প্রতিষ্ঠিত হউক। ধর্ম্ম বিষয়ে অন্যায় জিদের বশবর্ত্তী হইয়া অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। আমরা পঞ্জিকাকারগণের ও জনসাধারণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

আমাদিগের কাতর প্রার্থনা,—যেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এবিষয়ে অবহিত হইয়া প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক যাহাতে পঞ্জিকাকারগণের ভ্রম নিরাকৃত হয় ও শ্রীশ্রী নিতাই গৌরাঙ্গ দেবের পার্ষদ ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় সে বিষয়ে যত্নশীল হয়েন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীমতি লাল রায়।

আটিসারায় বৈষ্ণব সম্মেলন।

যাঁহারা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীপাট শান্তিপুর হইতে পুরীধাম গমনকালে ছত্রভোগে পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক রাত্রি গঙ্গাতীরবর্ত্তী আটিসারা গ্রামে শ্রীল অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে কৃপাপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্ত্যখণ্ড ২য় অধ্যায়ে,—

"সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম ॥
রহিলেন আসি' প্রভু তাঁহার আলয়।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয় ॥
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর ॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জা করিতে লাগিলা ॥
সর্ব্বগণ সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ধর্ম্ম করাইল শিক্ষা ॥
সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে বঙ্গে ॥
শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি 'হরি হরি' ॥
এই মত প্রভু জাহ্নবীর কুলে কুলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহা কুতূহলে ॥

বর্ত্তমানে এই শ্রীপাটের উদ্ধার সাধন হইয়াছে। 'শ্রীগৌরাঙ্গসেবক' পত্রিকার ১৩৩৪ শ্রাবণ সংখ্যায় এবং 'শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী' পত্রিকার ১৩৩৫ কার্ত্তিক—সংখ্যায় এই শ্রীপাটের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সুন্দরবনের ইতিবৃত্ত লেখক শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় এই শ্রীপাটের বিবরণ সংগ্রহপূর্ব্বক 'ভারতবর্ষে' প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছেন, শুনিয়াছি।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুণী মধুকৃষ্ণা দ্বাদশীর রাত্রে, অর্থাৎ মহাবারুণীর পূর্ব্বদিন রাত্রে এই ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার

স্মৃতিস্বরূপ অদ্যাপি এই ক্ষেত্রে মহাবারুণীর দিন একটি মেলা বসে। বর্ত্তমান বর্ষে ২০শে চৈত্র (ইংরাজী ২রা এপ্রেল) শনিবার দিন উক্ত তিথির সমাগম হইয়াছে। পরদিন রবিবার বারুণীর মেলা।

স্থানটী জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর (কলিকাতা হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণে) রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী বাজারের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, বর্ত্তমানে 'মহাপ্রভুর বাটী' বলিয়া পরিচিত। রেল ষ্টেশন হইতে বরাবর পাকা রাস্তা আছে, গাড়ীও পাওয়া যায়।

ঠাকুর বাটীতে মনুষ্য প্রমাণ শ্রীমূর্ত্তি অতি প্রাচীন ও মনোরম শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহ ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহও আছেন। সম্প্রতি অনেক ভক্তের চেষ্টায় বিগ্রহগণের অঙ্গরাগ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বতন সেবায়েতগণের দারিদ্র্যহেতু সুপ্রসিদ্ধ নামপ্রচারক শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের হস্তে বর্ত্তমানে ঠাকুর বাড়ীর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে কোন দেবোত্তর সম্পত্তি না থাকা হেতু সর্ব্বত্যাগী ভিখারী প্রভুদ্বয়ের সেবা, যাহা প্রথমেই ভিক্ষারূপে আরম্ভ হইয়া ছিল এখনও সেইরূপ সাধারণের মধ্য হইতে ভিক্ষা সংগ্রহপূর্ব্বক দীনভাবে সম্পাদিত হইতেছে। বলা বাহুল্য এ অবস্থাতেও *দেবদর্শনের জন্য কোনও প্রকার বাধ্যতামূলক* ভেটপ্রথা এখানে প্রচলিত নাই।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব মহাজনগণ কি বাঙ্গলাত্যাগোদ্যত পুরীগামী প্রভুদ্বয়ের প্রতি এখনও বিমুখ হইয়া থাকিবেন ? ভিক্ষুকের বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এখনও কি তাঁহারা রাজরাজেশ্বর হইয়াও ভিক্ষুকই থাকিবেন ? বর্ত্তমানে ঠাকুরের ভোগের ঘরের পর্য্যন্ত অভাব, সেবায়েতের থাকিবার স্থানের কথা ত বহু দূরে। কিন্তু কে বা কাহারা এই সকল অভাবের কথা চিন্তা করিবেন ? আমরা এবার এইজন্ত গৌড়ীয়

বৈষ্ণব সমাজকে এই ক্ষেত্রে উক্ত মধুকৃষ্ণা দ্বাদশীতে ২০শে চৈত্র তারিখে সমবেত হইতে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা আসুন, এবং শ্রীপাটের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করুন। যাঁহারা আসিবেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিশ্রামের উপযোগী শয্যাদি সঙ্গে আনিবেন, এবং কবে কখন উপস্থিত হইবেন, পত্র দ্বারা স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়কে জানাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীযুক্ত অতুল বাবুই বর্ত্তমানে বাবাজী মহাশয়ের পক্ষ হইতে শ্রীপাটের ব্যবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সকল প্রকার সাহায্যও তাঁহারই নিকট প্রেরিতব্য।

এই অবৈষ্ণব পরিবেষ্টিত ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর এতকাল এই ভাবে অবস্থান বাস্তবিকই একটি ভাবিবার জিনিস। ইহাও শ্রীপাটের প্রভাবের একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। এতৎ প্রসঙ্গে আমরা পঞ্জিকাকারগণকেও প্রতিবৎসর বৈষ্ণবোৎসব তালিকার মধ্যে শ্রীপাটের উল্লেখ সহ তিথিটি সন্নিবিষ্ট করিতে অনুরোধ করি। ইতি—

কতিপয় সেবক।

নিবেদন

(শ্রীযুক্ত অনাথ বন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন।)

হে বিভু! অনাথ আমি কিদিয়ে তুষিব,
যা নাই তোমার ঠাঁই তাই আমি দিব।
রত্নাকর গৃহ তব লক্ষ্মী যে গৃহিনী,
কি ধনে তুষিব, তুষ্ট হবে অন্তর্য্যামী।
গোপাঙ্গনাগণ তব হরিয়াছে মন,
দিব আমি যদুপতি কবহ গ্রহণ॥

শ্যাম বিরহে শ্রীরাধা

(শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

পূর্ব্বস্মৃতি

(১)

সখি।

এই সেই নীপ মূলে,
শ্যামের বাঁশরী, উঠিত ফুকারি,
রাধে রাধে রাধে বলে'।

(২)

এই নিরজন পথে,
সহসা আসিয়া, ঈষৎ হাঁসিয়া,
পথে নাহি দিত যেতে।

(৩)

এই যমুনার কুলে,
আসিতে যাইতে, বঁধুর সহিতে,
দেখা হ'ত কত ছলে।

৪

এই তমাল তলায়,
কি বরষা শীতে, নিদাঘে নিশীথে,
দেখা দিত শ্যামরায়।

(৫)

এই সে ব্রজের পথ,
বঁধু গোঠে যেত, চকিতে চাহিত,
জানাইত মনোরথ।

(৬)

এই সে মাধবী তলা,
বঁধুর সহিতে, নিরালা নিভৃতে,
কেটে যেত কত বেলা।

(৭)

এই সে ব্রজের ধূলি,
শ্যাম পদরেণু- লয়ে মাখি তনু,
রাখিতাম শিরে তুলি।

(৮)

এই কুঞ্জ-বন মাঝে,
আমার লাগিয়া, পরাণ বঁধুয়া,
সাজিত কুসুম সাজে।

(৯)

এই নিবিড় কাননে
কত দিন হায়, ডাকিত আমায়,
মধুর মুরলী তানে।

আক্ষেপ—

(১০)

শুনে বাঁশীরবে,　　ধাইতাম যবে
বঁধুর মিলন আশে,
ধরি দুটী করে,　　সোহাগে আদরে
বসাত আপন পাশে।

(১১)

আবেগের ভরে,　　ধরি হৃদি পরে
আমার বদন খানি।
ভাসাইত মোরে,　　প্রেমের পাথারে
ঘন ঘন মুখ চুমি।

(১২)

কভু গাঁথি মালা,　　থাকিত একেলা
বসিয়া আমার তরে।
আইলে অমনি,　　পরায়ে তখনি
হেরিত নয়ন ভ'রে।

(১৩)

হায় সে সকলি,　　গিয়াছে গো চলি,
আজিকে তাহার সনে।
আজি এ গোকুলে,　　ভাসি যে অকূলে
পরাণ বঁধুয়া বিনে।

নিবৃত্তি

(শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।)

"ওগো, তোমার ঐ ভুবনমোহন ছেলেটি, তোমার ঐ কুল প্রদীপ জ্যেষ্ঠ ছেলেটি—যার অনিন্দসুন্দর রূপ ও আকর্ষণীয় আচরণে মুগ্ধ হ'য়েছি,—তারেই আমি চাহি। ভদ্র! কঠিন ভিক্ষা; অতিথির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর।"

এক অতিথি সন্ন্যাসী একচক্রাবাসী হাড়াইওঝার গৃহে ১৪০৭ শকে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। গৃহপতির অতিথি সেবাপরায়ণতায় সন্ন্যাসী পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বার বৎসরের ছেলেও সাধু অতিথির প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। তাহাতেই যাওয়ার পূর্ব্বক্ষণে সন্ন্যাসী ছেলেটিকে চাহিয়া বসিলেন।

হায় হায়! এখন উপায়? নিত্যানন্দই যে মা বাপের নয়নের মণি, অন্ধের যষ্ঠি। হাড়াইওঝা কি করিবেন? তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল, বসিয়া পড়িলেন ও কৃষ্ণ স্মরণ করিতে লাগিলেন।

"এ-ধর্ম্ম শঙ্কটে কৃষ্ণ! রক্ষা কর মোরে"—(ভক্তিরত্নাকর)

কিছুদূর হইতে পতির এ অবস্থা দেখিয়া পত্নীর আর কথা সরিল না। কিন্তু যখন তিনি অতিথির প্রার্থনার কথা শুনিলেন, মাথায় যেন তখন তাঁহার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু কি হইবে? পত্নী সহধর্ম্মিনী, গৃহস্থ পতির আতিথ্য-ধর্ম্ম ত্রুটী হইতে দিতে পারেন না; পতির অভিপ্রায়ে দ্বিমত করিতে পারেন না। নিতাইর পিতামাতার ধর্ম্মপ্রাণতা জগত

দেখিল; সন্ন্যাসী পুত্র পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ একচক্রা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

হাড়াই আর পদ্মাবতী পরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু ধৈরজ ধরিয়া রহিবেন কতক্ষণ? যাহাকে লইয়া নিত্য তাঁদের আনন্দ, সেই নিত্যানন্দে বঞ্চিত হইয়া, আকাশে শূন্য দৃষ্টি করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই যে আকুল শূন্য দৃষ্টি, তাহা আর স্বাভাবিক হইল না। তেমনতর নরনারী সংসার চাহে না, তাই সংসার তাঁহাদের ছাটিয়া ফেলিয়া দিল! তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁহারা এলোক ছাড়িয়া ওলোকে —গোলোকে চলিয়া গেলেন! একচক্রায় যে আগুন জ্বলিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইল না, দহিয়া দহিয়া একচক্রাকে ভস্মীভূত করিল।

এ সন্ন্যাসী কে? যে সন্ন্যাসী তীর্থ ভ্রমণের সঙ্গী করিয়া নিত্যানন্দকে লইয়া গিয়াছিলেন? প্রথমেই তিনি বক্রেশ্বর তীর্থে উপনীত হন; তারপরে কোথায় গেলেন, জানা যায় না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত হইয়াছে:—

"প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথে চলি গেলা একেশ্বর॥"

ভক্তিরত্নাকর বলেন:—

"প্রভু অনুগ্রহ প্রকাশিয়া সর্ব্বজনে।
চলে একেশ্বর মহা গজেন্দ্র গমনে॥"

এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিট্‌ঠলনাথ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। এই স্থানে ন্যাসীকুল-গৌরব অতি প্রাচীন লক্ষ্মীপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধ ন্যাসীর ভক্তিনেত্র চিনিয়া লইল যে, এ বালক সাক্ষাৎ বলদেব। তাই নিতাইর ইচ্ছায় তিনি তাঁহাকে দীক্ষা মন্ত্র দিলেন।

"সেই দিন নিত্যানন্দে দীক্ষামন্ত্র দিল।" (ভক্তিরত্নাকর)

জরাতুর ন্যাসীর সংসারের কাজ ফুরাইল, আর তখন—

"অকস্মাৎ লক্ষ্মীপতি হৈলা সঙ্গোপন।" (ঐ)

নিত্যানন্দ তৎপূর্ব্বেই তথা হইতে তীর্থান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রতীচী তীর্থের সমীপে উপস্থিত হইলে, দৈবে শিষ্য মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত দেখা হইল।

মাধবেন্দ্র ভক্তি-কল্পলতার আদি অঙ্কুর, তদানীন্তন ভক্তি যাজক সকলেই ইহাঁর কাছে কৃষ্ণ-দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মাধবেন্দ্র ও নিত্যানন্দ, উভয়ে উভয়কে পাইয়া প্রেমে ভাসিলেন। প্রাগুক্ত লক্ষ্মীপতি ছিলেন মাধবেন্দ্রের গুরু। কাজেই মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দকে পাইয়া বলিলেন :—

"জানিনু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥ চৈঃ ভাঃ।

কিন্তু মাধবেন্দ্রের প্রতি নিত্যানন্দের সতত গুরু বুদ্ধি থাকিত; যথা—

"মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥" (ঐ)

কিন্তু কে তিনি—যিনি নিত্যানন্দকে লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন? তৎকালে লক্ষ্মীপতি, তাঁহার শিষ্য মাধবেন্দ্র ও তৎশিষ্য ঈশ্বরপুরী, এই তিন জন সন্ন্যাসীরই ছিল ভক্তি-ধর্ম্মে অত্যন্তানুরক্তি। সন্ন্যাসী হইলেই তখন মায়াবাদী ও বৈদান্তিক হইতেন। শিষ্যানুক্রমে মাত্র ইহাঁরা ভক্তি-ধর্ম্ম যাজন করিতেন।

সেই তীর্থগামী সন্ন্যাসী পরম ভক্ত ছিলেন, ইহা সহজানুমেয়। তবে তিনি কে? তিনি কি লক্ষ্মীপতি, না মাধবেন্দ্র, না ঈশ্বরপুরী? এই ত্রিরত্ন ব্যতীত তখন অন্যত্র ভক্তিরত্ন ছিল না। ভ্রমণ পথে নিতাইয়ের

লক্ষ্মীপতির সহিত সাক্ষাৎ, ভ্রমণ পথেই তাঁহার মাধবেন্দ্র-সম্ভাষণ, তবে কি ঈশ্বরপুরীই তিনি, যিনি তাঁহাকে গৃহের বাহির করেন?

এ স্থানে প্রেমবিলাস বলিতেছেন :—

"একচাকা গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
বিহার করেন সদা আনন্দ হিয়ায়॥
জনৈক সন্ন্যাসী স্বপ্ন করয়ে দর্শন।
বলদেব আসি তাঁকে কহয়ে বচন।
আমি হাড়াওঝা পুত্র ওহে ন্যাসীবরে।
নিত্যানন্দ নাম হয় এই অবতারে॥
মোরে দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাস করাইয়া গ্রহণ।
নিত্যানন্দ অবধূত নাম মোর করিবা রক্ষণ॥
এত বলি বলরাম মন্ত্র কৈলা কাণে।
এই মন্ত্র মোরে তুমি করাইবে গ্রহণে॥
ইহা কহি বলরাম হৈলা অন্তর্হিত।
জাগি দেখে ন্যাসীবর হৈয়াছে প্রভাত॥
সেই সন্ন্যাসী আইলা হাড়াওঝা ঘরে।
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে নিলা ভিক্ষা ক'রে॥
সেই সন্ন্যাসীর নাম ঈশ্বরপুরী হয়।
নিত্যানন্দ দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাসী করয়॥"* প্রেমবিলাস।

* শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅবধূতের বহু গুরু গ্রহণের আখ্যান আছে; অবধূত নিত্যানন্দও তাহার অন্যথা করেন নাই; ঈশ্বরপুরীকেও তিনি গুরুত্বে বরণ করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। (এ বিষয়ে ১৩৩১ বা ১১।১২ সংখ্যা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকার ২৫১ পৃঃ ২৮।২৯ পংক্তিতে আরও বিশেষ দ্রষ্টব্য।)

ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে গৃহ হইতে লইয়া গিয়া মন্ত্র দান করতঃ বক্রেশ্বর হইতে, নিজ গুরু মাধবেন্দ্রের অনুসন্ধানে চলিয়া যান। নিতাই তখন একাকী তীর্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন। ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈবে মাধবেন্দ্র সম্মিলন ঘটে, তৎসহ ঈশ্বরপুরীও ছিলেন, নিতাইয়ের সহিত সেই তাঁহার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। যথা প্রেমবিলাসে :—

"একদিন ঈশ্বর পুরী লাগিলা কহিতে।
যাব গুরু মাধবেন্দ্র পুরী অন্বেষিতে॥
সর্ব্ব তীর্থ তুমি ভ্রমণ করিবে।
মাধবেন্দ্র সহ মিলন মনেতে রহিবে॥
এত বলি ঈশ্বর পুরী তথা হৈতে গেলা।
মাধবেন্দ্র পুরী স্থানে উপস্থিত হৈলা॥
নিত্যানন্দ সর্ব্বতীর্থ ভ্রমিতেছে একা।
দৈবে মাধবেন্দ্র সহ হইলেক দেখা॥
ঈশ্বর পুরীর সহ হইল মিলন।
যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় কহন॥
মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীনিত্যানন্দ রায়।
গুরু ভাবে দেখে সদা আনন্দ হিয়ায়॥
মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীনিত্যানন্দ প্রতি।
বন্ধুভাবে সর্ব্বদা করেন সম্প্রীতি॥
কিছুদিন রহে সবে কৃষ্ণ আলাপনে।
পরে চলিলেন সভে যার ইচ্ছা যেখানে॥

ঈশ্বপুরীর সহিত নিত্যানন্দের তৃতীয়বার দেখা হইয়াছিল ইহার বহুপরে বৃন্দাবনে। তীর্থ করে পুণ্য হবে সকলেই। সন্ন্যাসীদের প্রধান কর্ম্ম তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ। ঈশ্বরপুরী গয়া হইতে কাশী

প্রয়াগাদি হইয়া বৃন্দবনে আসিলেন। আসিয়া দেখেন, এক পাগলা অবধূত শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ কবিয়া এদিক ওদিক ছুটিতেছেন, আর "ভাই কানাই" বলিযা ডাকিতেছেন। ঈশ্বর পুবী চকিতে চাহিয়াই চিনিলেন নিতাইচাঁদকে। তিনি এই সেদিন গয়ায় একজনকে চিনিয়া আসিয়াছেন, আব কয়দিন যাইতে না যাইতেই আব একজনকে সম্যক চিনিলেন। নয়নে তাঁব নীরধারা বহিতে লাগিল; বলিলেন অবধূত। যাঁহাকে খুঁজিতেছ, তিনি ত এখানে নহেন, সম্প্রতি গয়া হইতে গিয়াছেন। যাও অবধূত, যাও নবদ্বীপে, তাঁহাকে শচীব দোয়াবে দেখিতে পাইবে। যথা প্রেম বিলাসে:—

"দ্বাদশ বন ভ্রমি করে কৃষ্ণ অন্বেষণ।
ঈশ্বব পুবী সহ পুন হইল মিলন॥
প্রণমিয়া বলে গুরু কৃষ্ণ গেল কোথা?
বলেন ঈশ্বব পুবী নবদ্বীপ যথা॥"

নবদ্বীপে প্রেমামৃত মহোদধি উথলিতেছিল, পিপাসাতুব নিতাই তৎক্ষণাৎ ধাবিত হইলেন, ও তথায় গিয়া সেই সাগবে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। আব তাঁহার স্বাতন্ত্র্য থাকিল না। তাঁহার বাসনাব নিবৃত্তি হইল, আকাঙ্খার নিবৃত্তি ঘটিল। বিশ বৎসর ধরিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ কবিযা যে তৃপ্তি হয় নাই, সারা ভারতেব পূতসলিলে স্নাত হইয়াও অন্তরের যে তাপ বিদূরীত হয় নাই; তাহাই হইল ঐ শচীর আঙ্গিনায়। নিভিল তাঁহাব কৃষ্ণ বিরহ তাপ, নিবৃত্ত হইল তাঁহার তীর্থে তীর্থে হাঁটা হাঁটি, নিতাই পাইলেন তাঁহার পরম ধন—খুঁজিতে ছিলেন বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে পাগলের প্রায় যাঁহাকে। কে তিনি—যাঁহাকে পাইলে সকল বাসনার নিবৃত্তি হয়? তিনিই শ্রীশচীনন্দন গৌর সুন্দর।

বাঁশরী-শ্রবণে

(শ্রীযুক্ত তারাপদ মিত্র।)

ত্রিভঙ্গিম ঠামে, কদম্বের-মূলে,
কেন গো দাঁড়ায়ে পরাণ কানু?
মিনতি করিহে, বাজা'ও না আর,
তোমার পায়ল করা ঐ বেণু।
যবে বাজে বাঁশী, ওহে কাল শশী,
গৃহ মাঝে আর রহিতে নারি,
শাশুড়ী ননদী, করে কাণাকাণি,
অবলা আমি যে সরমে মরি।
সাধ হয় মোর, কেটে সব ডোর,
যাই ছুটে বঁধু এখনি চলে,
কাজ নাই আর, কুল-শীল—মান,
সঁপে দিই প্রাণ চরণ তলে।
ফুকারিয়া বলি, চলিল গো রাধা,
ভেটিতে, কাননে নাগর রাজ,
কাদায় লাগিয়া, কলঙ্কিনী রাধা,
রাধার এ বড়—গরব আজ।
কিসের ধরম, কিসের করম?
সব যাব আজ চরণে দলি;
শ্যাম যদি মোরে, পায়ল করিল,
সব দিব তার চরণে ডালি।

এ কথা শুনিয়া, যদি তারা মোরে ;
কঠিন নিগড়ে বাঁধিয়া রাখে।
নিশ্চয় জানিও, তিল না বাঁচিব,
পরাণ ত্যজিব মনের দুখে।
তাই বলি শ্যাম, বাজাও না বাঁশী
থামাও তোমার মোহন তান।
আমি যে অবলা, নাহি জানি ছলা,
কেমনে বলগো বাঁধিব প্রাণ ?
যদি বা বাজাও, ও নিঠুর বাঁশী,
এমনি করিয়া বাজাও তবে,
যেন গো রাধার সব সাধ আশা
টুটে যায় এই নিখিল ভবে।
তুমি মোর বঁধু, আমি তব দাসী
প্রাণে যেন শুধু এ কথা জাগে,
করে কাণাকাণি, কলঙ্ক সকলে,
রাধা তব পদে শরণ মাগে॥

প্রাপ্ত গ্রন্থ সমালোচনা।

১। শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত।—শ্রীযুক্ত রাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত এবং খাঁকুড়িয়া শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দির হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী মণ্ডল কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ২৸৹ আনা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধানাথ কাবাসী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার, পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদন দ্বারা বৈষ্ণব জগতে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছেন। রাধানাথ বাবুর

গ্রন্থ প্রকাশের বিশেষত্ব এই যে, ছাপা, কাগজ প্রভৃতি উত্তম দিয়াও মূল্য যথেষ্ঠ কম করেন, কাজেই সর্ব্বসাধারণে তাঁহার সম্পাদিত শ্রীগ্রন্থ সকল সহজে সংগ্রহ করিতে পারেন।

বর্ত্তমান আলোচ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতখানি ছাপা, কাগজ, অক্ষর এবং ব্যাখ্যা তাৎপর্য্যাদি দ্বারা এমন সুন্দর সংস্করণ করিয়াছেন যে, দেখিলেই একখানি সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা হয়। অনেকেই শ্রীচৈতন্য ভাগবতের সংস্করণ করিয়াছেন কিন্তু এইটী দেখিয়া আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ২ খানি সুন্দর চিত্র দ্বারা ভক্ত পাঠকগণের প্রাণ সহজেই আকর্ষণ করিয়াছেন। এ সকল গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়। শ্রীমদ্ ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ লীলা এমন সুন্দর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, বৈষ্ণব সমাজ—শুধু বৈষ্ণব সমাজ কেন সাহিত্যিক-গণও ইহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে কুণ্ঠিত নন। আমরা এই শ্রীগ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচরণে প্রার্থনা, কারাসী মহাশয় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থ সকলের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সংস্করণ করিয়া এইরূপ অল্প মূল্যে সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করুন।

২। সামবেদীয় সন্ধ্যা বিধি।—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত এবং ৯৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (য্যাড্‌ভোকেট্) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৵০ আনামাত্র। গ্রন্থখানির নাম শুনিয়া মনে করিয়া ছিলাম "সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি" নানাজনে নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন এ গ্রন্থের আর বিশেষত্ব কি? কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সে ধারণা দূর হইল। বাজারে সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়া কর্ম্ম পদ্ধতির অভাব নাই, তাহাতে মন্ত্র,

মন্ত্রের অর্থ, ক্রিয়া কর্ম্মের ক্রমাদি দেওয়া আছে কিন্তু এই পুস্তকখানিতে তাহাত আছেই অধিকন্তু সন্ধ্যার অধ্যাত্ম বিজ্ঞানটী অতিসুন্দর ভাবে সরল ভাষায় দেওয়া হইয়াছে। এই জিনিষটী জানা না থাকায় ধর্ম্মে কর্ম্মে অনেকের অশ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। অভ্যাস বসে যদিও কেহ কেহ করেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই কারণেই হিন্দুসমাজের আজ এত অধঃপতন। "ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য" এই বিধি শাস্ত্রে আছে কিন্তু কি মোহে অভিভূত হইয়া যে ব্রাহ্মণ সন্তান আজ তাহা ভুলিয়াছে তাহা বুঝিনা। ব্রাহ্মণ সন্তানকে আবার সমাজের শীর্ষ স্থানে দেখিতে বাসনা থাকিলে, অধ্যাত্ম শক্তিতে শক্তিমান করিতে হইলে অনুভূতি সম্পন্ন করিয়া নিয়মিত ভাবে সন্ধ্যাআহ্নিক করিতে হইবে। কিন্তু এ তত্ত্ব বুঝাইবে কে? যিনি নিজে এই তত্ত্ব বুঝিয়া নিজের প্রাণকে শান্ত করিতে পারিয়াছেন তিনিই না অপরের প্রাণে শান্তি দিতে পারিবেন? আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ কাল এরূপ অধিকারী বড় দৃষ্টি গোচর হয় না। দেশের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, এই গ্রন্থ ব্যাখ্যাতা নিজে একজন উপযুক্ত অধিকারী। সদ্‌গুরু লাভ করিয়া কঠোর সাধনাদ্বারা নিজে যে দুর্লভ তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন আজ জীব দুঃখে কাতর হইয়া অকাতরে তাহা সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন। আর এক বিশেষত্ব এই যে, এমন দুরুহ বিষয় তিনি এমন সরল ভাষায় বুঝাইয়াছেন যে, সামান্য বাংলাভাষায় জ্ঞান থাকিলেই তাঁহার বক্তব্য বুঝিয়া নিজে কাজ করিতে পারিবেন। আমরা তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ সাফল্য সেই দিন বুঝিব যেদিন প্রত্যেক হিন্দু তাঁহার বিপুল পরিশ্রমলব্ধ এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবেন।

গ্রন্থখানির সমালোচনা করিতে হইলে প্রত্যেক পংক্তি তুলিয়া দিতে

হয়, স্থানাভাব এবং বাহুল্য ভয়ে আমরা তাহা করিতে পারিলাম না। আমরা সকলকেই এক এক খানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এই তত্ত্ব আস্বাদনের জন্য অনুরোধ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

ভক্তি পাঠকগণের আগ্রহে আমরা ভক্তির সহিত পৃথক পত্রাঙ্কে শ্রীগ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়া থাকি। বর্ত্তমান বর্ষে আমরা প্রবীন বৈষ্ণব সাহিত্যিক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের রচিত "বিষাদিতা" গ্রন্থখানি প্রকাশের মনস্থ করিয়াছি। তত্ত্বনিধি মহাশয় বিষাদিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে কিরূপ প্রাণ ঢালা ভাব দিয়াছেন তাহা পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আগামী সংখ্যা হইতে আমরা উহার প্রকাশ আরম্ভ করিব। বহু পাঠক পাঠিকা "প্রেমানন্দ সংবাদ" দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ জন্য অনুরোধ করিতেছেন! আমরা "বিষাদিতা" খানি প্রকাশ করিয়া "প্রেমানন্দ সংবাদ" দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ আরম্ভ করিব। আশাকরি বিলম্বের জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

ছায়াচিত্রে লীলা প্রদর্শন

গত মাকরী সপ্তমীতে প্রভু সীতানাথ (শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য) দেবের উৎসবে ঢাকা, শাঁখারী বাজারে "লীলামিলনী" কর্ত্তৃক পাঁচ দিন ধরিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা দেখান হইয়াছে, বহু ভক্তসমাগমে উৎসব আনন্দ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়াছে। এই লীলা প্রদর্শনের জন্য শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন ও শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণ রত্ন, মহোদয়দ্বয়ের পরিশ্রম প্রশংসনীয়। শ্রীমাধাই দাস।

ভ্রম সংশোধন

বিগত আশ্বিন, কার্ত্তিক যুগ্ম সংখ্যায় ৫৯ পৃষ্ঠায় "গৌরশূন্য নদীয়া" শীর্ষক পদ্যটীর লেখকের নাম ভ্রমবশতঃ শ্রীযুক্ত তারাপদ মিত্র স্থলে শ্রীযুক্ত তারাপদ দত্ত হইয়াছে। পাঠকগণ সংশোধন করিয়া শ্রীযুক্ত তারাপদ মিত্র পাঠ করিবেন।

182.Ec.599.41

911 P / 16.9.32.

BENGALI TRANSLATOR'S OFFICE 19. SEP. 1932 WRITERS' BUILDINGS CALCUTTA

১৩০৮ বঙ্গাব্দে
নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

৩০শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা
চৈত্র ও বৈশাখ ১৩৩৮।৩৯

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [illegible]রত্ন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে ভক্তির সহিত প্রতিমাসে এক ফর্মা করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অমিয়লীলা সম্বলিত একখানি কাব্য-গ্রন্থের আস্বাদন জন্য কৃপাপরায়ণ পাঠকবর্গকে আহ্বান করিতেছি। গ্রন্থের লেখক প্রবীন বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, নাম "বিষাদিতা" এই বহু ব্যয়-সাপেক্ষ উদ্যমে অর্থব্যয় অবশ্যম্ভাবী হইলেও তজ্জন্য আমরা ভক্তির মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া স্ব স্ব দেয় মূল্য যাঁহাদের বাকী আছে পাঠাইয়া দিন এবং ২।১ জন করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগের সঙ্কল্পিত অনুষ্ঠানের সহায় হউন ইহাই প্রার্থনা।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা
নমুনা প্রতি খণ্ড ৶০ তিন আনা, ভিঃ পিতে ১৶০ আনা

পারফিউম ক্যাষ্টর অয়েল

যাবতীয় মস্তিষ্কের পীড়া দূর করিয়া

কেশবর্দ্ধনে অদ্বিতীয়।

চারি আউন্স শিশি ৸০ বার আনা।

"ফটো ক্যামেরা" ও

ফটোগ্রাফের যাবতীয় সরঞ্জাম এবং

"চশমা" ও "দাঁত"

অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা করাইয়া

ব্যবস্থানুযায়ী জিনিস সর্ব্বদা সরবরাহ করা হয়।

সেন সাহা এণ্ড কোং ৫৩।এ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভক্তি-সম্পাদক

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন সম্পাদিত

কীর্ত্তনগীতি সংগ্রহ (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৷৷০
প্রেমানন্দ সংবাদ (প্রশ্নোত্তর ছলে সুন্দর উপদেশ গ্রন্থ)	৷৷০
পঞ্চগীতা (প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ)	৷৵০
প্রাণের কথা (সদুপদেশের ভাণ্ডার)	৷০

একত্রে এই চার খানি লইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ একখানি বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ডাঃ মাঃ পৃথক

"ভক্তি-কার্য্যালয়" পোঃ আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্তোত্রম্	শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ	১৬১
কলিযুগের সাধনা	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়	১৬৫
শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ কাব্যগুণাকর	১৭৭
গুরুশিষ্য সংবাদ	শ্রীযুক্ত বাধাচরণ বসু ভাবসাগর	১৭৭
চিতচোরা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত তারাপদ মিত্র	১৮৯
বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য	শ্রীযুক্ত রাধাই দাস	১৯০
গৌর-পদ-সমুদ্র	শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী	১৯২

মাসিক "ভক্তিনিকেতন" পোঃ আন্দুল মৌড়ী হাওড়া হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা ৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

৩০শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

চৈত্র ও বৈশাখ ১৩৩৮।৩৯

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্তোত্রম্।

(১)

পাপাক্রান্তং মনুজনিচয়ং ত্রাতুকামং দয়ার্দ্রং
পূর্ণানন্দং পরম করুণং জীবকল্যাণদক্ষম্।
নাম্না প্রেম্না নিখিল সুহৃদং দীনহীনৈকগম্যং
নিত্যানন্দং ভুবনসুখদং প্রেমকন্দং ভজামঃ॥

কৃপায় তারিতে পাপী মানবেরগণ
জীবহিত তরে সদা ব্যাকুলিতমন ;
নামপ্রেম দানেতে দীনহীন তারণ
প্রেমময় নিত্যানন্দ সদা ভজ মন।

(২)

শান্তং সৌম্যং শমগুণময়ং শান্তিলাভৈকমূলং
সেব্যং সেবারসিতহৃদয়ং সেবকাদর্শভূতম্।
প্রাণপ্রেষ্ঠাম্বুজসুখকৃতে সর্ব্বদৈকান্তচিত্তং
নিত্যানন্দং ভুবনসুখদং প্রেমকন্দং ভজামঃ॥

শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি শান্তিমূল প্রস্রবণ
সর্ব্বসেব্য সেবানন্দী সেবক রতন ;
প্রিয়তম কৃষ্ণে সুখ দিতে রত মন
প্রেমময় নিত্যানন্দ সদা ভজ মন।

(৩)

বিপ্রং বিপ্রাদ্বয়মণিবরং বিপ্রবন্দ্যং বরেণ্যং
আচণ্ডালোদ্ধরণকৃতিনং প্রেমমূর্ত্তিং মহান্তম্।
আবাল্যং শ্রীহরিরসসুধাপানমত্তং নটন্তং
নিত্যানন্দং ভুবনসুখদং প্রেমকন্দং ভজামঃ॥

বিপ্রকুল-সিন্ধু-মণিবন্দ্য শ্রীচরণ
প্রেমদানে আচণ্ডালে করিলে তারণ ;
হরিরস সুধাপানে নর্ত্তন নটন
প্রেমময় নিত্যানন্দ সদা ভজ মন।

(৪)

পাপিষ্ঠং তদ্দ্বিজসুতযুগং নীতবন্তং স্বলোকং
যেনাত্মীয়ে মৃদুতনুবরে পাতিতং ভূরিরক্তম্।
ক্ষান্ত্বা দোষং সহজকৃপয়া দীক্ষিতং কৃষ্ণনাম্না
নিত্যানন্দং ভুবনসুখদং প্রেমকন্দং ভজামঃ॥

মৃদুল শ্রীঅঙ্গে যাঁর রক্তের কারণ
জগাই মাধাই করে দ্বিজের নন্দন ;
পাপী দোঁহে কৃপাগুণে করিল রক্ষণ
প্রেমময় নিত্যানন্দ সদা ভজ মন।

(৫)

পাবাবারেঽতটতলকলৌ দীর্ঘকালং নিমগ্নান্ ।
দৃষ্টা শোচ্যানতিকলুষিতান্ মানবান্ দুঃখদুনান্।
ত্রাতুং সর্ব্বান্ হরিগুণতরিং চালয়ন্তং বিনার্থং
নিত্যানন্দং ভুবনসুখদং প্রেমকন্দং ভজামঃ ॥

কলিরূপ দুস্তর সাগরে নিমগন
শোকাহত কলুষিত দেখি জনগণ ;
হরিনাম তরি কড়ি বিনে পারে লন
প্রেমময় নিত্যানন্দ সদা ভজ মন।

(৬)

তীর্থে তীর্থে কৃতহরিগুণং শৈশবাৎ শুদ্ধসত্ত্বং
দেশে দেশে পতিত তরণং পূজ্যবর্য্যাবধূতম্ ।
লোকে লোকে প্রথিতচরিতং সর্ব্বতোঽজাতশত্রুং
নিত্যানন্দং ভুবনসুখদং প্রেমকন্দং ভজামঃ ॥

বাল্য হ'তে সর্ব্বতীর্থে হরি সঙ্কীর্ত্তন
অবধূত বেশে সর্ব্বদেশেতে ভ্রমণ ,
সর্ব্বলোকে ঘোষে দিব্য চরিত মোহন
প্রেমময় নিত্যানন্দ সদা ভজ মন।

(৭)

নাম্না কৃষ্ণেত্যখিল সুহৃদা পুত্তবিত্তং সমস্তাৎ
গত্যা শশ্বৎ পতিতবিষয়ান্ তীর্থতাং নীতবন্তম্।
এবং নিত্যং জনগণহিতে যত্নবন্তং শরণ্যং
নিত্যানন্দং ভুবনসুখদং প্রেমকন্দং ভজামঃ ॥

জগবন্ধু কৃষ্ণনামে জগতপাবন
পদস্পর্শে হীনদেশ তিবথ রতন,
অহবহ জীবসুখে চিত্ত নিমগন
প্রেমময় নিত্যানন্দ সদা ভজ মন।

(৮)

অতল ভবসমুদ্রং তর্ত্তুমিচ্ছা যদি স্যাৎ
সুবিষম ভবদাবাৎ শান্তিমাপ্তুং স্পৃহাচেৎ।
পবম করুণ গৌব প্রীতিলিপ্সাস্তি কচ্চিৎ
ভজ ভজ ভজ নিত্যানন্দচন্দ্রাঙ্ঘ্রিপদ্মম্॥

ভবসিন্ধু পারে যদি হয় তব ইচ্ছা
ভবদাবানলত্রাণে থাকে যদি বাঞ্ছা,
দযাল গৌরাঙ্গ পদে যদি চাও ভক্তি
নিত্যানন্দ পাদপদ্ম ভজ নিতি নিতি।

(৯)

হরিনাম্না তরণ্যা যঃ পাবংনয়তি পাপিনঃ।
দুস্তবস্য ভবাম্ভোধেঃ স এবৈকো গতির্মম॥

সংসাবসাগবে হবিনামতবি দানে
কড়ি বিনা উদ্ধার করেন পাপিগণে,
দয়ালের শিরোমণি ঠাকুর নিতাই
না ভজিলে কলি কালে অন্য গতি নাই।

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

কলিযুগের সাধনা

(অনুবাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়।)

[এই প্রবন্ধটি "শ্রীমৎ কৃষ্ণপ্রেম বাবা" মহোদয়ের রচিত "Sadhana in the Kaliyuga" নামক সুলিখিত ইংরাজি সন্দর্ভ হইতে অনূদিত। লেখকের পূর্ব্বাশ্রমের নাম H. R. Nixon, M. A. ইনি লক্ষ্ণৌ ও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি আছে। কোন অলৌকিক দৈবঘটনায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় আস্থা ও শ্রদ্ধা জন্মে। ইনি এক্ষণে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া "শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বাবা" এই নামে পরিচিত হইয়াছেন। আলমোরা হইতে ১৫মাইল দূরে উত্তর-বৃন্দাবন নামক স্থানে ইঁহার আশ্রম আছে। সেখানে ইনি "শ্রীরাধামোহন নামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইঁহার প্রবন্ধসমূহ হিন্দীভাষায় অনূদিত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ "কল্যাণ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াথাকে। একজন ইংরাজ মনীষী বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কিভাবে নামতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা জানিতে অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে এবং জানিলেও লাভ আছে, এই আশায় আমরা নিম্নে উক্ত সন্দর্ভটির সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম]

হাজার হাজার লোক সাধু মহাত্মার নিকট গমন করিয়া—'ভগবৎ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় কি ?' এসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে তাঁহাদিগকে সচরাচর শ্রীহরি নাম জপ করিতে বলা হয়। এই উপায়টি তাঁহাদিগের নিকট এত সহজ ও সরল বলিয়া বোধ হয় যে, তাঁহারা একথায় প্রায়ই নিরাশ হইয়া পড়েন। তাঁহারা কি চান,

একমাত্র শ্রীভগবানই জানেন—তবে, ইহাসুনিশ্চিত যে, যদি ঐ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাদিগকে কোনরূপ কঠিন যোগসাধনার কথা বলা হইত, তাঁহারা বলিতেন,—"আমরা গৃহী,—সহস্র সহস্র দুঃখ দুশ্চিন্তায় অভিভূত আমরা কিরূপে এবম্বিধ কঠিন উপায় অবলম্বন করিয়া উহার জটিল বিধিগুলি পালন করিব? আমাদের—পক্ষে কি অন্য কোন সহজতর সাধনা নাই?" অবশ্যই আছে। সে সাধনা—কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি গৃহস্থ, কি সাধু—কি উচ্চবংশজাত ব্রাহ্মণ অথবা হীনবংশজ অস্পৃশ্য চণ্ডাল—সকলেরই পক্ষে সমান উপযোগী। কিন্তু যখন তাঁহাদিগকে সে সাধনার কথা বলা হয়, তখন—কি জানি কেন তাঁহারা নিরাশ হইয়া পড়েন। যদি কোন রোগী রোগমুক্তির আশায় কলিকাতা হইতে বহুব্যয়ে কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনয়ন করেন আর সেই চিকিৎসক আসিয়া Eno's Fruit Salt বা এইরূপ কোন সামান্য ঔষধের ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে, ঐ রোগীর যেরূপ অবস্থা হয়, ইঁহাদিগের মনে এই সহজ সাধনার কথা শুনিয়াও ঠিক সেইরূপ ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। ইহারা সাধুর নিকট হইতে সাধারণতঃ এই ভাব লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন যে, এই সাধুটির তেমন কিছু বিশেষত্ব নাই—অন্য কোন মহাপুরুষের নিকটে গিয়া দেখি, তিনি কি বলেন।

ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, যদিও ভগবৎ প্রাপ্তির সহজ উপায় মানিবার জন্য লোকের একটা আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, কিন্তু ঐ আকাঙ্ক্ষা নিষ্ক্রিয়, কেননা, যখন তাঁহারা ঐ সহজ উপায়টি অবগত হয়েন, তখন তাঁহারা উহাতে প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না—তাঁহারা মনে করেন, ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় কখনই এত সহজ হইতে পারে না। এই ত কতলোকে হরিনাম করিতেছেন, কিন্তু কই, তাঁহাদিগের ত কোন উন্নতিই দেখা যাইতেছে না? কাজেই, তাঁহারা

সহসা এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, হরিনামে কোন ফল হয় না—ইঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, "নাম সাধনার" পশ্চাতে সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের নির্দ্দেশ—অগণিত সাধু মহাত্মা ও ভক্তজনের অভিজ্ঞতা ও গভীর দার্শনিক যুক্তিবাদের সমর্থন রহিয়াছে।

প্রথমে শাস্ত্রের কথা! শাস্ত্রে শ্রীহরি নামের মাহাত্ম্য ও নাম সাধনার সার্ব্বজনীনত্ব এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে এত অধিক উক্তি আছে যে, তৎসমূহ অতি সংক্ষিপ্ত আকারেও একটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইব—

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা—ত্রেতায় যজ্ঞের দ্বারা—দ্বাপরে পরিচর্য্যা অর্থাৎ ভগবৎ পূজায় যাহা কিছু লাভ করা যায়, কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারাই তৎসমস্ত লব্ধ হইয়া থাকে।

তদেব পুণ্যং পরমং পবিত্রং গোবিন্দগেহে গমনায় পত্রম্।
তদেব লোকে সুকৃতৈকসত্রং যদুচ্যতে কেশব নাম মাত্রম্॥ (পদ্মপুরাণ)

কেশবের নামমাত্র উচ্চারণই জগতে একমাত্র পুণ্যকর্ম্ম—ইহাই পবিত্রবস্তু; ইহাই একমাত্র সদনুষ্ঠান—ইহাই গোবিন্দধামে যাইবার পথ।

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈ নরনায়ক।
মুক্তিং মিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥ (গরুড়পুরাণ)

হে রাজেন্দ্র! সাংখ্যীয় জ্ঞানযোগ অথবা অষ্টাঙ্গাদি যোগ কি করিবে? যদি মুক্তি কামনা কর, তবে শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে থাক।

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ কীর্ত্তনম্॥ (স্কন্দপুরাণ)

কলিযুগে কর্ম্মজ, বাগজ অথবা মানস এমন কোন পাপ নাই যাহা শ্রীগোবিন্দ কীর্ত্তনে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়। পরিশেষে, নরসিংহ পুরাণে, শ্রীভগবান নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্॥

'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' এই বলিয়া যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহাকে—পদ্ম যেমন জল ভেদ করিয়া উত্থিত হয়—সেইভাবে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

শ্রুতি, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, নারদ পঞ্চরাত্র, বরাহপুরাণ, ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে এইরূপ সহস্র সহস্র শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। শ্লোকগুলি সমস্তই একই কথার ভিন্নাকারে ও ভিন্ন ভাষায় পুনরুক্তি মাত্র। তবেই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যে, শাস্ত্রসমূহ একবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সকল লোকের পক্ষে সর্ব্বকালে বিশেষতঃ এই কলিযুগে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের তুল্য ধর্ম্ম আর নাই।

এই ত গেল শাস্ত্রের কথা। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান যুগে এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে কিছুমাত্র বিশ্বাস করেন না। যদিও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে শাস্ত্রই আদি ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—তথাপি বহুলোকে নিজ নিজ ধারণার সহিত না মিলিলে শাস্ত্রবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা অবিশ্বাসী অথবা নাস্তিক—সুতরাং ইঁহাদিগের সম্বন্ধে কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যাঁহারা ভবিষ্যতে সাধক হইবার অভিলাষী অথচ শাস্ত্রবাক্য মানিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহা

দিগের সম্বন্ধে আর কি বলিব ? তাঁহারা মুখে বলেন, 'আমরা ভগবানে বিশ্বাস করি' অথচ তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন। 'শ্রুতি স্মৃতি মমৈবাজ্ঞা' 'শ্রুতি স্মৃতি আমারই আজ্ঞা'। ইঁহারা যদি শাস্ত্র না মানিতেন, তবে শ্রীকৃষ্ণের কথা কোথায় পাইতেন ? আর শ্রুতি ভিন্ন বেদান্ততত্ত্বই বা শিখিতেন কিরূপে ? যদি ইঁহাদের ধীশক্তি এতদূর তীক্ষ্ণ হয় যে, ইহাঁরা নিজেই সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিকতত্ত্বের মীমাংসা করিতে সমর্থ, তাহা হইলে ইঁহারা শাস্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিতে যাইবেন কেন ? ইহাঁরা কেন একটি স্বতন্ত্র ভগবানের সৃষ্টি করিয়া একটি স্বতন্ত্র সাধনার প্রবর্ত্তন করুন না ? বস্তুতঃ এরূপ অনেকে আছেন যাঁহারা ঐরূপ করিয়া থাকেন। এরা বলেন যে, তাঁহাদের ভগবান মানুষ অথবা ঐরূপ কোন আকাশ কুসুমজাতীয় পদার্থ। আমাদের আলোচনা এরূপলোকের সম্বন্ধে নহে—আমরা কেবল তাঁহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই চাহেন অথচ তাঁহার বাণী বিশ্বাস করিতে পারেন না। এরূপ লোকে জানিতে চাহেন শ্রীহরি নামের শক্তি ও উপযোগিতা সম্বন্ধে সত্য সত্যই কোনরূপ অকাট্য প্রমাণ আছে কি না ?

হাঁ—আছে। ভক্তগণের উক্তি ও আচরণ হইতে এরূপ বিপুল সাক্ষ্যসম্ভার প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, এক্ষেত্রেও আমাদের পক্ষে কোন্‌টি বাছিয়া কোনটি উল্লেখ করিব তাহা নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। আমরা এখানে কয়েকটিমাত্র প্রধান উক্তির উল্লেখ করিব।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবিশ্রান্ত কৃষ্ণনাম করিতেন এবং বলিতেন যে, কলিযুগে কৃষ্ণপ্রাপ্তির ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
কলিযুগে ইহা বই গতি নাহি আর॥"

তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অনুচর হরিদাস যবনবংশজ হইয়াও তিন লক্ষ নাম করিতেন এবং তদ্বারা কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একবার কতিপয় দুর্বৃত্ত তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বনমধ্যে তাঁহার আশ্রমে জনৈক বেশ্যাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন. তিনি বলিলেন—"অগ্রে আমি আমার সংকল্পিত তিনলক্ষ নাম জপ করি, পরে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিব।" বেশ্যাটি তাঁহার নামসমাপ্তির আশায় বসিয়া রহিল—কিন্তু নামের কি মহিমা! নাম শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল—সুতরাং যখন তাঁহার জপ শেষ হইল তখন ঐ বেশ্যাটি তাঁহার নিকট নাম গ্রহণ করিলেন এবং নিজ গৃহ ও বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইয়া গেলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরবর্গই এবিষয়ের একমাত্র নিদর্শন নহেন। উত্তরে ও দক্ষিণে— বাঙ্গালায় ও মহারাষ্ট্রে কৃষ্ণভক্ত এবং রামভক্ত—কবীরপন্থী ও নানকপন্থী—মুসলমান সুফী, এমন কি বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী সাধু সকলেই নামের মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যখন দেখিতেছি—সমগ্র ভক্তমণ্ডলী একবাক্যে এই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন আর তাঁহাদের সেই উক্তি শাস্ত্রসমূহ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, তখন কি আমাদের পক্ষে এই নামগ্রহণ সমীচীন নহে? অতীতের ও বর্ত্তমানের এই যে সমস্ত ভক্ত—ইঁহারা সকলেই কি মিথ্যাবাদী অথবা প্রবঞ্চিত মূর্খ মাত্র? যদি তাহা না হয়—তবে কেন আমরা ইঁহাদের কথায় নামের অচিন্ত্য ও অনন্তশক্তিতে বিশ্বাসবান না হই?

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে জানা যায় যে, যাঁহার চক্ষু শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণে সিক্ত না হয়, তাঁহার হৃদয় পাষাণে গঠিত। কি আশ্চর্য্য!—আমরা কেন

তবে এই নাম গ্রহণ করিবার সময় কেবল হাই তুলি আর তন্দ্রাতুর হইয়া পড়ি ? শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ॥

"হে ভগবন্। তোমার এমনই কৃপা—তুমি তোমার নামে তোমার সমস্তশক্তি নিহিত করিয়াছ এবং সেই নামগ্রহণেরও কোন কালাকাল নির্দ্ধারিত কর নাই; অথচ আমার এমনি দুর্দ্দৈব যে, নামে রুচি জন্মিল না।"

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমগ্র অচিন্ত্যশক্তিই নিজনামে অর্পণ করিয়াছেন। এই নাম তাঁহা হইতে পৃথক নহে এবং ইহা অতি হীন ব্যক্তিকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ। নামের কাছে অপরাধী হওয়া আর যে হস্ত আমাদিগকে আহার্য্য দান করিতেছে সেই হস্ত দংশন করা একই কথা, অথচ আমরা অহরহ এইরূপ অপরাধের কার্য্যই করিয়া থাকি। সুতরাং নামগ্রহণ করিতে করিতে আমাদিগের নয়নে যে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় না, ইহা বিচিত্র নহে।

পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নামাপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। নামাপরাধ সংখ্যায় দশটি। সে গুলি এই,—

(১) বৈষ্ণব নিন্দা (২) শিবাদি দেবতাকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান (৩) শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যজ্ঞান (৪) বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রনিন্দা (৫) নামে অর্থবাদ (৬) নামে কুব্যাখ্যা বা কষ্টকল্পনার আরোপ (৭) নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি অর্থাৎ নামই আমাকে সর্ব্ববিধ অপরাধ হইতে রক্ষা করিবে এই বিশ্বাসে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান (৮) নামের সহিত অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান কিম্বা সৎকর্ম্মের তুলনা (৯) ভক্তিবিমুখ শ্রদ্ধা হীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ (১০) নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া প্রীতির

অভাব। আমরা কি প্রনিনিয়তই এই সকল অপরাধের মধ্যে অনেক গুলি অপরাধ করি না?

(১ম) আমরা মনে করি—আমরা নিজে অপরের চেয়ে ভাল সুতরাং অজ্ঞাতসারে অসূয়ার বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তজন সম্বন্ধে নানাবিধ ঈর্ষাপূর্ণ অপবাদ হয় নিজে প্রচার করি, না হয় অপরের মুখে শুনি কিম্বা,—'কল্যাণ' পত্রিকায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বদ্রীনাথ ভট্ট মহোদয় যেরূপ লিখিয়াছেন—আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়া থাকি যে, ইহাদিগের ভক্তি কিছুই নহে কেবল মৌখিক আড়ম্বর মাত্র, ইঁহাদিগের মনুষ্যত্ব নাই—ইহারা দেশের কোন উপকারে আসিবে না। এই ভাবে আমরা নিজেদের খুব সাধুপুরুষ বলিয়া জাহির করিয়া থাকি আর এমন সকল ভক্তের নিন্দা করি যাঁদের পদরেণু গ্রহণ করিবার যোগ্যও আমি নহি।

(২য়) নিষ্ঠার অভাবে আমরা একাধিক দেবতার উপাসনা করি। আমরা ভাবি, ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একটিও প্রকৃত দেবতা হইবেন।

(৩য়) আমরা শ্রীগুরুদেবকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই নরাকারে শ্রীগুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করি না। আমরা শ্রীগুরুদেবকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করি আর ভাবি তাঁহার উপদেশ আমরা ততদিন পালন করিব যতদিন উহা আমাদের ধারণার সহিত মিলে। আমরা বলিয়া থাকি উপাসনা সম্বন্ধে শ্রীগুরুমহারাজের উপদেশ অবশ্য পালনীয় কিন্তু যখন তিনি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নহেন তখন, বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ যে বর্ত্তমানযুগের বিশেষ উপযোগী হইবে, তাহা মনে হয় না।

(৪র্থ) আমরা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী' তাঁহার "শ্রীমদ্ভাগবত মে কৃষ্ণচরিত" নামক প্রবন্ধে যে কথার অবতারণা করিয়াছেন—সেই কথায় সায় দিয়া শ্রীভাগবতের সমালোচনা করি ও বলি যে 'রাসলীলা'

বর্জ্জন করিয়া এই গ্রন্থখানির সংস্কার বিধান কর্ত্তব্য। হা কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমরা আজ কাল এতই পুণ্যাত্মা হইয়াছি যে, আমাদের বর্ত্তমানযুগের মনোবৃত্তির নিকট তোমার লীলাও পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইল না।

(৫ম) আমাদিগের মতে শাস্ত্র বর্ণিত নাম মহিমা অতিরঞ্জিত, অলীক স্তুতিবাদ বা ঐরূপ কিছু হইবে।

(৬ষ্ঠ) আমরা কোনরূপ অভিনব ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া বলিয়া থাকি যে, নাম জপের দ্বারা আপনাকে এক প্রকার সম্মোহিত করা হয় তাহার ফলে মন স্থির হইয়া আসে, এইভাবে আমরা উচ্চতর সাধনার অধিকারী হইয়া থাকি।

(৭ম) আমরা শ্রীভগবানের সেবায় অথবা নিজ নিজ চরিত্রগত দোষ সম্বন্ধে তত দৃষ্টি রাখি না, কেন না আমরা ভাবি, নাম যখন সর্ব্বশক্তিমান তখন একটুমাত্র নাম জপ করিলেই আমরা সর্ব্ববিধ অপরাধ মুক্ত হইতে পারিব।

(৮ম) "কল্যাণ" পত্রিকার অপর একজন লেখক সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, নামজপ প্রবর্ত্তকদিগের জন্য—ইহার পরে, আমাদিগকে ধ্যান, যোগ অথবা অন্য কোন উৎকৃষ্টতর সাধনা করিতে হইবে। আমরাও ঠিক এই কথাই বলিয়া থাকি।

(৯ম) আমরা সচরাচর এই নবম অপরাধটি করি না; কারণ,—আমরা কাহাকেও নামোপদেশ করি না। (১০ম) দশম অপরাধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, যখন কেহ আমাদিগের নিকটে নাম মহিমা কীর্ত্তন করেন আমরা ধীরভাবেই হউক আর অধীর ভাবেই হউক তাঁহার কথা শেষ হইতে দিই, তারপর, আমরা আমাদের মনোমত কোন বিষয় রাজনীতি অথবা বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করিতে থাকি।

আমরা কেন তবে নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অকৃতজ্ঞতার দোষ না দিয়া নামের দোষ দিই।

এক্ষণে উপায় কি? আরও নাম করা। যখন কৃষ্ণনাম অপেক্ষা শক্তিশালী আর কিছুই নাই—তখন আরও বেশী করিয়া নাম করা ছাড়া নামাপরাধের আর কি প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে? আমরা যদি অবিশ্রান্ত নাম করিয়া আমাদের ভিতর থেকে নামাপরাধের সকল চিহ্ন বিদূরিত করিয়া দিতে পারি, তবেই আমরা নামগ্রহণে যথার্থ অধিকারী হইয়া শাস্ত্র ও ভক্ত নির্দ্দিষ্ট সমগ্র ফলপ্রাপ্ত হইব।

যে ব্যক্তি অপরাধমুক্ত হইয়া একবারমাত্র কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন—মুক্তি যাচিয়া তাঁহার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। যখন শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন নিজেই তাঁহার সমগ্র অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য লইয়া বিরাজিত তখন কে-ই বা মুক্তি চাহিবে? ইহা সত্যসত্যই অনুভূত হইলে, নাম-সাধকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া যায়, আর মোক্ষজনিত ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দের আস্বাদনে সর্ব্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আজগুবি গল্প নহে,—সত্যবাক্য। যে কেহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী পাঠ করিয়াছেন তিনিই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কঠোর হৃদয় পাপী ও ঘোর সংসারী ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র তাঁহার মুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়াই নিষ্ঠাবান ভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা আবার অপরের উপর সেই প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন—এইরূপে প্রেমভক্তির আগুন দাবানলের মত দেশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল আর পথের ময়লামাটি সব পুড়াইয়া দিয়া অর্দ্ধভাবত কৃষ্ণপ্রেমে প্রদীপ্ত করিয়াছিল। এই প্রেমের আগুন এমন কি বারাণসীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকেও স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের অদ্বৈত জ্ঞানের অহঙ্কার

ভস্মীভূত করিল আর ঐ মহানগরী কৃষ্ণ যখন বাণাসুরের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার মত আর একবার দগ্ধ হইল।

বহুপূর্ব্বে দ্বাপর যুগেই যে এইরূপ ঘটিয়াছিল—তাহা নহে। মাত্র কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যের মুখোচ্চারিত নামের আলোক কলির অন্ধকার ভেদ করিয়া জগতে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রকাশিত করিয়াছিল আর দেখাইয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বদাই নামের আহ্বানে সাড়া দিয়া জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত।

নাম যথারীতি উচ্চারিত হইলে, নামের এইরূপ শক্তি প্রকাশ পায় আর ইহা কিছু বিচিত্র নহে, কেন না, কৃষ্ণ কৃষ্ণনাম হইতে পৃথক নহেন; যেখানে নাম, সেইখানেই কৃষ্ণ। যে কৃষ্ণ শঙ্খস্পর্শে ধ্রুবকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন তিনি—আত্মানাত্মবিবেক অথবা নানাবিধ জটিল কসরৎ ব্যতীত আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না, ইহা কি বিশ্বাস্য? যদি আমরা ঐরূপ বিশ্বাস করি তবে আমরা ভ্রান্ত। তিনি আমাদিগের নিকট হইতে কিছুই চাহেন না—চাহেন শুধু আমরা শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার নাম করিব। তাঁহার নিজ মুখের কথা এই:—

"ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥"

"হা গোবিন্দ"—দূরদেশ হইতে দ্রৌপদীর এই কয়েকটি কথা আমার হৃদয়কে এমন ঋণভারে পীড়িত করিয়াছে যে, সে তার কিছুতেই অপসৃত হইতেছে না।

গীতার শেষ কথা—"মামেকং শরণং ব্রজ।" ভাগবতের বাণীও তাহাই। ইহা ব্যতীত আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণনাম বেদ-বেদান্তের সার। ইহাই মহামন্ত্র। এই নাম গ্রহণে দেশ কাল ও অধিকারীর বিচার নাই। যোগ বল, যাগ বল, জ্ঞান বল, সৎকর্ম্ম বল—

কিছুই ইহার সহিত তুলনীয় নহে। শ্রদ্ধাসহকারে গৃহীত হইলে এই নাম ত্রিজগৎ ধ্বনিত করিয়া সমগ্র জীবের কল্যাণ বিধান করে এবং ত্রিজগৎ ছাড়া হইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পৌঁছায়। কোথায় হস্তিনাপুর আর কোথায় দ্বারকা। দ্রৌপদীর আহ্বানে কৃষ্ণ তাঁহার সাহায্যার্থ আসিলেন। এরূপ বলিও না যে, ইহা কেবল দ্বাপর যুগেই সম্ভব হইয়াছিল; এরূপ ঘটনা আজিও ঘটিতেছে। কলিযুগ যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই অন্যান্য সাধনা মলিন ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে আর ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতরভাবে এই নামের গৌরব প্রস্ফুটিত হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অন্যান্য সাধনায় যে শক্তিলাভ হইত তৎসমস্তই কৃষ্ণনামে নিহিত আছে—কেবল আমাদের বিশ্বাসের অভাব।

হে দীনবন্ধো! তোমার নামই আমাদের সম্বল। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আজ কোথায়! ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম এবং গুরুসেবা আর দেখা যায় না। ত্যাগপ্রধান বাণপ্রস্থই বা কই? গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস আশ্রম এখন কেবল নামে মাত্র বিদ্যমান। ইহাদের ভিতরে প্রাণবস্তু নাই, আছে শুধু বাহিরের আবরণ ও খোলস। তুমি ত বলিয়াছ—ধর্ম্মের গ্লানি হইলে আচার আসিবে। তোমার সে আশ্বাস বাণী আজ কোথায়? তাহাও কি কালধর্ম্মে বিলুপ্ত হইল? যদি তাহাই হয়, বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য্য। কেন না সমগ্র বিশ্ব যে তোমারই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। দ্রৌপদীর আহ্বানে তুমি যে সগর্ব্ব বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলে—তাহা আজ কোথায় গেল? যদি বল—আমাদের বিশ্বাস নাই, তাই আসিতেছে না—তাহা হইলে, বলি, অজামীল ব্রাহ্মণের কি বিশ্বাস ছিল? প্রভো! তুমি সব নাও—শুধু আমাদিগকে তোমার নাম করিতে দিও, কেন না, তোমার নামটি যদি কাড়িয়া লও, তাহা হইলে, আমাদের আর কিছুই থাকিবে না।

শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা

(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ কাব্যগুণাকর।)

(আজু) কুঞ্জ বিপিনে মিলত গোপিণী
খেলত শ্যাম সনে হোরি।
আবির কুঙ্কুম ডারে বঁধু গায়ে
রঙ্গে মুঠো মুঠো ভরি॥
অরুণিত বারি পিচকারী পুরি
বরিষয়ে ঘন বরজ সুন্দরী—
হো হো হাঃ হাঃ হাঃ হাসত পিয়ারী
কাল বরণ লাল করি॥
নাগর কালিয়া বিজনে লভিয়া
কুলবতী কুল উঠে উলসিয়া—
নাচত গাওত বভসে মাতিয়া
শ্যাম চাঁদে ঘেরি ঘেরি॥
উমতিণী বালা সরম ছোড়ি
বঁধুয়া রতনে ধরে হিয়াপরি—
পুরাওল আশ সবহুঁ গোয়ারী
বিবিধ বিহার করি॥

গুরুশিষ্য সংবাদ

(শ্রীযুক্ত রামাচরণ বসু ভাবসাগর)

হরিদাস।—শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীচরণ প্রমুখ মহাজনগণের সিদ্ধান্ত "শ্রীচৈতন্যদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্য আবির্ভাব বিশেষঃ" এবং সেই বিশেষত্ব হইতেছে "বৃষভানুসুতাযুতত্বে" তাহা একরূপ বুঝিলাম কিন্তু নরহরি সরকার

ঠাকুর প্রভৃতি মহাপ্রভুর প্রকট-লীলা-সাক্ষী মহাজনগণের পদাবলীতে অন্যরূপ বুঝা যায়। তাহাতে গৌরাঙ্গসুন্দরকে রসরাজ বিদগধ নাগর স্বরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, কেহ কেহ বা পণ্ডিত গদাধরকে শ্রীরাধিকাস্বরূপে দাঁড করাইয়া শ্রীশচীনন্দনকে খাঁটী রসিকশেখর কৃষ্ণত্বে স্থাপন করিয়া "আজু হাম তুয়া সনে ঝুলন বিলসব" এইরূপ পদ প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ যে নবদ্বীপ বিহারে ঝুলন লীলাদি প্রকাশ করিয়াছেন ইহাই প্রচার করিয়াছেন। তাদৃশ গম্ভীরচিত্ত মহাপণ্ডিত যে সম্পূর্ণ ব্যবহারিক মর্য্যাদা ছাড়িয়া ও ভুলিয়া সুরধুনী তীরে প্রকাশ্যে ঐরূপ রহো ব্রজলীলার অভিনয় করিয়াছেন অথচ অভিনয়ের মত সাজা কৃষ্ণের বিলাস বৈভব নহে পূর্ণমাত্রায় খাঁটী মধুর ব্রজলীলা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিজে দেখিয়া জানিয়া দৃঢ়তার সহিত সেই গৌরপার্ষদ বলিতেছেন "বাসুঘোষ কহে ইহা জানিয়া" সুতরাং এরূপ স্থলে রাধাভাব-দ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ আর কিরূপে বলা যায়? আবার কোনও সুন্দরী নদীয়া নাগরী সুরধুনী তীরে চিত্রার্পিতের ন্যায় গৌরসুন্দরকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছেন এবং পুরুষকান্তা ভাবে ("ব্রজ তরুণীগণ লোচনমঙ্গল, এবে নদীয়াবধু নয়ন আমোদ") কটাক্ষবিক্ষেপ করিতেছেন হঠাৎ চোখে চোখ পড়ায় মুগ্ধা সেই নাগরী ব্রীড়াবনতমুখী হইয়া মুখ ফিরাইয়া আছেন তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া গৌরকিশোর বলিতেছেন—

"ভাল ভাল ওহে এ সব চাতুরী কোথা বা শিখিলে তুমি।
বল বল দেখি তোমা না দেখিয়া কিরূপে বাঁচিব আমি॥"

দ্বাপরযুগে যাহা হইবার হইয়াছে এই ঘোর কলিকালে এরূপ চিত্র ভদ্রসমাজের অসহনীয় বটে বিশেষতঃ সুপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতরাজ নবীন যুবক গৌর কিশোরের পক্ষে তাঁহার ঈশ্বরত্বের দোহাই দিলেও ইহা তাঁহার পক্ষে শোভন নহে, আর শোভন হইলেও তাহা রসরাজত্বের পরিচায়ক

ভিন্ন আর কি বলিবেন? এই সকল পদকর্ত্তৃগণও মহাজন পদবাচ্য সুতরাং তটস্থ সাধকের পক্ষে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ দুষ্কর বটে, এখন কোন্ মহাজনের অনুগমন করিব?

গুরুদেব।—"ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত, অনন্ত অপার কেবা জানে।" সকল মনীষিগণ যদি ভগবৎ স্বরূপকে একই প্রকার দেখিতেন তবে অনন্তশাস্ত্রের অনন্তমত হইবে কি জন্য? নানামুনির নানামত চিরকাল আছে ও থাকিবে। যাহার আধার যেরূপ ভক্তিভাব-বাসিত, সে ভগবানকে সেইরূপেই দেখিবে ও বুঝিবে। একই আলোক রঙ্গিন কাচভেদে বিভিন্ন জ্যোতি প্রকাশ করে, বিশেষতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর সর্ব্বরসাশ্রয়, অখিল রসামৃতমূর্ত্তি, যাহার ভাগ্যে যেরূপ লীলা দর্শন হইয়াছে সে লীলাময়কে সেইরূপই বুঝিয়াছে। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে সকল মহাজনের একপ্রকার মত পোষণ করা সম্ভবপর নহে। সাধককে কাজেই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশমত চলিতে হইবে। যথা—"মহাজনের যেইপথ, তাতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।" লীলা হইতেই লীলাময়কে চিনিতে ও ধরিতে পারাযায়, তাহাও আবার কৃপা সাপেক্ষ।

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় তো যাহারে,
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবারে পারে॥ (শ্রীচরিতামৃত)

ইনি ত আবার প্রচ্ছন্ন-ঠাকুর। আত্মগোপন করিয়া ভক্তের সাজি-ধুতি বহিয়া ফিরেন। নিজেই "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিতেছেন তাঁহাকে ধরা খুব শক্ত। যিনি কিরীট কুণ্ডল কৌস্তুভ আদি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাকেই মায়ামুগ্ধজীব চিনিতে পারে নাই আর যিনি আপনাকে লুকাইতে ছদ্মবেশ ধরিয়া আছেন তাঁহাকে চিনিবে কে?

তাই শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে নারে সেই জন ছার।
বিশেষ দুর্গম এই চৈতন্য বিহার॥

শ্রীশচীর দুলালের প্রথম চিত্র হইতেছে নিমাই পণ্ডিত, পূর্ণ প্রচ্ছন্নলীলা। প্রাকৃত বিদ্যা আবরণে আত্মগোপন করিতেছেন, তর্কশাস্ত্রে অজেয়,

হয় ব্যাখ্যা নয় করে, নয় করে হয়।
আপনি খণ্ডিয়া শেষে আপনি স্থাপয়॥

ঐ দেখুন্ বৃথাতর্কের ভয়ে ভক্ত গদাধর মুকুন্দাদি পলাইতেছেন আর নিমাই পণ্ডিত উপহাস করিয়া জানাইতেছেন "বহির্মুখ-সম্ভাষণ-ভয়ে পলাইতেছ, একদিন—"অজভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥" কালো মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় এই আত্মস্বরূপাবরণী লীলা মধ্যে আত্মপ্রকাশের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, তাহাও পাকা জহুরী ভিন্ন অন্যে ধরিতে পারে না। সকল নদীয়ার বড় বড় বিজ্ঞ লোক, যাহাদের নিকট ভক্তি-রসের অনুভাবাদি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল যখন তাঁহারা শচীর নিমাইকে উন্মাদরোগগ্রস্থ সাব্যস্থ করিয়া শিরাঘৃতাদির ব্যবস্থা করিলেন তখন ভক্ত প্রবর শ্রীবাস পণ্ডিত দেখিয়া অবাক হইলেন, "হেন প্রেমমূলোকে না হয়।" ব্যাথিতা শচীদেবীকে আশ্বস্থ করিয়া বলিলেন "ইহা কভু অন্যজন বুঝিবারে নারে॥ যে মহাশক্তিযোগ দেখি ইহার শরীরে। ব্রহ্মা শিব শুক আদি তাহা বাঞ্ছা করে॥" এখন বুঝিলে সেই প্রেমের ঠাকুরকে চেনা কত শক্ত।

হরিদাস।—নরহরি সরকার ঠাকুরত "গৌরপ্রেমের গাগরী", ব্রজ-লীলার মধুমতী সখি, তাঁহারত ভালই চিনিবার কথা।

গুরুদেব।—তিনিত ভালরূপেই চিনিয়াছিলেন এবং সে নিগূঢ় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ জনসমাজে তিনিই এইরূপে প্রচার করিয়াছিলেন।—

বসে তরু ঢর ঢর, গৌর কিশোরবর,
এবে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সে সব নিগূঢ় কথা, কহিতে অন্তরে ব্যথা,
ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম, কলিতে চৈতন্যনাম,
গর্গবাক্য ভাগবতে লিখি।
চিতে করি অনুমান, শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ,
রাধাকৃষ্ণ তনু তার সাখী॥
অন্তরেতে শ্যামতনু, বাহিরে গৌরাঙ্গতনু,
অদ্ভুত এ গৌরাঙ্গ লীলা।
রাই সঙ্গে খেলইত, কুঞ্জবন বিলসিতে,
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥
কহিবার কথা নয়, কহিলে কি জানি হয়,
না কহিলে মনে বড় তাপ।
মনে অভিলাষ করি, গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি,
নরহরি করয়ে বিলাপ॥

হরিদাস।—(সানন্দে সবিস্ময়ে) তবে ত দেখিতেছি সরকার ঠাকুর ও শ্রীজীব প্রমুখ গোস্বামীগণের সিদ্ধান্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত বপু যে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাও স্বীকার করিতেছেন এমন কি নিগূঢ় নিকুঞ্জে মাদনাখ্য মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সহিত কুঞ্জবিলাসের পরিণামে যে "শ্যাম ভেল গোর আকার" তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন তবে তাঁহার "মনে বড় তাপ" কি তাহাই বুঝিলাম না।

গুরুদেব।—সে তাপ যে কিজন্য তাহাও ত তিনি দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, একেবারে জগৎ ভক্তিশূন্য হইয়াছে তাই অনর্পিত নিজ ভক্তি

সম্পদ অবিচারে বিতরণ করিতে ভক্তরূপী স্বয়ং ভগবান্ দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। কেহই সেই অজভব বাঞ্ছিত বস্তুকে চিনিতে পারিল না, চিনাইয়া দিলেও লয় না, উল্টিয়া কদর্থ করে।

"অবতার সার, গোরা অবতার,
কেন না চিনিলে তারে"।
কবি নীরে বাস, গেল না পিয়াস,
"আপন করম ফেরে"॥

ইহাই তাঁহার "বড় তাপ"।

হরিদাস।—প্রভো, আমার বড় সমস্যা মিটিয়াছে, এক্ষণে বুঝাইয়া দিউন যে, তিনি লীলারহস্য জানিয়া প্রকৃত গৌরতত্ত্ব বুঝিয়াও কি জন্য শ্রীগৌরাঙ্গকে রসরাজ নাগরভাবে ভজন করিতেন?

গুরুদেব।—শ্রীল নরহরি সরকার বহির্দৃষ্টিতে পুরুষ দেখিতে হইলেও তিনি প্রভুর শক্তিতে গণন, তুমিই বলিলে তিনি ব্রজলীলার মধুমতী। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার নিত্যকান্তাসম্বন্ধ, ছদ্মবেশে থাকিলেও দর্শন মাত্রই তাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধ জাগিয়া উঠে, অদম্য ভাবের বৈভব চলিতে থাকে। সাধারণ সাধকের গণ্ডীভুক্ত তাঁহারা নহেন। গৌরীদাস পণ্ডিত ব্রজের সুবল সখা, অভিরাম হইতেছেন ছিদাম। গৌরাঙ্গকে দর্শন মাত্রেই "ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ডাকে অভিরাম" এখন বুঝিলেত যাঁহার যেরূপ ভাব সম্বন্ধ তিনি সেই সর্ব্বরসকদম্বকে সেইরূপই দেখিবেন ইহা স্বাভাবিক। নরহরি সরকার ঠাকুর নিজে নাগরী ভাবের বহু পদাবলী করিলেও অনধিকারী জনে শ্রীগৌরাঙ্গে নাগর ভাবের আরোপ না করে সেজন্য বিশেষ সতর্ক করিয়াছেন। ঐ নাগরী ভাবের বেশী ছড়াছড়ি দেখিয়া উক্ত-ঠাকুর মহাশয় খেদ করিয়া বলিয়াছেন,—

"কি বলিব ওগো তোমাদের প্রতি মুই সে পড়িনু ধন্দে।
কি লাগিয়া এত নিন্দহ এমন সুজন নদ্যার চান্দে॥
পরম পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র কেবা না জানয় তায়।
তার নিরমল কুলের প্রদীপ জগতে যাহারে চায়॥
সদা ধর্ম্ম পথে রত বেদাদিক বিনা না জানয়ে আর।
সে দিগ্বিজয়ী জয়ী নদীয়ার পণ্ডিত অধীন হইল যার॥
প্রকৃতি প্রসঙ্গ কভু না শুনয়ে শুনিতে বাসয়ে দুখ।
ভুলিয়া কখন না দেখল পর রমণীগণের মুখ॥
যদি কভু সুরধুনী স্নানে নারী বসন ঠেকয়ে গায়।
তখনি উচিত করে প্রায়শ্চিত্ত তবু না সম্বিত পায়॥
তাহে সাধ করি মিছা অপবাদ দিলে অপরাধ হবে।
নরহরি সাথী শিখাই সবারে একথা কভু না করে॥"

হরিদাস।—সবকার ঠাকুরের ভাব একরূপ বুঝিলাম, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদি গ্রন্থে দেখিতে পাই শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া বলিতেছেন— "কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ।
আমি সেই ভগবান দেবকীনন্দন॥

এখানে ত সাদাসিদে "কৃষ্ণ" ভাব বুঝা যাইতেছে রাধাভাবাঢ্য কিরূপে বলিব?

গুরুদেব।—এসব স্থলে কবিকর্ণপুর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "কচিত্ কৃষ্ণাবেশঃ" শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব বিচারে শ্রীকৃষ্ণস্থ 'আবির্ভাব বিশেষ' ঠিক রাখিয়াছেন অর্থাৎ তদ্ভাবৈকপ্রাপ্ত, অবস্থায় শ্রীরাধা ভাব রাখিয়া কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের আবেশ হয় এইরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন। প্রকট লীলায় গোপীগণেরও ঐরূপ কৃষ্ণাবেশ হওয়ার কথা শ্রীভাগবতে আমরা দেখিতে পাই।

হরিদাস।—ইহাও ত একরূপ বুঝিলাম কিন্তু নদীয়ার কুলবতীগণের প্রেম ব্যবহারে এবং তাঁহাদের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের কটাক্ষ বিক্ষেপ বা "তোমা না দেখিলে মরি" ইত্যাদি প্রেমোক্তি নবদ্বীপলীলায় প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার বলিয়া বহু পদকর্ত্তার উক্তিতে বুঝা যায় তাহা "কচিত্ত" বলিয়া মনে হয় না, সে বিষয়ের সমাধান কিছু আছে কি?

গুরুদেব।—সম্প্রদায়াচার্য্যগণ কিছুই অমীমাংসিত রাখেন নাই। প্রভু রাধামোহন ঠাকুর তৎকৃত পদামৃত সমুদ্রে তোমার এই প্রশ্নের কিরূপ সমাধান করিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাষাতেই পাইবে, যথা—"নন্বু কলিযুগ-পাবনাবতারস্তদ্ধর্ম্মাক্লিষ্ট নিখিল নর নারীণাং সংসারহেতু শৃঙ্গারাদ্যনর্থ নিবৃত্তি পূর্ব্বক কেবল প্রেমবিতরণ কার্য্যত্বান্নানাপ্রকারেণ তদ্ধামগতাং নায়িকানাঞ্চ পরনারী পরপুরুষ বিষয়ক শৃঙ্গার সূচক কটাক্ষাদি ধার্ষ্ট্যং কথং সম্ভবতি? অত্রোচ্যতে পূর্ব্বাবতারেঽহমেব বিষয়াবলম্বনমিতি জানতী তদাশ্রয়ালম্বন ভাববতী কাচিন্নবদ্বীপনাগরী শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্রকৃত কটাক্ষস্থান্ স্বস্মিন্নভিযোগান্মন্যমানা নিজ সখীং প্রতি লালসামেবাবেদয়তি। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্রস্য সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্যা তৎ প্রেমত এব তে জ্ঞেয়াঃ। অস্যাবতারস্য মুখ্যরূপেণাশ্রয়ালম্বনভাবনিদানত্বাৎ। অতো ন দূষণং তাসাং তু তস্যাশ্রয়ালম্বন ভাবজ্ঞানমপি ন দোষঃ। কিন্তু স্বভাব ব্যত্যয়াভাবাৎ গুণ এ বেতি সর্ব্বসামঞ্জস্যং বৃত্তং এবং সর্ব্বত্রাপি জ্ঞেয়ং।"

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ মিলিতবপু লইলেও শ্রীরাধাভাবই হইতেছে নিদান তাহারই প্রাধান্য সেই কৃষ্ণময়ীর মত শ্রীগৌরাঙ্গেরও "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে" ইহাই হইল শ্রীগৌরাঙ্গের স্থায়ীভাব, তবে মাঝে মাঝে সঞ্চারী ভাবের সংক্রমণে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। যাঁহারা ব্রজের কান্তা তাঁহারাই কেহ ছন্নাবতারের সহিত ছদ্মবেশে পুরুষ সাজিয়া প্রাণবল্লভের সহিত নরলীলায় রসাস্বাদন করিতেছেন কেহ কেহ নদীয়া

নাগরী হইয়া আছেন তাঁহাদের পূর্ব্ব স্বভাবসিদ্ধ ভাবে পুরুষবেশী (অথচ প্রকৃতিভাবে পূর্ণ বিভাবিত) শ্রীগৌরাঙ্গকে ব্রজনাগর বিবেচনায় হাস্য কটাক্ষাদি করিয়া থাকেন কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাস্বরূপে তাঁহাদিগকে তাঁহার প্রাণবধু নাগবেন্দ্র চূড়ামণি জ্ঞানে হাস্য কটাক্ষাদি করেন। সাধারণ লোক যাহারা এই মহাভাবের তত্ত্ব বুঝে না তাহারা অন্যরূপ বুঝে। এই রাধাভাবে নাগরীকে কৃষ্ণজ্ঞানে তিনি যেন তাঁহার সহিত পরিহাস করিয়া লুকাইতেছেন সেই ভাবে তাঁহাকে বলিতেছেন—

"ভাল ভাল ওহে এসব চাতুরী কোথা বা শিখিলে তুমি।
বল বল দেখি তোমা না দেখিয়া কিরূপে বাঁচিব আমি॥"

ইহাই তোমার প্রশ্নের সমাধান কিনা বুঝিয়া দেখো। বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বজন পরিচিত ও সম্মানিত নবদ্বীপ পুরন্দর তিনি প্রকাশ্য রাজপথে কুলবতীর প্রতি কি ঐরূপ ধৃষ্টতা কখন করিতে পারেন? না ইহা কেহ মনেও কল্পনা করিতে পারে বিশেষতঃ আকৃতির মধ্যে কিছু নাই, ভাবের হইল কর্তৃত্ব ও রাজত্ব। পুরুষবেশী হইলে কি হইবে তিনি যখন অন্তরে পূর্ণ প্রকৃতিভাবাবিষ্ট তাঁহাকে কোনও কামিনী পরমা সুন্দরী ও বিদগ্ধবতী হইলেও আকৃষ্ট করিতে পারিবে না উহা যে একেবারেই ভাব বিরুদ্ধ। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গে সেরূপ দোষারোপ করিবার অবকাশমাত্র নাই। সাধকের প্রতিও সেজন্য তাঁহার উপদেশ হইতেছে "ব্রজবধুগণের আচরিত উপাসনা তাঁহাদের অনুগতা কিঙ্করী স্বরূপে করিবে।" সেজন্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শিখাইলেন তোমাকেও মঞ্জরী দেহাশ্রয়ে প্রেষ্ঠালিসহ শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জভবনে স্মরণ মনন করিতে হইবে। তোমার অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ উদ্দীপিত হইলে তুমিও কামিনী কটাক্ষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

হরিদাস।—শ্রীল রাধামোহন প্রভুর এই সমাধানে কৃতার্থ হইলাম।

সব সন্দেহ দূরীভূত হইল, কিন্তু যাঁহারা নিজে নাগরী সাজিয়া চৈতন্যদেবকে নাগর ভাবে ভজন করিতে চাহেন তাঁহাদেরও ত পরিপূর্ণ কান্তা হইতে হয়।

গুরুদেব।—তাহাতো হইতেই হইবে, তাহাই যাহার স্বভাব সে সরকার ঠাকুর মহাশয়ের মত নাগরীভাবে ভজনা করিতে পারে কিন্তু তাহা ত মুখের কথা নহে। সেরূপ সিদ্ধ ভাবাপন্ন সাধক সচরাচর মিলিবার কথাও নহে। নচেৎ তুমি মুখে বা বেশে নাগরী সাজিলে আর বেশ কলত্রাদি পরিজন লইয়া সুখে সংসার করিতে থাকিলে ও বংশ রক্ষাও করিতে থাকিলে তাহা পূর্ণ আত্মবঞ্চনা, এ রাজ্যে তাহা আদৌ চলিবে না। তোমাকেও পরমারাধ্য সরকার ঠাকুরের মত বড়ডাঙ্গার জঙ্গল মধ্যে যাইয়া নিভৃতে ভজন করিতে হইবে।

হরিদাস।—যুগল ভজনেও ত সেই কাঠিন্য আছে মনে হয়।

গুরুদেব।—আছেইত পৌরুষ ভাবের প্রাবল্য থাকিতে যুগল ভজনের স্ফুরণ হইবে না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিতেছেন শ্রীরূপাদি গুরুবর্গের কৃপায় মঞ্জরী ভাবের উদ্দীপনা হইবে। তবে কান্তা হওয়া ও কান্তার দাসীর দাসী হওয়ায় তফাৎ অনেক তবে সেখানেও ঐ কথা—

"অন্তরে প্রকৃতিঃ মুখ্যা বাহে পুমান্ প্রকট্যতে।
স্ব স্ব ভাবে সদামগ্নঃ পুংসাচারং ন চাচরেৎ॥"

শ্রীরাধাভাবাঢ্য গৌরাঙ্গসুন্দর হইতে শিষ্য পরম্পরায় সকল সখী মঞ্জরীই তোমাকে অনুগা দাসী জ্ঞানে তোমাকে কৃপা করিবেন তাহাই তোমার লাভ ও ভরসা। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীরাসে চলিয়াছেন "ফুলবন দেখে গোরা বৃন্দাবনের সমান, সহচরগণ করে গোপী অনুমান॥" স্বরূপ দামোদরকে তখন ললিতা দেখিয়া বলিতেছেন "বৃন্দাবনের সেই রাসস্থলী আর কতদূরে, প্রেমে অঙ্গ ভারি হইয়াছে, আমি চলিতে

পারিতেছি না আমায় ধরো, অগ্নিগোলক সান্নিধ্যস্থ সকলকেই অগ্নিবৎ করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপায় সকলেই ব্রজভাবে বিভাবিত। স্বরূপ দামোদরও আপনাকে ললিতা ভাবিতেছেন, তিনি তদনুগত সহচরগণকে নিজ কিঙ্করী দেখিতেছেন তাহাদিগকে ইঙ্গিতে শ্রীমতীর সেবা করিতে বলিয়া নিজে সেই ব্রজ অভিসারিণী ভাব বিভাবিত নবদ্বীপচাঁদকে সাহচর্য্য করিতেছেন। এখানে দেখা যাইতেছে সাধকের সাধন অপেক্ষা গুরুবর্গের কৃপাই প্রচুর।

হরিদাস।—উহাত আপনাদের স্মরণ মননের ধারা বা ভাব মাত্র, প্রকৃত বস্তুলাভ কোথায়?

গুরুদেব।—সিদ্ধ মহাজনের বাক্যে বিশ্বাস হইলে আর ভজন সাধন চলে না, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—"সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা, পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।" আর ভাব বলিয়া উপেক্ষা করিও না ভাবের শক্তি ও বৈভব অবর্ণনীয় "মূঢ় জনে নাহি জানে ভাবের বৈভব" ইহাই হইল শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত ব্রজরাগানুগা ভজন। তাহাই রায় রামানন্দমুখে প্রভু শিখাইতেছেন।

"অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধা কৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

শ্রীল দাস রঘুনাথকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ সেবিত গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মহাপ্রভুর এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন।

শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকাচরণে। (শ্রীচরিতামৃত)

সাধককে কিঙ্করী ভাবাপন্ন হইয়া শ্রীরাধিকাচরণাশ্রয় করিতে হইবে ইহাই এখানে মহাপ্রভুর হার্দ্দ। তাহা খোলসা করিয়া দাসগোস্বামী "স্ব সঙ্কল্প প্রকাশ স্তোত্রে" বলিয়াছেন—

অনাবাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীংতৎপদাঙ্কাং।
অসম্ভাষ্যতদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃশ্যামসিন্ধোরসস্যাবগাহঃ॥

আনন্দ ঘন কৃষ্ণরস সাগরে অবগাহন করিবার বাসনা তোমার থাকিলে তোমাকে শ্রীকৃষ্ণকান্তা শিরোমণি শ্রীরাধিকাচরণাশ্রয় করিতেই হইবে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর শ্রীরাধাচরণাঙ্কিত শ্রীবৃন্দাবনকেও আশ্রয় করিতে হইবে এবং শ্রীরাধাভাবে গম্ভীরচিত্ত ভক্তবৃন্দের সঙ্গ করিতে হইবে তবেই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে নতুবা নহে।

ঠিক্ এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম সোজাবাংলায় উপদেশ করিয়াছেন; গোবিন্দ পাইবার সহজ উপায় শুন।

"রাধিকাচরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু, আনায়াসে পাবে গিরিধারী।"

শ্রীচৈতন্যদেবের পরম কৃপাপাত্র শ্রীল প্রবোধানন্দ গোস্বামীও সেই-রূপ প্রার্থনা করিতেছেন।

সৎপ্রেমসিন্ধু মকরন্দরসৌঘধারা, সারানজস্রমভিতঃ স্রবদাশ্রিতেষু।
শ্রীরাধিকে তবকদা চরণারবিন্দং গোবিন্দ জীবনধনং শিরসাবহামি॥

হে গোবিন্দ-জীবনসর্ব্বস্ব রাধিকে! আশ্রিতের প্রতি তোমার যে শ্রীচরণের সৎপ্রেমরস মকরন্দধারা অনর্গল বর্ষিত হইতেছে সেই-শ্রীচরণকমল আমি কবে নিয়ে বহন করিব।" প্রায় সকল মহাজনের বাক্যে এই একই পরমমঙ্গল উপদেশ পাওয়া যাইতেছে এবং শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলা ও গম্ভীরা লীলা পূর্ব্বাপর ভালরূপ আলোচনা করিলে

বুঝাযাইবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিতবপু শ্রীগৌরাঙ্গে বাধাভাবই প্রৌঢি রূপে বিকসিত সুতবাং বাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরাঙ্গাশ্রয়ই ব্রজানুগা সাধকগণের পবম শুভদ, সেইজন্যই সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীজীবাদি গোস্বামীগণ কর্ত্তৃক তাহাই প্রবর্ত্তিত ও সম্প্রচাবিত হইয়াছে। তাহাবই যথাযথ অনুশীলনে আমাদের অভীষ্টপূর্ণ হইবে। তাহা কিরূপ শ্রীল নরোত্তম বলিতেছেন,—

মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে পূর্ণ হবে তৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা বাধাকৃষ্ণ ॥

—০—

"চিত-চোরা"

শ্রীযুক্ত তাবাপদ মিত্র।

তোমার প্রেমে ভাস্‌ব আমি—বড়ই আশা মোব
দুবেতে আব থেকোনা হে এস চিত-চোব,
তুমি আমার প্রাণের বঁধু—এস প্রাণের মাঝে,
নয়ন ভবে' তোমায় দেখি নিত্য সকাল সাঁঝে,
কবে আমার এবৃন্দাবনে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
দাঁড়াবে ওহে চিকণকালা শ্রীরাধা লয়ে বামে,
করেতে লয়ে মোহন বাঁশী শিরেতে-শিখি-পাখা,
বাজায়ে নূপুর রুনু ঝুনু দিবে গো এসে দেখা ?
যতন করে ফুলের মালা দিব তোমার গলে,
সচন্দন তুলসী দিব ঐ বাঙ্গা চবণ তলে,
এসহে সখা এসহে প্রিয় চাহিনা কিছু আর
জীবন মম বিফলে গেল এসহে প্রাণাধার !
তোমাব তবে আসন খানি যতন করে রাখা,
দিন যামিনী পথের পানে তাইত চেয়ে থাকা।
তুমি হে যদি না আস তবে কাহারে আর চাব,
কোথায় বল তোমার মত এমন প্রিয়-পাব ?

বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

বিগত ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে চৈত্র দিবসত্রয় হাওড়া ভাগবতাশ্রমে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় দীনবন্ধু কাব্যতীর্থবেদান্তরত্ন মহোদয়ের শুভাবির্ভাব তিথির আরাধনা উপলক্ষে ত্বদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন মহোদয় বিশেষ সমারোহের সহিত মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অন্যান্য কার্য্য যথানিয়মে হইয়াছিল তন্মধ্যে আলোকচিত্র সাহায্যে দুই দিন শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা ও একদিন শ্রীকৃষ্ণলীলা দেখান হইয়াছিল। চিত্রের অনুকূল বক্তৃতা উক্ত অনাথবন্ধুই করিয়াছিলেন। সময়োচিত গান শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী কবিরত্ন ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা দেখাইবার দিন শ্রীল যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় কয়েকখানি সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন। আমরা কয়েকদিনই লীলা-দর্শনের এবং বক্তৃতা ও গান শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। "লীলা-মিলনী" যে ভাবে প্রচার করিয়া দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে মনে হয় তাঁহাদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। শুনিলাম বর্ত্তমান সময়ে দূরদেশে নানাস্থানে তাঁহাদের আহ্বান এত বেশী হইতেছে যে, বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদিগকে পাওয়া যাইতেছে না। আমরা বলি এজন্য কলিকাতা বাসীর দুঃখ করিবার কারণ নাই। কেননা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-দেশ, বিদেশে প্রচার হউক আমরা মহাপ্রভুর নিজ শ্রীমুখোক্তি "পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম, সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" এই মহাবাক্যের সার্থকতা দেখিয়া ধন্য হই।

* * *

আজ ৩।৪ মাস যাবৎ মাননীয় ভক্তি সম্পাদক মহাশয় শ্রীশ্রীমন্মহা-

প্রভুর লীলা প্রচারে ঢাকা, বংপুর, কুচ্‌বিহার প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করায় ভক্তি প্রকাশে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা গ্রাহকবর্গের নিকট বিশেষভাবে ত্রুটী স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি আশাকরি তাঁহারা আমাদের এই বিলম্বের জন্য নিজ নিজ মহত্বগুণে ক্ষমা করিবেন।

* * *

"লীলামিলনী" নিজ সম্প্রদায় সহ কয়েক মাস যাবৎ নানাস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা শ্রীধ্রুবচরিত্র দেখাইয়া যে ভাবে প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা যথার্থই প্রশংসার্হ। কুচবিহার ধর্ম্মসভা মাত্র ৩ দিনের জন্য উক্ত সাম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু লীলা-দর্শনে তাঁহারা এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, সহরে ও তন্নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে প্রায় ১৩।১৪ দিন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহারা উক্ত লীলা দেখিয়াছেন। আরও অনেক স্থানে হইবার কথা ছিল কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের বিশেষ বন্ধু বহু গুণ-সম্পন্ন সাধক শ্রীমৎ শচীনন্দন বাবাজী মহাশয় বিশেষ অসুস্থ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারা সম্প্রদায়সহ আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখনও উক্ত বাবাজী মহাশয় সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই তাই তাঁহারা এখন বাহিরে যাইতে পারিতেছেন না। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে লীলা দেখাইতেছেন। আমরা বাবাজী মহাশয়ের অসুস্থতায় বিশেষ দুঃখিত, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়জনকে শীঘ্র শীঘ্র রোগমুক্ত করিয়া দিন ইহাই প্রার্থনীয়।

* * *

পূজনীয় শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় ইতিমধ্যে সামান্য অসুস্থ হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে অনেকটা সুস্থ আছেন। শ্রীরথযাত্রা আগত প্রায়, কাজেই রথযাত্রার বিরাট অভিযানে তিনি যে ভাবে প্রতি বৎসর গমন করেন তাহাতে পূর্ব্ব হইতেই বিশেষভাবে যে তাঁহাকে সেই সকল আয়োজনে ব্যস্ত থাকিতে হয়। যদিও পূর্ব্বের ন্যায় তিনি এখন ঘোরাঘুরি করিতে পারেন না তথাপি তাঁহার অনুগতজন অক্লান্ত পরিশ্রমে সকল ব্যবস্থাই করিবেন আমরা এ ভরসা না করিবার কোন কারণ দেখি না।

শ্রীমাধাই দাস।

গৌর-পদ-সমুদ্র।

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্" হইতে "গৌর-পদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থের একটী দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে। গৌরভক্তবর শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই নব সংস্করণের নূতনত্ব আছে—অনেক ভুল ভ্রান্তিও সংশোধিত হইবে।

"গৌর-পদতরঙ্গিণী" গ্রন্থে উদ্ধৃত ও সঙ্কলিত প্রাচীন পদকর্ত্তৃগনের পদাবলী ব্যতীত এখনও শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক প্রাচীন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী অনেক আছে, এবং সেই সকল পদকর্ত্তাদিগের পরিচয়েরও বিষয় আছে। সেইগুলি একত্রে সংগ্রহ করিতে আমার মনে একটী বাসনা উদিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে আধুনিক শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক রসাভাসশূন্য পদাবলীগুলির একত্র সংগ্রহও বাঞ্ছনীয়। ইহার মধ্যে আধুনিক শিক্ষিতা স্ত্রী-কবিগণের রচিত অতি সুন্দর বহু পদাবলী আছে। সে গুলিও আদরণীয় এবং তাঁহাদেরও পরিচয় প্রয়োজন।

কৃপানিধি গৌরভক্তগণ কৃপা পূর্ব্বক অপ্রকাশিত প্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয় পদাবলীর সন্ধান ও সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়া এই জীবাধমকে কৃতার্থ করুন। আধুনিক পদকর্ত্তা ও পদকর্ত্রীগণও কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের স্বরচিত পদাবলী প্রেরণ করিলে কৃতকৃতার্থ মনে করিব। সুস্পষ্ট অক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন রাখিয়া পদাবলী লিখিয়া পাঠাইবেন।

এই গ্রন্থের নাম হইবে "**গৌর-পদ-সমুদ্র**" এবং এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনের ভার লইবেন, প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়গণ। পদাবলী নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

বৈষ্ণবকৃপাভিখারি,

দীনহীন—শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

সম্পাদক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

বুড়াশিবতলা, শ্রীধাম নবদ্বীপ।

বিষাদিতা।

—:০:—

আশ্বাসন।

—:০:—

(১)

"এস হে ব্রজনাথ! করুণানিধান,
পতিতপাবন, পাতকীতারণ, জগজনপ্রাণ!"

ডাকিলা অদ্বৈত চাহি ঊর্দ্ধ পানে,
চাহি চতুর্দ্দিকে—কি গাঢ় ছায়া
অধর্ম্মের, আছে বারিদের মত
আচ্ছাদিয়া ধর্ম্ম প্রীতি ও দয়া।

ডাকিলা অদ্বৈত নয়ন জলে
করিয়া তর্পণ ভাসা'য়ে বুক;
যুড়িয়া দু'কর বৈষ্ণব ঋষি
প্রণমিলা ঊর্দ্ধে তুলিয়া মুখ।

সহসা বহিল মৃদুল বায়ু,
শীতল হইল তপত প্রাণ ;
কি এক অজ্ঞাত আশার ঊর্ম্মি
ছুটিয়া করিল আশ্বাস দান।

"আসিবি ?" স্বগত অদ্বৈত কহে,
"আসিবে কি তুমি পাতকী-ত্রাণ !
আনিব মানব দুর্গতি দূরীতে
করিতে জীবেরে অভয় দান।"

তন্ময় অদ্বৈত বাহ্যজ্ঞান-হীন
ভাবের আবেগে কহিছে কথা ;
নাহি জানিল যে কখন নিমাই
উজলিয়া দিশি আসিল তথা।

"এস দাদা !" কিবা মোহন বীণা
ঝঙ্কারিল, মোহ ভাঙ্গিল শুনি ;
হেরিলা বিস্ময়ে সুবর্ণ-শিশু
ডাকে বিশ্বরূপে ; কি মধুধ্বনি !

ভাবিলা অদ্বৈত কি সুধাক্ষরে
ক্ষুদ্র বিশ্বরূপ-ভ্রাতার বাক্যে !

হেরি শিশুরূপ স্নিগ্ধ নেত্র,
কিবা ভাব ভক্তি জাগে গো বক্ষে !

কৃষ্ণ-নিষ্ঠ স্থির হৃদয় মাঝে
কেন বা তরঙ্গ হেরিলে উঠে ?
বিরাজিত বাল-দেহেতে বুঝি
ধেনু চরাইত যে জন গোঠে ?

"এস দাদা !" পুনঃ নিমাই ডাকে,
পুনঃ ঝঙ্কারিল বীণায় তান ;
চলিল দু'ভাই চপলার প্রায়
করিয়া আঁধার সভার স্থান । *

বলে নিজ মনে উচ্ছাসে ঋষি,
'হে বালক ! কি যে মহিমা তোর,
বিমোহিত কর বৃদ্ধের চিত্ত ;
তবে কি গো তুমি আরাধ্য মোর ?'

* শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণকে লইয়া ভক্তি শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, ইহাই অদ্বৈত সভা। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর (নিমাইর) অগ্রজ বিশ্বরূপ সতত ঐ সভায় যাইতেন। আহার প্রস্তুত হইলে শচীমা তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে নিমাইকে পাঠাইতেন।

(২)

"আয় আয় আয়", পাগলের প্রায়
কে ডাকিছে ওই, "আয় কানাই।
শূন্য বৃন্দাবনে, বনে বনে বনে
খুঁজিয়া যে তোরে না পাই ভাই!"

"পুঞ্জে পুঞ্জে কুঞ্জে না ফুটে ফুল,
না করে ভৃঙ্গ গুঞ্জন ধ্বনি,
যমুনার বারি উজান না বহে,
ময়ূরীর আর কেকা না শুনি।

"তোমার ধবলী শ্যামলী কোথা?
হারে রে রে রব না শুনি কেন?
শূন্য বৃন্দাবন বিহনে তোমা
বিদগ্ধ ক্ষুধিত মরুভূ যেন!"

"আয় আয় আয়", কে ওই ডাকে?
নয়নে তাঁহার শ্রাবণ-ধারা;
স্নেহ-আহ্বানে চরাচর মুগ্ধ,
সে প্রেম-বর্ষণে শীতল ধরা!

ঈশ্বর পুরী* স্তম্ভিত হেরি
যায় ধীরে ধীরে নিকটে তাঁর ;
"কে গো তুমি ? কারে ডাকিছ হেন ?
হেথা কি সে জন আছে গো আর ?
ব্রজবন তাঁর এ বিশ্বভরি'
গোপালের পাল্য প্রতপ্ত জন,
তাহাদেরে সে যে ফেলিতে নারে,
দিতে প্রেমধন করেছে পণ।"

"এ মরু ধরায় বহা'ব বন্যা
যদি তাঁরে পাই—শুনি' সে বলে—
নেচে নেচে নেচে গাইব গীতি,
ধরার গ্লানিমা যাইবে চলে।"

"যাও তবে—কহে ঈশ্বর পুরী—
যাও গো নদীয়া নগরে তুমি,

* নিমাই পিতৃপিণ্ড প্রদানার্থ গয়াধামে গমন করেন, তথায় ঈশ্বরপুরী নামক ভক্ত সন্ন্যাসীর কাছে কৃষ্ণ-দীক্ষা গ্রহণ করেন। নিমাইর অপূর্ব্ব ভাব দর্শনে নিমাইকে তখনই তিনি লোকাতীত পুরুষোত্তম বলিয়া অবধারণ করেন ও তথা হইতে বৃন্দাবন গমন করেন। তিনি বৃন্দাবনেই এই ব্যাপার অবলোকন করেন।

শচীর দুয়ারে দেখিতে পাইবে
নাচিছে প্রেমেতে জগতস্বামী।"

ধাইল সেজন আনন্দে মাতি,
আনন্দে তাঁহার বসতি নিত্য ;
আনন্দ-আবেশে নেচে নেচে যায়,
"নিত্যানন্দ" নাম ধরেছে সত্য।

মিলিল যমুনা জাহ্নবী সহ,
ঊষায় চুম্বিল দিবারে সুখে,
ভকতি শুইল প্রেমের কোলেতে ;
উঠে হরিধ্বনি ভকত মুখে।*

নদ নদী শত মিশিল আসি,
পূর্ণ পয়োধি সম্পূর্ণ হ'ল ;
নবদ্বীপ—এ যে গোলক ধাম,
সদা হরি হরি উঠেছে রোল।

* শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সম্মিলিত হইলে ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করেন।

প্রথম সর্গ।

বিচিত্র চিত্র।

অনন্ত নির্ম্মল সুবিমল নভঃ
অনন্ত মেঘের রেখা ;
ক্রমে ক্রমে ক্রমে কি যে পরিবর্ত্ত !
কিবা শোভা দিল দেখা।

ওটি কি গো তরু বিশাল বিচিত্র ?
এটি কি গো বাঁশ ঝাড় ?
ঐটি কি মানুষ ? আর ইটি বুঝি
ঘাস খাইতেছে ষাঁড়।

আকাশের গায় কে একেছে তুলি
ধরিয়ে এ চারু ছবি ?
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপ বিনিময় !
যেমন হেলিছে রবি।

যথা ছায়াচিত্রে নিমিষে নিমিষে
আসে কত ভিন্ন দৃশ্য।

ঐ যেন কে গো রং ঢেলে দিয়ে
সে সবে করিল ধ্বংস !

দেখিতে দেখিতে কি রম্য কিরণে
দশ দিশি আবরিল !
কি দিব্য আভায় সোণার কুসুমে
রূপপ্রভা বিকশিল।

সোণার দুইটি প্রফুল্ল কুসুম
হেলে দোলে চলেছিল,
পীতাভলোহিত ভানুর কিরণে
কিবা শোভা প্রকটিল।

ভুবন মোহন শ্রীগৌর সুন্দর
স্বচ্ছন্দে নদের পথে
ভ্রমিতে যে ছিল—দেব কুমারের
মত—নিতাইর সাথে।

কি ভাব হইল, "শান্তিপুরে চল"
যেমন মুখেতে বলা ;
অমনি সে পথে দুই চঞ্চলের
তখন তখনি চলা।

কেহত না জানে, গেল কোন স্থানে ?
ভকতের মাঝে ত্রাশ ;
একে একে সবে মলিন বদনে
গেলা যথা শ্রীনিবাস।

শ্রীনিবাস গৃহে না দেখি নিতাই,
সবে করে অনুমান,
'নিশ্চয় কোথায় নিতাই সহিত
গিয়াছেন ভগবান।'

* * *

হেথা বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরঘরিণী
কিশোরী সরলা বালা,
আপন সদনে বসি একমনে
গাঁথিতে ছিলেন মালা।

মনপ্রাণ তাঁর পতির চরণে
দেহমাত্র ঘরে আছে ;
পতি ধ্যানানন্দে আবিষ্টা বালিকা,
পতিতরে গাঁথিতেছে।

কি চারু কুসুম, কিবা কম করে
রম্য হারে পরিণত !

পতির গলায় দিবে যবে হেসে
শোভা বা বাড়িবে কত !

মানস-নয়নে নেহারিল বালা ;
নেহারিল প্রাণপতি
হারের বদলে কি প্রীতিকুসুম
ফুটা'ল আনন্দে মাতি !

মুগ্ধা বালিকা সে রসে ডুবিয়া
নিচল বসিয়া ঘরে ;
মধুপান করি মক্ষিকারা যথা
আড়ষ্ট,—নড়িতে নাবে।

হেনকালে সখী সব ক্রমে ক্রমে
একে একে উপজিল ;
কোন কৃতী মালি সুকৌশলে যেন
ফুলবাজি সাজাইল।

প্রফুল্লিত মুখ প্রীতিভরা বুক
লাবণ্য-লসিত দেহ,
দেব কিশোরীরা আসিয়া পশিল
উজলিয়া শচীগেহ।

আসে প্রতিদিন ; চারু চন্দ্রমায়
তারাগণ বেড়ে যথা,
আজিও তেমনি সাজাইতে ধনী
হ'ল সবে উপনীতা।

ভৈরবী—যৎ।

জেগেছে সবার আজি কেমন বাসনা মনে ;
একে একে সাজি ভবি বিবিধ কুসুম আনে।
অমিতা* কুসুম কলি
রুচির করেতে তুলি
আহা। গাঁথিয়া মোহন মালা সাজাইল সযতনে।
কাঞ্চনা* কাঞ্চন ফুলে
করি 'কাণ' কৌতূহলে
মরি মরি। পরাইল কি সোহাগে বিষ্ণুপ্রিয়া কাণে।
বিচিত্র মল্লিকা আনি
হার গাঁথি চিত্রাধনী†
মোহন মালার তলে দোলাইল কি আনন্দ মনে।

* অমিতপ্রভা ও কাঞ্চনপ্রভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দুই প্রিয় সখীর নাম।

† চিত্রা বা সুচিত্রা বা চিত্রলেখা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সখী ছিলেন বলিয়া জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে, ইনি পরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সখী গণ্যা হন।

মালায় ধনী সাজিল !
মরি কি শোভা হইল !
ভাল, দোলিতে লাগিল মালা সে চারু অঙ্গ হেলনে।
"রূপের কি বাহার !
আহা মরি রূপ ত্রিভুবন আলো
তুলনা নাহিক যার।"
বলিয়া অমনি সুদর্পণ খানি
সুচিত্রা লইযা কবে,
শ্রীবিষ্ণুপ্রিযার সমুখেতে আনি
নির্ম্মল দর্পণ ধরে।
"চাঁদের সুহাসি ফুলে ফুলে মিশি
যে শোভা ফুটা'যে তুলে,
এরূপের কাছে মলিন ; এরূপে
'হরিবোলা' যাবে ভুলে।"
সখীবাক্যে বালা ঈষৎ হাসিলা,
ঈষৎ সলজ্জ ভাবে
সে দর্পণ খানি সরাইয়া রাখি
কত আদরিল সবে।
হেনকালে হায় ! কি দারুণ ধ্বনি,
অশনি-নির্ঘোষ প্রায়,

ভাসিয়া আসিয়া শ্রবণে পশিল
নির্ম্মমে দহিল তায় !
স্বচ্ছবারি ভবা ছিল সরোবর,
ব'য়ে গেল বহ্নিস্রোত
শীতলতা হরি জ্বালাময় কবি
নিমেষে কি অদভুত।
কি দারুণ কথা। বিশ্বম্ভর কোথা
চলে গেছে অকস্মাৎ।
শুনি মাত্র বাণী শিরেতে তখনি
হ'ল যেন বজ্রাঘাৎ।
আনন্দ-মুখর সুন্দর বাসরে
অশনি নির্ঘোষ সহ
মৃত্যু পশি যদি হরে লয় নিধি,
তমসায় ছায় গৃহ
যেমন ; তেমনি বিনে দ্বিজমণি
দুর্ব্বার জলদ জালে
মুহূর্ত্তে ছাইল ; উড়াইয়া দিল
ফুৎকারে আনন্দরোলে।
শুনি মাত্র বাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী
পড়িল চেতনা হারা ;

ফুলকুলেশ্বরী অম্বুজা সুন্দরী
যেমন লুঠিছে ধরা !

সখীর স্বগতোক্তি।

ঝিঁঝিট—একতালা।

এই কি রে বিধি। তোমার সুবিধি ?
সোণার নদীয়া আঁধার হইল।
নদীয়ার রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী
আনন্দ পাথারে ডুবিয়ে আছিল ;
গৌরাঙ্গ বিরহে বিচেতন দেহে
ধরায় পড়িয়ে ; হায় কি ঘটিল।
কুসুম কোমলা সরলা সে বালা
(বুঝি) দারুণ বিরহে জীবন ত্যজিল !!

সব সখী মিলি ঘেরিয়ে তখন
করে মুহুর্ম্মুহু গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন ;
গৌর নাম ধ্বনি শ্রবণে পশিল ;
বালা বিষ্ণুপ্রিয়া নয়ন মেলিল।

কি এক অজ্ঞাত সুদূর হইতে
মৃদুল প্রবাহ আসি
পুলক পরশে নিমেষে কুহকে
ফুটায় মুকুল রাশি ;
দূরাগত বংশীধ্বনি হেন কাণে
সে বাণী পশিয়ে তাঁর
চেতনা ফিরাল, আঁখি মেলাইল ;
না রহিল ভয় আর।
শূন্যদৃষ্টি তাঁর নৈরাশ্যমণ্ডিত ;
যেন সে নয়ন কারে
সন্ধান করিয়ে ঘুরিছে ফিরিছে,
পায় কি না পায় তাঁরে !
আরও যতন আরো সুশ্রেষণ,
গৌর নাম সুধা আরো
অমৃত সিঞ্চিত করিয়া, সঞ্চিত
ছুটা'ল নয়নাসার ;
কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া, কাঁদে সখীজন,
নীরবে নয়ন বারি
কপোল বাহিয়া বক্ষ ভিজাইয়া
পড়িছে ধরারোপরি।

কতক্ষণ পরে নবীন ভ্রমরে
যথা গুঞ্জে মৃদু মৃদু,
সুধাইলা হায়! গিয়েছে কোথায়
তাঁহার হৃদয়-বিধু;
গিয়েছে কোথায়? কে দিবে উত্তর?
তাহা ত কেহ না জানে!
গিয়েছে কোথায়? না বলিলে বালা
আর কি বাঁচিবে প্রাণে?
গিয়েছে কোথায়? দারুণ ভাবনা
অবশ করেছে সবে,
গিয়েছে কোথায়? সংবাদ পাইতে
বল কি উপায় হ'বে?
'কি হ'বে উপায়?' ভাবিও না তায়,
উপায় হইবে ত্বরা;
নিরুপায়োপায় কৃপায় দেখিবে
বহিছে সুধার ধারা।
শচী দেবী পাশে শ্রীমালিনী* এসে
শুনাইল সেই বাণী,

* শ্রীনিবাস বা শ্রীবাসের পত্নীর নাম মালিনী দেবী, তিনি শচীর সই ছিলেন।

১৩০৮ বঙ্গাব্দে

নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

৩০শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৩৯

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন।

712/16.7.32
17.7.33
BENGALI TRANSLATOR'S ... WRITERS' BUILDINGS

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত সংখ্যা হইতে ভক্তির সহিত প্রতিমাসে একফর্ম্মা করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের [illegible]লীলা সম্বলিত একখানি কাব্য-গ্রন্থের আস্বাদন [illegible] কৃপাপরায়ণ পাঠকবর্গকে আহ্বান করিয়াছি। গ্রন্থের লেখক প্রবীণ বৈষ্ণব-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী [illegible], নাম "[illegible]।" [illegible] ব্যয়-সাপেক্ষ [illegible] অবশ্যম্ভাবী হইলেও তজ্জন্য আমরা ভক্তির মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না। [illegible] অনুগ্রহ করিয়া স্ব স্ব দেয় মূল্য যাঁহাদের বাকী আছে পাঠাইয়া দিন এবং ২।১ জন করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগের সঙ্কল্পিত অনুষ্ঠানের সাফল্যে সহায় হউন ইহাই প্রার্থনা। (ভক্তি-কার্য্যাধ্যক্ষ।)

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা।

নমুনা প্রতি খণ্ড ৶০ তিন আনা, ভিঃ পিঃতে ১৶০ আনা

পারফিউম ক্যাষ্টর অয়েল

যাবতীয় মস্তিষ্কের পীড়া দূর করিয়া
কেশবর্দ্ধনে অদ্বিতীয়।
চারি আউন্স শিশি ৷৷৹ বার আনা।

"ফটো ক্যামেরা" ও
ফটোগ্রাফের যাবতীয় সরঞ্জাম এবং
"চশমা" ও "দাঁত"

অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা করাইয়া
ব্যবস্থানুযায়ী জিনিস সর্ব্বদা সরবরাহ করা হয়।
সেন লাহা এণ্ড কোং ৫৩।এ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন সম্পাদিত

কীর্ত্তনগীতি সংগ্রহ (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৷৷০
প্রেমানন্দ সংবাদ (প্রশ্নোত্তর ছলে সুন্দর উপদেশ গ্রন্থ)	৷৷০
গীতা (প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ)	৷৶০
প্রাণের কথা (সদুপদেশের ভাণ্ডার)	৷০

"ভক্তি-কার্য্যালয়" পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া এই ঠিকানায় অথবা
"মহেশ লাইব্রেরী" ১৯৫।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা এই ঠিকানায়
অনুসন্ধান করুন।

কার্য্যে ভক্তি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন ...	১৯৩
নববর্ষে আহ্বান	শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৯৫
কানকাটা শ্রীজগন্নাথদাস	শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস ...	১৯৫
তোমা লাগি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২০০
প্রকৃত সাম্য ও ভ্রাতৃভাব কোথায়	শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ ...	২০০
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	২১০
সারঙ্গ ঠাকুরের ইতিবৃত্ত	পরিব্রাজক শ্রীমদ্দাশগোবিন্দ ভক্তিসরোজ ...	২১
বাঙ্গালীর নৈতিক পতন	উদ্ধৃত ...	২২
বিজ্ঞাপন ...	...	পৃথক্‌ভাবে

মাসিক "ভক্তিনিকেতন" পোঃ আন্দুল-মৌড়ী হাওড়া হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও কলিকাতা ৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীশ্রীরাধাবমণো জয়তি।

৩০শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৩৯

কা'রে ভজি ?

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন।

ওগো—কাহার চরণ ভজিব ? মন প্রাণ কারে দিব ?
গিরিসুতা, সে যে গো কঠিনা—কেমনে তারে তুষিব।
রমার সেবন নাহি চাহে মন সেতো নীচ অনুগামী।
তাঁহার করুণা পায় যেইজনা সে ভোলে অন্তরযামী॥
হরির শয়ন হরের ভূষণ খল সর্প লৈয়া।
তাঁদেরও স্বভাব হ'য়েছে কুটিল খলের সঙ্গ পাইয়া॥
শ্বেতবরণী সেই বীণাপাণী সেও যে বিবাদে রত।
পতিতের গতি শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর হইব শরণাগত॥
মালতীর মালা গাঁথি সযতনে পরাব তাঁহার গলে।
(আর) বদন ভরিয়া গৌরাঙ্গ বলিয়া ভাসিব নয়ন জলে॥

— —

নববর্ষে আহ্বান।

হে ভারতবাসী! হে ত্রিশকোটী ভারতবাসী। সুখের মদিরা পান করিয়া অচেতন থাকিও না, বড়ই কঠিন সময় আসিয়াছে। ত্রিশকোটী কণ্ঠে একবার জয় ভগবানের জয়—জয় ভারতের জয় বলিয়া আকাশ ফাটাইয়া দাও। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠুক - সর্ব্বত্র সেই জয়ধ্বনির বিরাট সাড়া পড়িয়া যাক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদের আর অবসর নাই। বৃথা বিরোধ-বিবাদ, অন্যায় দ্বেষ-হিংসাই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যে সময় পড়িয়াছে শত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কলহ-বিবাদ পদতলে বিদলিত করিতে হইবে। বর্ণভেদ, ধনী-দরিদ্রভেদ, উচ্চ-নীচভেদ—সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলিয়া যাও। অস্পৃশ্যতার কথা মুখেও আনিও না। ভাই ভাইয়ে মিলিয়া যাও। প্রেমের কোমল কঠিন বন্ধনে পরস্পরকে বাঁধিয়া ফেল। দুর্ভিক্ষে অনাহারে দেশ মরণের পথে দণ্ডায়মান, এ সময়ে দুর্নীতির পথে আর অগ্রসর হইও না। আপনাকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিও না। প্রতিপদেই অপমানের বেদনা সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছি। আমাদের মাতৃজাতিও অপমান ও অত্যাচারের হাত অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। দেশের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কর। দুদিনের সুখের প্রলোভনে আলস্যকে বরণ করিয়া সোয়াস্তির আশায় নিজের কর্ম্ম-দোষে দেশের উন্নতি ও মঙ্গলের পথ চিররুদ্ধ করিও না এবং আপনাকে হেয় করিয়া তুলিও না। মোহগ্রস্থ হইয়া দেশের জীবন ফিরাইয়া আনিতে কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে

কাতর হইও না। প্রাচীন ভারতের অতীত গৌরব ফিরাইয়া আন। ভারতে নবজাগরণ ফুটিয়া উঠুক। ভারতের প্রত্যেক নরনারীর অন্তরে নবতর কল্যাণ-গীত মুখরিত হইয়া উঠুক। ত্রিশকোটী কণ্ঠে ভগবানের ও ভারতের জয়ধ্বনি নিত্য সমুত্থিত হউক। ভারতের মস্তকে ভগবানের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ নিরন্তর বর্ষিত হউক।

স্বস্তি হউক। শান্তি হউক। মঙ্গল হউক !!

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাষ্ঠকাটা শ্রীজগন্নাথদাস

শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস।

"ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥
সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদগণ এক সাধকগণ আর ॥" (চৈঃ চঃ)

উল্লিখিত জগন্নাথ দাস গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদভক্ত। চৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীলার ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈত শাখা বর্ণনে তাঁহার এইরূপ পরিচয় আছে—

"শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধব দাস।
জিতামিশ্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস ॥"

জগন্নাথ দাস যে পার্ষদভক্ত নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাহা প্রতীতি হইল। সাধক ভক্ত অপেক্ষা পার্ষদ শ্রেষ্ঠ। প্রেমময় শ্রীমৎপ্রভু রাধিকানাথ গোস্বামিপাদ স্বপ্রকাশিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পার্ষদ ও সাধকভক্তের নিম্নলিখিত সমীচীন অর্থ করিয়াছেন—

পার্ষদ—ভগবানের পরিকর ভক্ত, যেমন বৈকুণ্ঠে বিশ্বক্সেন, গরুড় প্রভৃতি, ব্রজে—পিতা, মাতা, সখা প্রভৃতি। সাধক—যাঁহারা ভগবানকে পাইবার জন্য সাধন করেন, সেই পার্ষদেতর জীবগণ। পার্ষদগণের জীবন বৃত্তান্ত যতই প্রকাশিত হয়, শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা সেই পরিমাণে প্রকাশ পায়। কারণ গৌরহরির যত লীলাখেলা সমস্তই পার্ষদ লইয়া। সুতরাং গৌর পরিকরের কাহিনী লেখা আর শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বা কৃপামাহাত্ম্য প্রচার করা একই কথা। গৌরভক্তের বিবরণ জগতে যত প্রচারিত ও আলোচিত হইবে, তদনুপাতে জগজ্জীবের সুমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শ্রীল শিশির বাবুর "শ্রীনরোত্তম চরিত" তাহার দৃষ্টান্ত।

নির্ম্মল ও নিস্মৎসর চিত্তে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিও নরোত্তমচরিত পড়িলে, অন্ততঃ অধ্যয়নকাল পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয় অজ্ঞাতে ভক্তিরসে আর্দ্রীভূত হইবেই হইবে। আর সৌভাগ্যোদয় হইলে হয় ত তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে তখন দেখিতে পাইবেন। ভক্তের বিবরণ পড়িতে পড়িতে ভগবান্‌কে দেখা অর্থাৎ ভক্তসঙ্গে ভগবান দর্শন বড়ই নয়ন-মন তৃপ্তিকর প্রাণারাম দৃশ্য।

ঢাকার অন্তঃপাতী প্রসিদ্ধ আড়িয়ল গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামী মহোদয় কোন কার্য্যব্যপদেশে আমাকে একখানি পত্র লেখেন, পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার পরিচয় চাই। গোস্বামী মহাশয় পরিচয়জ্ঞাপক পত্রে বলেন,—তিনি শ্রীশ্রীগদাধর শাখার কাষ্ঠকাটা জগন্নাথদাস গোস্বামী-সন্তান। রাঢ়ীয় শ্রেণী কাশ্যপগোত্র, শুদ্ধশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। আরও বলেন যে, ঠাকুর জগন্নাথ দাস হইতে তিনি নবম সন্তান। তাঁহারা আচার্য্য—লোককে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়া শিষ্য করেন।

পত্রে এইরূপ পরিচয় পাইয়া জগন্নাথ দাস গোস্বামীর বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য উক্ত লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামীকে আবার পত্র লিখি। গোস্বামী মহাশয় স্বীয় পদোচিত কাজ করিয়াছেন। আমার পত্রের অনুরোধ রক্ষা

করিয়াছেন। তাঁহার চরণে আমার শত শত দণ্ডবৎ। তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ জগন্নাথের সুপবিত্র জগৎহিতকারিণী জীবনী যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আজ আমি অতি প্রীতচিত্তে তাহা ভক্তপাঠকগণের অবগতির জন্য শ্রীপত্রিকায় অর্পণ করিলাম।

পূর্ব্বকালে মহারাজ বল্লালসেন বিক্রমপুরে রাজধানী প্রস্থাপিত করেন। রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ ও বৃহৎ দীর্ঘিকা এখনও বর্ত্তমান আছে। বল্লালসেনের পরে তৎপুত্র মহারাজ লক্ষ্মণ সেন পিতৃসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য। হলায়ুধ রাজধানীর মধ্যে কাষ্ঠকাটা নামক স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ গুণজন্মা পুরুষ হলায়ুধের বংশে বহু পুরুষ পরে বত্নাকর মিশ্র নামক এক মহাত্মার জন্ম হয়। ইনি অতি ধীমান ও পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র জন্মে, নাম—সর্ব্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ। সর্ব্বানন্দের পুত্রই আমাদের এই প্রবন্ধশীর্ষোক্ত জগন্নাথ দাস।

জগন্নাথ অত্যল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া পিতৃব্য প্রকাশানন্দের অভিভাবকত্বে লালিত পালিত হন। ইনি শৈশবকাল হইতেই শ্রীবিষ্ণুপরায়ণ —সদাচার সম্পন্ন। কথিত আছে পিতৃব্য ইহার স্বাভাবিক সদাচারাদি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেন—আমার জগন্নাথদাস প্রকৃতই জগন্নাথের সেবক। জগন্নাথ বাল্যাবস্থা অতিবাহিত করিয়া যৌবন সীমায় উপনীত হইলে প্রকাশানন্দের যত্নচেষ্টায় অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। * জগন্নাথ পড়ায় নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু পড়া তাঁহার ভাল লাগে না। যাহা কিছু পাঠ করেন অধ্যাপক ও পিতৃব্যের শাসনে। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর

* পিতৃ-মাতৃহীন জগন্নাথ পিতৃব্যের অতি আদরের ছিলেন, এবং বাল্যকালে পড়িতে তাঁহার অনিচ্ছা থাকায় যৌবনারম্ভে তাঁহাকে অধ্যয়নে নিযুক্ত করা হয়।

কথা সর্ব্বত্র বিদিত। জগন্নাথদাস শ্রীগৌরচন্দ্রের কথা শুনিতে পাইয়াছেন। গৌর প্রভুর বিরহ-দাবাগ্নি ঠাকুর জগন্নাথের চিত্ত-কাননে ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিল। জগন্নাথ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। প্রায় সর্ব্বদাই নির্জ্জনে থাকিয়া চিন্তা করিতে করিতে সুন্দর শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি কিরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ নিকটে যান, কিন্তু এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। আহার, বিহার, অধ্যয়ন এমন কি বয়স্যগণের সহিত আলাপ পর্য্যন্ত তাঁহার ভাল লাগে না; কেবল চকিতের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ানই জগন্নাথের কার্য্য হইল। আর তিনি ভদ্রাভদ্র ছোটবড় জনসাধারণের ঘরে যাইয়া অতি বিনীত নম্র ভাবে বলিতে লাগিলেন—"তোমরা সকলে আমার প্রভুকে ভজন কর, আমার প্রভু অখিলের নাথ চিন্তামণি দীনবন্ধু, তাঁহার দয়া হইলে এই দুস্তরভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।" এ প্রকার গম্ভীরভাবে বক্তৃতা করিতেন যে, তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ বিমোহিত হইতেন। তাৎকালিক প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণও জগন্নাথের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয় বাগ্-বিতণ্ডা করিয়া জয়ী হইতে পারিতেন না। কোন্ শক্তিপ্রভাবে তর্কের সময়ে জগন্নাথের জিহ্বায় শাস্ত্রযুক্তি সঙ্গত বাদি-নিরস্তকারিণী বাণী বহির্গত হয় তিনি নিজেও তাহা বুঝিতে পারিতেন না। ফলতঃ অধ্যয়ন ব্যতীতই জগন্নাথ একজন অতিবড় বিদ্বান হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সুখ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। প্রখ্যাতনামা প্রবীণ পণ্ডিতগণ তাঁহার সঙ্গে বিচারে পরাভূত হইয়া যাইতে লাগিলেন।

এ সময় তিনি জনসমাজে পণ্ডিত জগন্নাথ দাস আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন। তখনকার বিক্রমপুরের পণ্ডিতসমাজে জগন্নাথ দৈবশক্তি সম্পন্ন মহামহিম পণ্ডিত বলিয়া সমাদৃত। এরূপ উচ্চসম্মান পাইয়াও তাঁহার হৃদয় শান্তিবিহীন। তিনি সতত উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় এদিক ওদিক্

বিচরণ ও "হা নাথ, হা রমণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

একদা দয়াময় প্রভু স্ব-পরিকর জগন্নাথকে কৃপাকরত স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন—"জগন্নাথ, আমি শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সম্প্রতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে আছি, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীও গদাধররূপে আমার নিকটেই আছেন। তুমি এস, আর কেন বিলম্ব কর?

এখানে বলা উচিত যে, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামী আমাকে জানাইয়াছেন যে, সুপ্রসিদ্ধা শ্রীচম্পকলতা সখীর যূথের তিলকিনী সখী ঐ জগন্নাথ দাস। তাহা হইলে কাজেই জগন্নাথ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর প্রিয় পরিকর এ অবস্থায় তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শনদান ও আহ্বান আশ্চর্য্য নহে, সহজ বিশ্বাস্য।

জগন্নাথ স্বপ্নদর্শনানন্তর শয্যোত্থিত হইয়া "প্রভু দাঁড়াও, প্রভু দাঁড়াও "হা নাথ, হা রমণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রীপাটশান্তিপুরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। কথিত আছে পিতৃব্য প্রকাশানন্দও ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথদাসের স্নেহপাশে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গত হন। শান্তিপুর না পৌছান পর্য্যন্ত জগন্নাথের সহিত প্রকাশানন্দের দেখাসাক্ষাৎ হইল না, অনুসন্ধানে এই আশ্চর্য্য ঘটিল যে প্রকাশানন্দ যে যে স্থানে অতিথি হইতেন তত্তৎস্থলের লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন জগন্নাথও গত কি তাহার পূর্ব্বরজনীতে ঐ স্থানে অতিথি ছিলেন। তিনি "হা নবদ্বীপনাথ, হা ব্রজনাথ, হা প্রাণনাথ" বলিয়া রোদন করিতে করিতে অনাহারে অথবা যৎকিঞ্চিৎ আহার করত রাত্রি যাপন করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঐদিকে প্রস্থান করিয়াছেন। এ স্থলে মহাত্মা কবিবরের একটী দোঁহা আমার মনে পড়িল; দোঁহাটী এই—

কবির হাঁসে পিয়া নহিঁ পাইয়ে
জিন্‌হপায়া তিন্‌হ রোয়।
হাঁসি খেলে যো পিয়া মিলে
তো কোন্ দোহাগিনী হোয়॥

অর্থাৎ হে কবির! হাসিখুসি করিয়া শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না, যিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন মনেপ্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়াই পাইয়াছেন, যদি হাসিয়া খেলিয়া ভগবানকে পাওয়া যাইত তাহা হইলে কে অত দুঃসহকষ্ট স্বীকার করিত?

প্রকাশানন্দ উক্তরূপে সংবাদ পাইয়া ভ্রাতস্পুত্রের পাছে পাছে চলিলেন।

জগন্নাথ দাস শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবনে উপনীত হইয়া পার্ষদবেষ্টিত শ্রীগৌরহরিকে দর্শন ও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। আজ তাঁহার মনুষ্যজন্ম সফল হইল। এখন কষ্ট নাই, তিনি পরমানন্দে উৎফুল্ল। মূর্ত্তিমান আনন্দরসবিগ্রহ দর্শন করিলে নিরানন্দ থাকিতে পারে কি? শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় জগন্নাথ দাস শ্রীমদ্‌গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে দীক্ষিত হইলেন।

জগন্নাথের দীক্ষাগ্রহণের পরদিন প্রকাশানন্দ শান্তিপুরে উপস্থিত হইলেন, তিনি জগন্নাথকে স্থির ধীর প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ও তাঁহার মন্ত্র গ্রহণাদির কথা শুনিয়া সুস্থির হইলেন। পিতৃব্যের অশান্তি উদ্বেগ দূর হইল, তিনি এখন সুখে প্রফুল্ল।

প্রকাশানন্দ অদ্বৈত প্রভুর ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তবৃন্দকে দর্শন এবং তাঁহাদের সঙ্কীর্ত্তনাদি শ্রবণে আহ্লাদে বিমোহিত—পবিত্রীকৃত কৃত কৃতার্থ। তাঁহার জীবনে এমন অপূর্ব্ব পবিত্র আনন্দ আর হয় নাই। তিনি অদ্বৈত প্রভুর কাছে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার

অভিলাষ গোচর করিলেন। প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য একটু তুষ্টিভূত হইয়া দেখিলেন, প্রকাশানন্দ ব্রজ-পরিকর নহেন, বৈষ্ণব সংসর্গের গুণে শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মিয়াছে, এইজন্য কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণে বৈষ্ণব হইতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। এ অবস্থায় প্রভু অদ্বৈত প্রকাশানন্দকে একাক্ষর শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তাহাতে এক অতি অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল।

প্রকাশানন্দ দীক্ষাকালে মন্ত্রের "ল" কারের স্থলে "র"কার শ্রবণ করিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের একাক্ষর মন্ত্র শক্তির এ একাক্ষর মন্ত্র হইয়া পড়িল। প্রকাশানন্দ শেষে গঙ্গাতীরে ঐ মন্ত্রের পুরশ্চারণ করিয়া মন্ত্র-চৈতন্য করিতে লাগিলেন। এদিকে ধ্যান প্রবৃত্ত হইলে হৃদর্পণে শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে শ্রীশ্যামাসুন্দরী মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলেন। যতই মন্ত্র জপাদি করিতে লাগিলেন ততই মহামায়া শ্রীভগবতীর শ্রীচরণে তাঁহার আসক্তি জন্মিতে লাগিল। প্রকাশ্যে বৈষ্ণবাচার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেন ঐরূপ হইল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। নিজে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া শ্রীগুরুদেব অদ্বৈত প্রভুর শ্রীচরণে মনোগত সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন, জিজ্ঞাসিত হইয়া মন্ত্রের বিষয়ও প্রভুকে জানাইলেন। অদ্বৈত প্রভু ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন—তুমি ঐ মন্ত্রে বহু জন্ম হইতে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছ, ঐ মন্ত্রই তোমার জন্মজন্মান্তরের মন্ত্র, অতএব ঐ মন্ত্রেই উপাসনা করিতে থাক। তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে।

জগন্নাথ শান্তিপুরে কয়েকদিন থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে (স্বদেশ গমনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও) পিতৃব্যের সঙ্গে দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দারপরিগ্রহ করত কাঠকাটায় বাস করিতে লাগিলেন। ইদানিং জন-সাধারণে কাঠকাটা গ্রামকে "কাঠদিয়া" বলে। কিয়ৎকাল পরে

জগন্নাথ ঐ গ্রামের নিকটবর্ত্তী আড়িয়ল গ্রামে নবাব সরকার হইতে জায়গীর তালুক পাইয়া আড়িয়লে আসিয়া বাস করেন। এখনও কাঠ-দিয়ায় ঠাকুর জগন্নাথদাসের পাট বর্ত্তমান আছেন। জগন্নাথের সন্তানগণ এখন আড়িয়ল, পাইকপাড়া, কামারখাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

এদিকে প্রকাশানন্দের বংশধরবৃন্দ শ্রীঅদ্বৈত-সন্তান নিকটে শক্তি মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন এবং সম্পূর্ণরূপে শাক্তাচারই প্রতিপালন করেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীপাট শান্তিপুরের (চাককেরা) গোসাঞিদের বাড়ীর প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী প্রকাশানন্দের বংশধরগণকে পূর্ব্ব রীত্যানুসারে শক্তিমন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন।

একস্থানে বা এক সম্প্রদায়ে এক নামে কয়েক ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের বিভিন্নতা সূচক কোন শব্দ বা খ্যাতি প্রত্যেক নামে যোজিত হইয়া যায়। তাহা না হইলে তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য নির্দ্দেশ কঠিন ব্যাপার হয়। এইহেতু শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদমধ্যে দ্বিজহরিদাস, ব্রহ্ম বা যবন হরিদাস, ছোট হরিদাস, বিহারীকৃষ্ণদাস, খঞ্জ ভগবান, বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস প্রভৃতি নাম শুনিতে পাই। জগন্নাথ নামক কয়েকজন গৌর-পার্ষদ থাকায় আমাদের প্রবন্ধশীর্ষক কাষ্ঠকাটা নিবাসী জগন্নাথ "কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস" নামে পরিচিত হইয়াছেন। *

---

* এই প্রবন্ধটী ১৩০৮ সালে "শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকায় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান সময় এই "কাষ্ঠকাটা জগন্নাথদাসের" বংশধরগণ কোথায় কে বাস করিতেছেন তাহা এবং যদি এসম্বন্ধে কাহারও কিছু নূতন তত্ত্ব জানা থাকে আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং প্রকাশের উপযুক্ত মনে করিলে ভক্তি পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিব। (ভঃ সঃ)।

তোমা' লাগি

শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রভাতে যখন পূরব গগনে অরুণ কিরণরেখা,
উজলিয়া দিশি কণক বরণে দেয় গো প্রথম দেখা,
ভাঙ্গা বুক মোর আশায় বাঁধিয়া তখন তোমার তরে,
সব ভুলে' আমি উদাস নয়নে চেয়ে থাকি সকাতরে!
তারপর ক্রমে বেলা বেড়ে যায়, ছোটে নরনারী দল,
তখন কেবল ওঠে এ ধরায় কর্ম্মের কোলাহল,
তখনো যে আমি তোমার লাগিয়া বসিয়া কাটাই একা,
কাহারো সনেতে মিশিতে চাহিনা, পাব ব'লে তব দেখা!
মধ্য গগনে থাকিয়া যখন প্রখর কিরণ ঢালি,
দগ্ধ করেন শ্যামল ধরণী যখন মরীচিমালী,
স্তব্ধ এ ধরা হু হু করে খালি, আগুন ছুটিয়া যায়,—
তখন আমার ব্যাকুল পরাণ তোমার উদ্দেশে ধায়!
যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসি ঢাকে এ ধরণীতল,
শ্রমক্লান্ত জীব গৃহপানে ধায়, থেমে যায় কোলাহল,
সারা দিবসের কোলাহলে আমি যদিও শ্রান্ত হই,
তবুও তখনো তোমার লাগিয়া তেমনি চাহিয়া রই।
সারা দিবসের কার্য্য সারিয়া সকলে ঘুমায়ে পড়ে,
জেগে ব'সে থাকি একাকী সে আমি তখনো তোমার তরে।
আবার যখন প্রাচীদিকমূলে উষার কিরণ হাসে,
আমার হৃদয় তখন আবার ভ'রে ওঠে নব আশে,
দিবস যামিনী এমনি করিয়া বসে' বসে' আমি জাগি!
আর কিছু নয়, সে যে হায় ওগো, শুধুই তোমার লাগি!!

প্রকৃত সাম্য ও ভ্রাতৃভাব কোথায় ?

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ।

"The consciousness of this inner unity and the recognitoin of the oneself dwelling equally in all is the one sure foundation of Brotner-hood."—*Ancient Wisdom.*

"The Nirvanic consciousness is the antithesis of annihilation."—*Ibid.*

আমি ক্ষুদ্র। এ সংসারে আমি অতি ক্ষুদ্র। হে মহামহিম, মহানুভব, মহদ্ব্যক্তি। আপনি দয়া করিয়া এ ক্ষুদ্রের কথায় কর্ণপাত করুন। আপনি উদার-হৃদয় ও মহা-প্রেমিক। এজন্য আপনি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন ক্ষুদ্র ও মহতে কোন পার্থক্য নাই। সকলেই এক পিতার সন্তান। এ জগতে সকলেই সমান। আপনার পরদুঃখকাতর প্রেমপ্রবণ হৃদয় সকলকে সমান করিয়া লইতে চাহে, সর্ব্বজীবে সমান স্নেহ ও দয়া বিতরণ করিতে চাহে। কিন্তু দীনহীন নিঃস্বম্বল দরিদ্র আমি কি করিয়া আপনার সমান হইব? আপনাতে আমাতেত কখন মিল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, আমি চীর-পরিহিত ছত্র ও পাদুকা বিহীন, দীন-বেশ, কক্ষকেশ ভিখারী। আপনার নিকট যাইতে যে আমি বড়ই ভীত হই। আপনার অট্টালিকায় প্রবেশকালে আপনার আশ্বাস বাক্য পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়াও যে, আপনার সুসজ্জিত ভীমদর্শন দ্বারবানগণকে দর্শন করিয়া আমার অন্তরাত্মা ত্রস্ত হয়। যদি বা ভাগ্যক্রমে আপনার সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়া উঠে, তথাপি

যতক্ষণ আপনার সমক্ষে থাকি, আমার দেহ-মন যে কেমন এক প্রকার জড়ভাবাপন্ন হয়। আপনার রূপলাবণ্যসম্পন্ন অপূর্ব্ব দেহ, আপনার বহু কারুকার্য্য খচিত বিচিত্র বসনাদি দেখিয়া আমি যে স্তম্ভিত হইয়া যাই ; আপনি আমাকে আসীন হইতে আজ্ঞা করিলেও যে, আমার আসন পরিগ্রহ করিতে সাহস হয় না। আপনি আমাকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিলেও যে, আমার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হয় না। তাই বলিতেছি আপনাতে ও আমাতে অনেক প্রভেদ। সর্ব্বান্তর্যামী ন্যায়বান্ বিধাতা আপনার সুকৃতি অনুসারে আপনাকে মহৎ করিয়াছেন, আর আমার দুষ্কৃতি ফলে আমাকে ক্ষুদ্র করিয়া ভূমণ্ডলে আনিয়াছেন। আপনাতে আমাতে যে স্বাভাবিক বৈষম্য তাহা কেমন করিয়া অপনীত হইবে ? আপনি আমাকে সমান করিয়া লইতে চাহিলেও, আমাদের অবস্থাগত পার্থক্য কেমন করিয়া বিলুপ্ত হইবে ? যাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কওয়া দূরের কথা, যাঁহার দুই একটি সামান্য কথার উত্তর প্রদানকালেও আমাকে হতবুদ্ধি হইতে হয়—স্বকীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া যাঁহার কাছে বসিতে আমি কুণ্ঠিত হই, কেমন করিয়া তাঁহাকে আমার সমান মনে করিব ? আমরা উভয়েই এক পরমেশ্বরের সন্তান এ কথা যথার্থ হইলে কি হয়, আমি যে দীন দুঃখী, পথের ভিখারী, আর আপনি যে রাজরাজেশ্বর, আমি কখনই উভয়ের এই অবস্থাগত বৈষম্য—বোধ হয় আপনিও সম্পূর্ণ ভুলিতে সমর্থ নহেন। তবে কেমন করিয়া বলিব, আপনাতে আমাতে কোন পার্থক্য নাই ? সুতরাং যেখানে সাম্যের অভাব সেখানে মৈত্রী ও প্রেমেরও অভাব বলিতে হইবে। তবে আমার ন্যায় হীনাবস্থ লোকের প্রতি আপনার কিঞ্চিৎ দয়া থাকা অসম্ভব নহে। কারণ আপনাদিগের দয়াবৃত্তির বিকাশ ও চরিতার্থতা নিমিত্তই বাদৃশ দীন দুঃখীর জন্ম। তবেই বুঝিলাম, আমাদের ন্যায় হতভাগ্য দরিদ্রজন,

কখন মহাবিভবশালী মানবগণের বন্ধু বা সখা হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহাদিগের দয়ার পাত্র (object of pity) হইতে পারে এই মাত্র।

তারপর আপনি অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী, মহাজ্ঞানী মহাপণ্ডিত। আপনকার ঐশ্বর্য্য বিদ্যার ফল কিনা জানি না, কিন্তু দেখিতেছি বিদ্যা ও বিভব উভয় সম্পত্তিতেই আপনি বিভূষিত। আপনার বিভবের দিকে দৃষ্টি না করিলেও আপনার অসাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যার সীমা নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমি মুহ্যমান ও স্তম্ভিত হই। তবে বলুন দেখি কেমন করিয়া আমি ও আপনি সমান হইব? আর কেমন করিয়াই বা আমরা নিজ নিজ অবস্থা বিস্মৃত হইব?

তারপর, সমাজে রাজদ্বারে, দেশে, বিদেশে সর্ব্বত্রই আপনার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত। ভূমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আপনার যশোগান গীত হইতেছে। আর আমি, ক্ষুদ্র নগণ্য, সকলের পরিত্যাজ্য। আমাদের এই ঘোরতর বৈষম্য কেমন করিয়া দূরীভূত হইবে? এই বিসদৃশ অবস্থায় পড়িয়া পরস্পরের সাম্য অনুমান করিতে যাওয়া কি নিতান্ত অযৌক্তিক নয়? আপনাতে আমাতে কখন সমান হইতে পারে না। আপনাতে আমাতে বিস্তর প্রভেদ।

তারপর, আপনি জন্মাবধি সাধু ও শিষ্টজন সহবাসে পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সভ্যতা ও বিনয়াদি সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর আমি চিরদিন কুসমাজে, কুলোকের সহিত বাস করিয়া অসভ্য, বর্ব্বর, ও অশিষ্টের শিরোমণি হইয়াছি। আমি সভ্য সমাজে বসিতে জানি না, উঠিতে জানি না, আলাপ করিতে জানি না। আমাকে সুহৃদ্ জ্ঞানে সঙ্গে লইয়া সভ্যজনকে সর্ব্বদাই বিব্রত হইতে হয়, সর্ব্বদাই লজ্জা ও অপ্রসন্নতা ভোগ করিতে হয়। আপনার ও আমার আচার ব্যবহারেও দেখিতেছি ঘোরতর পার্থক্য। তবে কোন্ বিষয়ে আমি আপনার

সমান হইতে পারি ? ঐশ্বর্য্যে নয়, বিদ্যায় নয়, খ্যাতিতে নয়, তবে কোন্ বিষয়ে আমাদের পরস্পরের ঐক্য আছে ?

তারপর দেখুন, আপনি উচ্চ কুলোদ্ভব মহান্ ব্যক্তি। বংশগৌরবে ও আভিজাত্যে আপনি সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। মাদৃশ ব্যক্তি অত্যন্ত নীচ কুলোৎপন্ন। সুতরাং সমাজের সর্ব্বত্রই অপদস্থ ও উপেক্ষিত হইয়া থাকে। কেমন করিয়া বলিব আমরা উভয়েই সমান ? আপনি বলিতে পারেন যে, এ সকল বাহ্য অবস্থাগত পার্থক্যের কথা ছাড়িয়া দাও। আত্মা ও হৃদয়ের সম্পত্তিতে আমরা উভয়েই সমান। কিন্তু কৈ, আমি মানসিক বা আধ্যাত্মিক রাজ্যেও উভয়ের সাম্য অনুভব করিতে পারিতেছি না। আপনার হৃদয়, মন জ্ঞান-প্রভায় উদ্ভাসিত—দয়া দাক্ষিণ্যাদি স্বর্গীয় কুসুম-শোভায় পরিশোভিত, আর আমার হৃদয়-মন কুচিন্তায় কলুষিত পাপবিকারে সংক্ষুব্ধ, নীচতা ও স্বার্থপরতায় সঙ্কুচিত। কেমন করিয়া বলিব আপনায় আমায় প্রভেদ নাই ? কেমন করিয়া বলিব আমরা উভয়ে স্বরূপতঃ সমান ? কেমন করিয়া বলিব আমরা উভয়ে ভাই ভাই, ভিতরে কোন ব্যবধান নাই ?

বস্তুতঃ আমরা উভয়ে সমান নহি। আমরা উভয়ে মনুষ্য নামে অভিহিত হইলেও, দেবতা ও পশুতে যে প্রভেদ, আপনাতে ও আমাতে সেই প্রভেদ। আমাদের এই বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ পার্থক্য নিজ নিজ কর্ম্মজনিত। শত চেষ্টা করিলেও আমাদের এই পার্থক্য দূরীভূত হইবার নহে। কিয়ৎ পরিমাণে বাহ্য সাম্য আছে কেবল একটী স্থানে। আপাত-দৃষ্টিতে আমরা শ্মশান-ক্ষেত্রে উভয়েই সমান হইব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মৃত্যুকে সকলের সাম্যকারী (the great leveller) বলিয়া একরূপ ভ্রান্তি জন্মে। কিন্তু বস্তুতঃ দেহান্তেও জীবগণের কর্ম্মগত পার্থক্য বিলুপ্ত হয় না। যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করেন, যাঁহারা মৃত্যুর পর অবস্থান্তর

প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেন, তাঁহারা জানেন যে সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যেও কর্ম্মানুসারে জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন গতিলাভ হইয়া থাকে। যখন ইহলোকে পরস্পর সমান হইতে পারিলাম না, পরলোকেও সমান হইতে পারিলাম না, তবে কোথায় আমরা সমান হইব? বস্তুতঃ যতদিন আমাদের ভেদজ্ঞান থাকিবে ততদিন কোনস্থানেই আমরা পরস্পর সমান হইতে পারিব না। এই ভেদজ্ঞান কি? এই বিষয় লইয়া শাস্ত্রকার ও দার্শনিকেরা অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন। এই ভেদজ্ঞান লইয়াই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। মাদৃশ জনের পক্ষে এই দুরূহ তত্ত্বের রহস্যভেদ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি মানবাত্মার আকাঙ্ক্ষা কতদূর গমন করে কি বলিব? আর সে আকাঙ্ক্ষা একবার জাগিলে তাহাকে সহজে নিবৃত্ত করাও সুকঠিন। অতএব আমাদের অধিকার থাকুক বা না থাকুক, ভেদজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে সাহসী হইব। জ্ঞানীরা অনেকেই বলেন, জীবে ও ব্রহ্মে অর্থাৎ সৃষ্টপদার্থে ও সৃষ্টিকর্ত্তায় স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু 'অহং'জ্ঞান বলিয়া একটি ভাব জীবকে চিরদিন ব্রহ্ম হইতে বিযুক্ত রাখিয়াছে। এই অহংজ্ঞান ও স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানই জীবের ব্রহ্মত্ব লাভের অন্তরায়। যতকাল জীব আপনাকে ব্রহ্ম এবং জাগতিক অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন বলিয়া মনে করে, ততকাল তাহার বন্ধন। আর যে দিন জীব এই স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন করিতে পারে, সেই দিন তাহার মুক্তি বা নির্ব্বাণ। এই অহংজ্ঞানই আমাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও তাবৎ সৃষ্টবস্তু হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। 'সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি কর,' 'সর্ব্বভূতে দয়াপরবশ হও', 'বিশ্বজনীন প্রেম ও ভ্রাতৃভাব লাভ কর' ধর্ম্মাচার্য্য ও শাস্ত্রকারগণের এবম্প্রকার শিক্ষা কেবল যথাশক্তি অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন করিতে উপদেশ দেওয়া মাত্র।

'অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন কর' বলিলে কথাটা কিঞ্চিৎ দুরূহ ও নীরস বোধ হয়। এই জন্যই সূক্ষ্মদর্শী ধর্ম্মগুরুগণ নানা কৌশলে এবং নানাবিধ সরস ও সুমিষ্ট উপায়ে আমাদিগকে অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিতেছেন। স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরার্থ অন্বেষণ করা এই অহংজ্ঞান ত্যাগেরই সোপান মাত্র। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' এই মহাবাক্যও অহংজ্ঞান বিসর্জ্জনের নামান্তর মাত্র। ভেদজ্ঞান বা অহংজ্ঞান জীব কখন একদিনে বিসর্জ্জন করিতে পারে না। বহু জন্মের চেষ্টা ও সাধনায় এই অহংভাব দূর করিতে হয়। আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন, অহংজ্ঞান ত্যাগ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সকল ধর্ম্মেই এই স্বার্থত্যাগ বা আত্মবিসর্জ্জনের উপদেশ আছে। সুতরাং বলিতে হইবে, সকল ধর্ম্মই আমাদিগকে পরোক্ষে অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন করিতে উপদেশ দিতেছেন। স্বার্থত্যাগ না থাকিলে পুণ্য হয় না। পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইলেই কিছু না কিছু বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আর পুণ্য অর্থে যদ্যপি মোক্ষজনক ধর্ম্মমাত্র বুঝা যায়, তবেই দেখিব পরম পুণ্য বা মোক্ষ লাভ করিতে হইলে সামান্য অর্থাদি বা কিঞ্চিৎ কায়িক পরিশ্রম হইতে আরম্ভ করিয়া কালে আমাদিগকে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে হইবে। শুধু ধন, জন, গৃহ, পরিবার নহে, শুধু দেহ, মন, প্রাণ নহে কিন্তু আমাদিগের আমিত্ব পরিশেষে আমিত্বের এক মাত্র আশ্রয় আমাদিগের অহংজ্ঞান বা পৃথক অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এই অহংজ্ঞান বিসর্জ্জনই মনুষ্যের চরম সাধনা। জ্ঞানের সাহায্যেই হউক আর প্রেমের সাহায্যেই হউক, আর অন্যবিধ সাধনার সাহায্যেই হউক যে কোন উপায়ে মনুষ্যকে এই ভেদজ্ঞান দূর করিতে হইবে। ভেদজ্ঞান প্রভাবেই সংসারে দ্বেষ, হিংসা, কলহ, বিবাদ, অপ্রেম, অশান্তি এবং নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণা। এই ভেদজ্ঞান ত্যাগ করা, ঈশ্বর বা ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ বা জগতকে সন্তুষ্ট করিবার

জন্য নহে। কিন্তু নিজ নিজ সুখ শান্তি লাভের নিমিত্ত। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, যেখানে স্বার্থ সেই-খানেই অশান্তি! স্বার্থের সঙ্গে যেন দুঃখ মিশ্রিত রহিয়াছে। স্বার্থপর মনুষ্য কখন জগতে সুখী হইতে পারে না। শান্তিপ্রার্থী প্রত্যেক মানবকেই স্বার্থশূন্য হইতে হইবে। স্বার্থত্যাগ করিয়া আমরা অপরের যে কিছু ইষ্ট সাধন করি তাহা গণনার মধ্যে না ধরিলেও চলে, কারণ ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে স্বার্থত্যাগ দ্বারা আমরা প্রধানতঃ নিজ নিজ ইষ্টসাধনই করিয়া থাকি। আর চরম শান্তি বা মোক্ষ লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে কেবল সামান্য স্বার্থত্যাগ নহে, কিন্তু অহংজ্ঞানটি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে। এই অহংজ্ঞান বিলুপ্ত হইলেই আর ভেদ বোধ থাকিবে না। চরাচরস্থ তাবৎ প্রাণী তখন বস্তুতঃ এক হইয়া যাইবে। তখন আকৃতিগত, প্রকৃতিগত, অবস্থাগত, নানাবিধ বৈষম্য সত্ত্বেও সকলকেই নিজস্বরূপ বলিয়া অনুভব হইবে, তখন আর ভিন্ন ভিন্ন জীবের পৃথক অস্তিত্ব উপলব্ধি হইবে না, তখন তাবৎ সৃষ্টিমধ্যে একই বিশ্বাত্মার প্রকাশ সর্ব্বজীবে একই ব্রহ্মশক্তির স্ফূর্ত্তি দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ হইবে।

কিন্তু এই স্থলে আমাদের মনে রাখা উচিত, যতদিন ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত না হয়, তত দিন বিভিন্ন অবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে সমান মনে করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত না হইলে মানবমণ্ডলীর মধ্যে কখনই প্রকৃত ভ্রাতৃভাব বা বিশ্বজনীন প্রেম সংস্থাপিত হইতে পারে না। অতএব শুধু প্রেম বা ভ্রাতৃভাবের কথা আলোচনা না করিয়া, কিসে আমাদের স্বার্থভাব বিদূরীত হইতে পারে, কিসে আমাদের ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইতে পারে তদ্বিষয়ের চিন্তা করাই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। সকলকে সমান দেখা এবং সর্ব্বজীবকে সমান বলিতে অভ্যাস রাখা অবশ্য

ভাল। কিন্তু ভেদজ্ঞান দূর করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবেই আধুনিক হিন্দু-জাতির এতাদৃশ অধঃপতন ঘটিয়াছে। জগতের হিতার্থী ব্যক্তিরা শুধু ভাবুক হইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন না, তাঁহারা ভাবপদার্থ লইয়া ক্রীড়া ত্যাগ করুন, ভাবরূপ তরল বা কোমল পদার্থের ভিত্তিতে কোন সুদৃঢ় সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে না।

এস্থলে বলা আবশ্যক, ভাব ও ভক্তি এ দুইয়ে বিস্তর প্রভেদ। ভক্তি দ্বারা অতি সহজে আত্মবিসর্জ্জন হয় বটে, অতি সহজে অহংজ্ঞান ত্যাগ করা যায় বটে, কিন্তু যে শুদ্ধা সাত্ত্বিকী ভক্তি দ্বারা জীব আমিত্ব বিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি করিতে পারে, সর্ব্বজীবে আপনার প্রেমস্বরূপ আরাধ্য দেবতার বিকাশ দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে, পরিশেষে আপন উপাস্য পদার্থে নিজ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দরসে ডুবিয়া যায়, সে ভক্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ। সেই অনুপমা অহৈতুকী ভক্তি লাভ করা সাধারণ মানবের সাধ্য নহে। বরং তদপেক্ষা যুক্তি ও বিচারসাপেক্ষ জ্ঞানচর্চ্চার অধিকার অনেকের আছে আমাদের এইরূপ মনে হয়। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ এই দুই বিভিন্ন পন্থা লইয়া জগতে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় উভয় পন্থারই চরম ফল সমান। দ্বৈতজ্ঞান ও অদ্বৈতজ্ঞান সাধকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র এবং উভয়ের পরিণাম-ফল এক। সে যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম ভাব ও ভক্তি এক পদার্থ নহে। ভাব ক্ষণিক ও অস্থির। বহুদিবসের সাধনায় পরিপক্কতা লাভ করিলে, তবে ভাব প্রেমে পরিণত হয়। সুতরাং যখন প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি লাভ করা সুকঠিন, তখন নিতান্ত চঞ্চল ও অস্থায়ী ভাবকে আদৌ বিশ্বাস না করিয়া বরং, শুষ্ক, নীরস, কঠিন হইলেও আমাদিগকে জ্ঞানভিত্তির উপরই যাবতীয়

শান্তি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাই বলিতেছি, মুখে, ক্ষুদ্র মহৎকে সমান বলিবেন না। ভাবাবেশে উভয়ের সাম্য কল্পনা করিবেন না, আকস্মিক প্রেমের উচ্ছ্বাসে যাহাকে তাহাকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন না। আপনি ক্ষণিক প্রেমের আবেগে আজ যাহাকে ভাই বলিতেছেন, স্নেহের চক্ষে দেখিতেছেন, কালি তাহাকে হয়ত সে চক্ষে দেখিতে পারিবেন না। তাই বলিতেছি, দণ্ডে দণ্ডে, ক্ষণে ক্ষণে, অভেদ মন্ত্র জপ করিয়া, অহর্নিশ মন্ত্রার্থ ভাবনা করিয়া বুঝুন এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করুন যে, প্রকৃত পক্ষে আমরা সকলেই সমান। স্বরূপতঃ আমরা সকলেই এক। হে ঐশ্বর্য্যবান্, প্রতাপবান্, সহৃদয়, মহান্ ব্যক্তি! আপনার প্রতিই আমার এই বিশেষ নিবেদন। আপনার প্রভূত শক্তি, অপ্রতিহত প্রভাব, বিপুল বিভব। আপনি মনে করিলে জগতের অশেষ হিতসাধন করিতে পারেন। আপনার ভেদ বুদ্ধি প্রকৃতভাবে তিরোহিত হইলে জনসমাজের সমূহ মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে। অতএব হে মহান্ ব্যক্তি! আপনাকে বলি আপনি আর বিনয় বা শিষ্টাচারের অনুরোধে, দুর্ব্বল ও হীনবস্থ লোকদিগকে সমান বলিয়া বৃথা আপ্যায়িত করিবেন না। জীবগণের এবং তাবৎ সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে যে বাস্তবিক স্বাতন্ত্র্য নাই এইটি অনুভব করিবার চেষ্টা করুন, সাধনবলে ঐ অনুভূতিকে আত্মার সংস্কার-রূপে পরিণত করুন, এবং সেই বিবেকবৈরাগ্য সমুদ্ভাসিত বিমল সংস্কারবশে আপনার দৈনিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকুন। দেখিবেন, ভাবের ঘোরে, প্রেমের উচ্ছ্বাসে একদিন যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা অলীক নহে—ধ্রুব সত্য, কল্পনা নহে—প্রকৃত বস্তু তত্ত্ব। সত্যই জগতে ক্ষুদ্র মহৎ নাই, সকলেই এক ব্রহ্মপদার্থের বিকার ও বিবর্ত্তস্বরূপ, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক বস্তুর মাত্র প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। সকল পৃথক পৃথক অস্তিত্বই এক মহাসত্তার অন্তর্নিহিত, সকল পৃথক পৃথক প্রাণ এক

মহাপ্রাণে নিবদ্ধ। আপনাকে ভুলিয়া এই বিশাল বিশ্ব ভুলিয়া এক নিবিড় অন্ধকারময় প্রদেশে সেই একমাত্র মহাসত্তার সহিত যোগ সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করুন। অচিরে দেখিবেন, জ্ঞানের অলৌকিক জ্যোতিতে সমস্ত আলোকিত হইয়াছে—এই ব্রহ্মাণ্ড ও চরাচরস্থ তাবৎ জীব এক মহাসত্তায় ডুবিয়া রহিয়াছে—এবং এক বিরাট বিশ্বাত্মাই এ ব্রহ্মাণ্ড ক্রোড়ে লইয়া সৃষ্টি পালন ও সংহাররূপ বিবিধ ক্রীড়া করিতেছেন।

আপনাকে ভুলিলে, নিজের পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত হইলে কেমন করিয়া ব্রহ্মসত্তার অনুভব হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। নির্ব্বাণ তত্ত্বের অধিকারী যোগীরা বলেন যে, নির্ব্বাণরূপ শান্তিময় অবস্থায় নাকি অহংজ্ঞান লুপ্ত হইলেও আনন্দাদি উপভোগের নিমিত্ত মুক্ত ব্যক্তির স্বকীয় অস্তিত্ব জ্ঞানের বিলোপ হয় না। সেই মোক্ষধামে নাকি জীবের ক্ষুদ্র 'আমি' এক বিশাল বিরাট 'আমি'তে পরিণত হয়। সেখানে প্রত্যেক জীব নাকি প্রত্যেক জীবের সহিত সম্পূর্ণ সাম্য অনুভব করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, হে মহান্ ব্যক্তি! এই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার হৃদয় দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হইবে এবং আপনার জীবন বিশুদ্ধ ও শান্তিময় হইবে। আপনার অন্তঃকরণ হইতে প্রেম ও পবিত্রতার উৎস ছুটিতে থাকিবে এবং আপনার মস্তিষ্ক হইতে আনন্দ ও সুধার ধারা ক্ষরিত হইয়া আপনাকে এবং আপনার সহবাসী জগজ্জনকে অমৃতরসে অভিষিক্ত করিবে। ক্রমে দেখিবেন সত্য সত্যই এজগতে কেহ পর নাই—সকলেই আপন, সকলেই ভাই ভাই, সকলেই সমান, সর্ব্বত্রই এক ব্রহ্ম পদার্থের স্ফূর্ত্তি। এই বিশ্বে ক্রন্দন, কোলাহল, শোক, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সকলই স্বপ্নের খেলা, বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই আনন্দময়ের লীলা, সর্ব্বত্রই এক অবিরল আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

এ ক্ষুদ্রের কথা শেষ হইল। আনন্দময়ের পূত নামে এই প্রবন্ধের

উপসংহার করিয়া তাঁহারই পবিত্র স্বরূপ স্মরণ করিতে করিতে ক্ষুদ্র আমি পাঠকবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

নিবেদন

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(১)

যদি,—

গোপনে কাঁদি হৃদয়খানি ঠেলিবে বাঁকা চরণে
হৃদয় মাঝে এমন জ্বালা জাগালে কেন চিকণকালা
দহিছে হৃদি আকুল অতি আজিকে তোমা বিহনে।

(২)

বারেক শুন পরাণ প্রিয়! বেদনা কি যে হৃদয়ে
দেখায়ে কেন ওরূপরাশী পরালে মোরে প্রেমের ফাঁসি
হানিয়ে বাজ হৃদয়ে আজ সহসা গেলে পলায়ে।

(৩)

যদি হে তব মনেতে ছিল দিবে হে এত যাতনা
তবে হে কেন বাঁশীর সুরে অমন ক'রে ডাকলে মোরে
ছিলাম ভাল ঘরের কোণে ছিল না এত বেদনা।

(৪)

জীবনে কভু ডাকিনি তোমায় বিষয় মোহে ভুলিয়া
তোমার তরে কখন মোর ঝরেনি সখা আঁখির লোর
যায়নি দুঃখে বিরহে তব হৃদয় মম ভরিয়া।

(৫)

ঘুমায়েছিনু গভীররাতে বিভোর হ'য়ে স্বপনে
কখন তুমি গোপনে এসে   আমার পাশে দাঁড়ালে হেসে
সহসা আমি জাগিয়া দেখি চাহিয়া আছ নয়নে।

(৬)

সহসা আজি একিগো ব্যথা উঠ্‌লো জেগে অন্তরে
কেন গো আজি তোমার তরে   পরাণ মম এমন করে
কঠিন হিয়া সরস হ'ল কিসের কোন্ মন্তরে।

(৭)

একি হে সখা করুণা তব চাহেনা যেবা তোমারে
তাহারে তুমি আপন ক'রে   ডাকিলে কেন সোহাগ ভরে
ডাকিলে যদি দাও হে ঠাঁই চরণতলে তাহারে।

সারঙ্গ ঠাকুরের ইতিবৃত্ত

(পরিব্রাজক শ্রীমদ্দাস গোবিন্দ ভক্তিসরোজ।)

নানাভরণভূষাঢ্যা গৌরাঙ্গীরসভাবিতা,
কামন্ত সুখদে কুঞ্জে নান্দীমুখী সখী পরা।
সাবক্তে সখ্য ভাবে চ দ্বয়োঃ কেলি প্রমোদিকম্,
দ্বয়োঃ সেবা নিমগ্নং তং সারঙ্গং ভজহং ভজে ॥১॥

ব্রজে নান্দীমুখী এবে সারঙ্গ ঠাকুর।
চৈতন্যের শাখা বাস মাউগাছী পুর ॥

এই কথা শ্রীশ্রীগৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা ধৃত শ্রীমৎ নবদ্বীপচাঁদ গোস্বামী-কৃত শ্রীবৈষ্ণবাচার দর্পণে উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার এই সারঙ্গ ঠাকুরকে চৌষট্টি মহন্তের এক মহন্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও রসিকাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীমৎ রামানন্দ রায়ের যুথে চতুর্থাসনে বসাইয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি কৃষ্ণসেবা পরা সখী বিশাখার অনুগত রামানন্দের মতাবলম্বী মধুর রসের উপাসক।

গ্রন্থকার ইহাঁর কুল-কর্ম্মের কোনও পরিচয় দেন নাই। অর্থাৎ তিনি কোন্ কুলে, কার ঔরসে, কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ কোন্ কর্ম্ম-দ্বারা সমাজে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন এই বৈষ্ণবাচার দর্পণে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। আমরা যথাসাধ্য তথ্যানুসন্ধানে জানিয়াছি যে, ইনি (সারঙ্গ ঠাকুর) ভরদ্বাজ গোত্রীয় কনোজ ব্রাহ্মণ; ইহাঁর আদি পুরুষের নাম শ্রীহর্ষ তেওয়ারী। তদ্বংশাবতংস সারঙ্গ ঠাকুর তদীয় সুকৃতি বলে পরমপদ লাভ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন ও আশ্রমান্তরে ঐ মাউগাছীপুরে বসতি করিয়া ব্রজগোপীকার কল্পিত উপাসনায় শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলার সহায় হইয়াছেন।

বন বিষ্ণুপুরের মহারাজ বীরহাম্বির কর্ত্তৃক যখন শ্রীনিবাসাচার্য্যের গ্রন্থ লুণ্ঠন হয় তখন তিনি (সারঙ্গ ঠাকুর) সেই সমস্ত গ্রন্থের পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন. এমন কি সেই সময় ঐ সারঙ্গ ঠাকুর মাউগাছীপুর পরিত্যাগ করিয়া গড়বেতা গ্রামে যাইয়া শ্রীপাট স্থাপন করিয়াছেন, তদনন্তর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বসতি করিয়া ঐ সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন ও সেই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া সেই গড়বেতাতেই সমাধিস্থ হইয়াছেন।

"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
মানব কোন ছার হয় তারা অল্পমতি॥

সারঙ্গ ঠাকুরে চিনে কি সাধ্য তাঁদের।
তাঁর সেবা পাবে হেন কি ভাগ্য তাঁদের॥"

ইহলোক স্ব-স্বরূপে সারঙ্গ ঠাকুরকে চিনিতে পারে নাই। এবং তাঁহার কায়িক, বাচিক ও মানসিক সাধনা দ্বারা ইহলোক যে কতটা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিবার শক্তিও তাহাদের নাই। তবে যে সব বৈষ্ণব-গ্রন্থের সাহায্যে এই প্রেমভক্তি চন্দ্রিকার গ্রহণের কালেও ভাগবদ্ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, আমাদের মত নর-পশুরাও তাহা অনুভব করিতে পারিতেছে, সেই সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন। তিনি বা তাঁহার মত মহাত্মারা যদি ঐ গ্রন্থের পুনরুদ্ধার না করিতেন তাহা হইলে আমাদের মত নর-পশুর কিনা দুর্দ্দশা হইত? বিশেষতঃ এই প্রেমভক্তি চন্দ্রিকার গ্রহণের কালে? "যে কালে কর্ম্মী, ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানী প্রভৃতি নানান্ মতাবলম্বী দ্বারা পাপরূপ বাহু উত্তেজিত হইয়া প্রেমভক্তি চান্দ্রিকাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে?"

এবিষয় লইয়া একটু চিন্তা করিলে প্রত্যেককেই বলিতে হইবে যে, সারঙ্গ ঠাকুর আমাদের পরম হিতৈষী, তাঁহাদ্বারা আমরা যতটুকু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত তিনি আমাদিগকে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন। জন্ম-জন্মান্তরে আমরা তাঁহার সে ঋণ শোধ করিতে পারিব না। যাহারা যথার্থ কৃতজ্ঞ তাহারা নিত্য তদীয় পূজ র্চনাদি দ্বারা সেই ঋণ শোধ করিবার চেষ্টা করিবেন। সেই স্মৃতি সংরক্ষণার্থে ইষ্টক বা প্রস্তরাদি দ্বারা সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইবেন ও তাহার সংরক্ষণে যত্নবান হইবেন।

পরম ধার্ম্মিক রাজা শ্রীশ্রীরঘুনাথ সিংহ দেব বাহাদুর সে কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন। তিনি ব্যয় বাহুল্যে কামান পাথর দিয়া তাঁহার সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সেই স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন সারঙ্গ

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীবণজিৎ তেওয়ারীকে দিয়া তাঁহার সেবা করাইয়াছেন। সেই বণজিৎ তেওয়ারীর বংশধরগণ অদ্যাপি গড়বেতা গ্রামে বর্ত্তমান। তাঁহার বংশ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

বণজিৎ তেওয়ারী (মহান্ত) ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া গড়-বেতা গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন ও জীবনের শেষ সময়ে সারঙ্গ ঠাকুরের সন্নিকট সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অদ্যাপিও তাহা পরি-লক্ষিত হইতেছে। ইহাঁর পরবর্ত্তী বহু পুরুষের নাম অপরিজ্ঞাত। পুরুষানুক্রমে ইহারা সকলেই মহান্ত বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তারপর

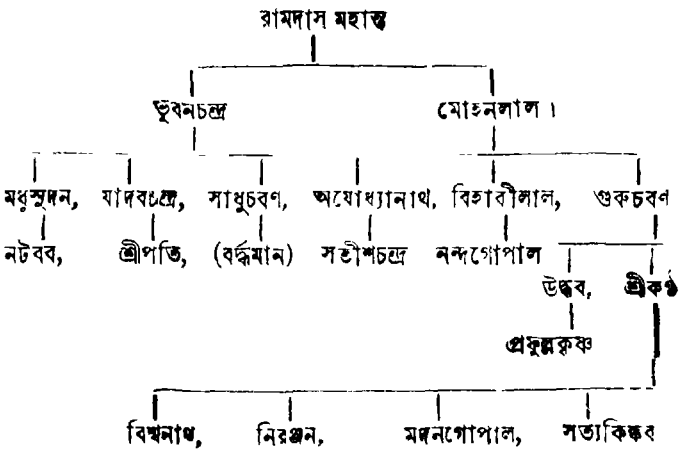

এই এতবড় বিরাট বংশ সারঙ্গ ঠাকুরের সেবাইত বণজিৎ তেওয়ারীর। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ? এত সব পরিবার থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সমাধি ভগ্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধার অভাবে শ্রীমন্দিরে বড় বড় গাছ হইয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। সে স্থানটী এখন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। সমাধিস্থ মহাপুরুষের পূজা সেবাতো হয়ই না পরন্তু লোক সাধারণ একা

একা সেখানে যাইতেও সাহস করে না। একি কম দুঃখের কথা!" "যার ধন তার ধন নয় এপোয় মারে দই।"

বিগত পৌষমাসে আমি ঐ গড়বেতাতে ভাগবত পাঠ করিতে যাইয়া স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া আসিয়াছি ও তন্নিমিত্ত মর্মাহত হইয়া ভক্তি পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি। রণজিৎ তেওয়ারীর বংশধরগণ এখন ইংরাজ ঘেসা হইয়া বৈষ্ণবতা হারাইয়া সেবাধর্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। আর গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের অধিকাংশই শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মে অনাশক্ত, অতএব তাঁহারা বৈষ্ণব স্মৃতি সংরক্ষণে অসম্মত। আবার যাঁহারা বৈষ্ণব তাহারা নিজের নিজের ধান্দা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত। অপরাপর ব্যক্তির সংরক্ষিত বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিবার অবকাশ তাঁহাদের নাই। কাজেই সারঙ্গ ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে।

এক্ষণে ইহার একটা প্রতিকার করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে বেশী কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

সাধুরা সমদর্শী! সকলের প্রতি সমান করুণা। তাঁহাদের আত্ম-পর নাই। বাবা বিশ্বনাথ যেমন সকলেরই বাবা বিশ্বনাথ, মা দুর্গা বলিতে যেমন সকলেরই মা দুর্গা, তেমনি সাধু বাবা বলিতে সকলেরই সাধু বাবা! সকলকেই তাঁহার সেবা কার্য্যে তৎপর রাখিতে হয়। নচেৎ পিতৃদ্রোহের পাপ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু গড়বেতা গ্রাম নিবাসী গৌরভক্তগণ তাহার অনুকূলে কার্য্য না করিয়া পিতৃ-ভক্তির বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। এই কথা আমার মুখ দিয়া প্রকাশ পাইলে তাঁহারা হয়তো আমার প্রতি রুষ্ট হইতেও পারেন, তথাপি সেবা বস্তুর আরোপে উচ্চ বাচ্যে আমার ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইল। সেবানিষ্ঠ জনগণ আমাকে সে দায় হইতে রক্ষা করিবেন।

প্রভুকহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার পঞ্চদশাধ্যায়ে উল্লিখিত; ইহা কি তাঁহারা অস্বীকার করিবেন? কখনই না। তবে কেন সেবাকার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে? উপদেষ্টার অভাবে।

মহাত্মা গান্ধী কোনও প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"ভারতবাসী চিতা বাঘ" অর্থাৎ চিতাবাঘ যেমন অসাড় হইয়া চুপটী করিয়া পড়িয়া থাকিতে ভালবাসে, অথচ কদাচ কেহ তাহার কাণের কাছে যাইয়া কোনও সাড়া শব্দ করিলে চিতাবাঘ আর তদবস্থায় থাকিতে পারে না। জাগিয়া উঠে ও স্বশক্তি প্রকাশের চেষ্টা করে। ভারত বাসীও ঠিক সেইরূপ ধরণের। কর্ম্মে বিতৃষ্ণ হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় গুলি চিন্তা করিতে ভালবাসে, কর্ম্ম করিতে ভালবাসে না। অথচ কদাচ কোন কর্ম্মী যদি তাহাদের কাছে যাইয়া কর্ম্ম করিয়া অপরের নিকট (তাহাদের নিকট) কর্ম্মযোগের মহিমা কীর্ত্তন করেন (কর্ম্ম করিতে বলেন) তাহা হইলে তাহারা আর তদবস্থায় থাকিতে পারে না। স্ব-শক্তি প্রকাশ করিয়া আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করে। (প্রচারকের প্রবর্ত্তিত কর্ম্মের অনুসরণ করে)। মোটের উপর তাহাদিগকে খাটাইবার মত একটি কর্ম্মী বা কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। নতুবা ভারতবাসী কর্ম্ম করিবে না।

ঐ গড়বেতাতেই আমি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। যে সারঙ্গ ঠাকুরের সেবাইত বংশ ইংরাজ ঘেসা হইয়া সেবা ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তাহারাই মাত্র একটিদিন সারঙ্গঠাকুরের বিষয় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তদ্গত চিত্ত হইয়া তাঁহার নিত্য সেবা ও পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু নন্দ গোপাল মহান্ত তাঁহার সগোষ্ঠিতে আমার পরম পিতা শ্রীশ্রীদাশ গদাধর ঠাকুরের আনুগত্যে তদীয় সেবা কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা, তথা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়, তথা শ্রীযুক্ত গোবিন্দ সিংহ বাবু, তথা শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী বাকই, তথা শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ বাকই, তথা শ্রীযুক্ত ভূতনাথ কুণ্ডু, তথা শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দত্ত, তথা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মাস্ত্রা, তথা শ্রীযুক্ত কালীদাস বৈরাগী এবং আরও কতিপয় ভক্ত (সকলের নাম জানা নাই) তাঁহার কার্য্যে সহযোগী হইয়াছেন। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সারঙ্গ ঠাকুরের সমাধি মন্দির ও তন্নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ ঝোড় জঙ্গল কাটাইয়া বিগত পৌষ সংক্রান্তিবদিন সারঙ্গ ঠাকুরের স্মরণোৎসব করিয়াছিলেন। তদনন্তর ঐ নন্দগোপাল বাবু যথাসম্ভব খরচ করিয়া সারঙ্গ ঠাকুরের সমাধি মন্দিরটি মেরামত করাইয়া দিব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে খাটাইবার মত কেহ তাঁহার সন্নিকটে থাকিলে তাহা বোধহয় এতদিন সুসম্পন্ন হইয়া যাইত, কিন্তু সেই খাটাইবার লোকটি স্থানান্তরিত হওয়ায় তাঁহার কার্য্যে দীর্ঘ সূত্রতা আসিয়াছে।

এক্ষণে আমার বক্তব্য ভাবতী সম্প্রদায় যে সমস্ত কর্ম্মী ভাগবতধর্ম্ম প্রচারে সংরত তাহারা যেন এই সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তির প্রতি একটু নজর রাখেন। তাঁহাদের প্রমুখাৎ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে অনেকেই আকৃষ্ট ও তদ্‌গত চিত্ত হয়েন সুতরাং সেই সমস্ত ভাগবত ব্যাখ্যাতার অনুরোধেও তদাকৃষ্ট তদ্‌গত চিত্ত জনগণ এইরূপ প্রাচীন কীর্ত্তির পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করিতে পারেন।

এই কথা বলিবার মূলে একটি কারণ আছে—"আমি ঐ গড়বেতা যাইবার পূর্ব্বে আরও দুইজন ভাগবত ব্যাখ্যাতার শুভাগমন হইয়াছিল, একটি আমাদের পরিচিত শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী (কানুঠাকুরের বংশধর) অপরটি পরিব্রাজক শ্রীঅন্নদা প্রসাদ মিত্র (অধুনা নবদ্বীপ ধাম নিবাসী)

যে সময় যে কার্য্যের জন্য সারঙ্গ ঠাকুর গড়বেতাতে অবস্থিত, ঠিক সেই

সময়ে সেই কার্য্যের জন্য কানুঠাকুর ও তথায় সমাগত পূর্ব্বদেশ হইতে।

বৃন্দাবন হইতে আরও দুই মাহাত্মা ঐ বিষ্ণুপুরাঞ্চলে আসিয়া ইঁহাদের সহায় হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একের নাম শ্রীমথুরা নাথ ঠাকুর (দাশ গদাধর বংশ) ওন্দা থানার মাকড়কোল নামক গ্রামে তাঁহার সমাধি, আর একের নাম শ্রীগোকুলানন্দ ঠাকুর (ছয়চক্রবর্ত্তীর এক চক্রবর্ত্তী)। তাঁহার সমাধি ঐ মাকড়কোল গ্রামের সন্নিকটস্থ কাঁটাবণি গ্রামে। আর কানুঠাকুরের সমাধি গড়বেতা গ্রামে। কানুতত্ত্ব নির্ণয় গ্রন্থে তাহার বিষয় সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

কানুপ্রিয় গোস্বামী কানুতত্ত্ব নির্ণয় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণের পূর্ব্বে ভ্রম সংশোধনের জন্য গড়বেতা গ্রামে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তিনি নিজের পাণ্ডিত্য প্রতিভায় ও কুলগৌরব প্রীতিতে অনেকের নিকট শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইয়াছেন, ইচ্ছাকরিলে সারঙ্গ ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের সমাধি সংস্কার করাইতে পারিতেন কিন্তু কি দুঃখের কথা স্থানীয় লোক সমস্ত তাঁহাকে সেখানে যাইতে বলিয়া তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত সমালোচনা করিতে চাহিলেও তিনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শুনিলাম।

অন্নদাপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের অবস্থাও তদনুরূপ। তিনি তাঁহার স্ব-শক্তি প্রকাশ করিয়া বহু নব্য সম্প্রদায়কে নিজের হস্তগত করিয়াছেন। তাহাদিগকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন অথচ তিনি এসমস্ত কার্য্যে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। ঐ সারঙ্গ ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের পুনরুদ্ধারের জন্য তিনিতো কাহাকেও কোন কথা বলেনই না—পরন্তু ঐ সারঙ্গ ঠাকুরের কি কানু ঠাকুরের সমাধি মন্দিরে প্রণাম করিতেও জান নাই।

ইহা কি কম দুঃখের কথা? ইহাতে কি আমাদের কলঙ্কের ভয় নাই? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীশ্রীভক্তি প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মপ্রচারক-

গণ সকলে মিলিত হইয়া ইহার একটা প্রতিকার করুন; যেন এইরূপ ভাবে আরও অন্যান্য দেশ দেশান্তরের বৈষ্ণবস্মৃতি সকল বিলুপ্ত না হয়। ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ ও এই প্রবন্ধ প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালীর নৈতিক পতন

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গালী যুবকেরা অনেকে চুরি, ডাকাইতি ও নরহত্যা করিয়া দণ্ড পাইয়াছে। বাঙ্গালীর যে নৈতিক পতন হইয়াছে, ইহা তাহারই পরিচয়।

ঈশ্বর ভক্তি, বিশ্বপ্রেম, চরিত্রের মহত্ত্ব ও বিদ্যানুরাগিতার জন্য বাঙ্গালী যুবক ভারতের ভূষণ ছিল। বাঙ্গালী যুবক ভারতের সকল প্রদেশে সমাদৃত, বাঙ্গালী যুবক সকল প্রদেশে নানা প্রকার সৎকার্য্যের জন্য নেতা ছিল। সে দিন আর নাই।

বাঙ্গালী এখন সর্ব্বত্র অবহেলার পাত্র হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশেও বাঙ্গালীর গৌরব নাই। অন্য প্রদেশবাসীরা বাঙ্গালী অপেক্ষা নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইতেছে।

বাঙ্গালী কি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে?

জাতীয় মহত্ত্বের কারণ—ভগবানে বিশ্বাস, জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম ও কর্ম্মে অধ্যবসায়। ঐ সকল গুণে বাঙ্গালী

---

* লেখক যে দুইজন ধর্ম্ম প্রচারকের নাম দিয়া তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁহারা দুইজনেই বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ পরিচিত। আশাকরি তাঁহারা প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। আমরাও সাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি। বৈষ্ণব তীর্থ সংস্কার সমিতির সম্পাদক ও চায়াচিত্রের সত্বাধিকারীর গুরু মিত্র মহাশয় এমন উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া এরূপ কার্য্যে উদাসিন্য প্রকাশ করিলেন কেন বুঝিলাম না। তবে কি সংস্কারের মধ্যে কোন গোলযোগ আছে? সম্পাদক মহাশয় কি বলেন? (ভঃসঃ)।

ভারতের নেতা হইয়াছিল। ঐসকল গুণের অভাব হওয়াতে বাঙ্গালী এখন অন্যান্য প্রদেশের লোকের তল্পীদার হইয়াছে।

বাঙ্গালী যদি বড় হইতে চায়, তবে পুনরায় ঐ সকল মহৎ গুণের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক, নতুবা অধঃপতন আরও ভীষণ হইবে।

বাঙ্গালী মহৎ গুণের অনুশীলন, জীবনের মহৎ কার্য্য মনে না করিয়া অধ্যয়ন ত্যাগই শ্রেষ্ঠতর কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছে, ধর্ম্ম চর্চ্চা পরিত্যাগ করিতেছে, সত্য, প্রেম, ন্যায় ও পবিত্রতা অর্জ্জন প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেছে না, গৃহে বিদ্যালয়ে বা কার্য্যক্ষেত্রে উহার মহত্ত্বের কথা শুনিতে পায় না।

বাক্যে স্বজাতির উন্নতি বা স্বদেশ প্রেমের কথা খুবই উচ্চারিত হয়। কিন্তু যাহাতে প্রকৃত পক্ষে স্বজাতির উন্নতি হয়, সে বাক্য প্রায় কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না।

নিম্ন শ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেরা যদি চুরি, ডাকাইতি বা নরহত্যা করে, তবে তাহা অতিশয় নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু শিক্ষিত লোক যদি স্বদেশের নামে চুরি, ডাকাইতি বা নরহত্যা করে, তবে অনেকেই মুখে না বলিলেও মনে তাহার প্রশংসা করেন। যদি এই মনোভাব দেশে ক্রমে প্রবল হয়, তবে দুর্নীতিই অনেকের জীবনের আদর্শ হইবে। দুর্নীতিপরায়ণ কোন জাতি কি জগতে মহৎ হইয়াছে? আমরা বাঙ্গালীকে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেখিতে চাই।

সত্যের শক্তি, ন্যায়ের শক্তি, পুণ্যের শক্তি ও বিশ্বাসের শক্তি, অধ্যবসায়ের শক্তি জাতিকে যেমন শক্তিশালী করে, এমন আর কিছুতেই নয়। বাঙ্গালী পিতামাতা, বাঙ্গালী শিক্ষক, বাঙ্গালী বাণিজ্য ব্যবসায়ী দেশের যুবকদিগকে এই শিক্ষা দিয়া বাঙ্গালীকে জগতে বরেণ্য করুন। ('সঞ্জীবনী')।

শান্তিপুর পথে নিতাইর সাথে
গিয়াছেন গুণমণি।
আমোদে আহ্লাদে চলেছে দুভাই
ভাবনার কিছু নাই ;
আজি কিম্বা কালি অবশ্য আসিবে
নিজগৃহে শ্রীনিমাই।
শচীর অনুজা দেবী সর্ব্বজয়া
নিকটে বসিয়াছিল,
শুনি সে রূপসী বধূবাসে পশি
এ সংবাদ শুনাইল।
ঘুচিল আতঙ্ক সবেই নিঃশঙ্ক
হইল, সবার মুখে
ভাতিল আশার উজ্জ্বল আলোক
ছুটিল বিদ্যুৎ বুকে।
সে তিলেক মাত্র! পরে কি বিচিত্র!
সবা চিত্তে যুগপৎ,
ক্ষোভ অভিমান ক্রোধ আর মান
দেখা দিল বিধিবৎ।
না দিবে বা কেন? সুবেশ সে হেন
তবে কি বিফলে যাবে?
না হবে বা কেন? সে মাল্য গ্রন্থন
হায় গো নিস্ফল হবে!
প্রতিদিন প্রিয়া প্রাণেশের তরে
গেঁথে রাখে ফুলহার,

আজিকার তরে পরাতে কি তাঁরে
নারিবে সে হার আর ?
ভাবিতে বালার নয়ন আসার
ছুটে অবিরল ধারে,
সখী-মনে ব্যথা, তাঁহারাও বৃথা
সাজাইল প্রিয়াজীবে ॥

* * * *

ডুবে গেছে রবি নিশী আগমন,
এল না ত গৌরহরি ?
লয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া অপেক্ষিছে সবে
নিমেষ নিমেষ করি !
কাটে না রজনী, ক্ষণে দিন গণি
কি দীর্ঘ ! তাও না কাটে ।
প্রশ্বাসেতে যেন অনল বর্ষণ,
যায় বুঝি বক্ষ ফেটে ।
পদধ্বনি ক'রে ফেরুপাল ফিরে
শুনি ভাবে এল ওই,
ঘরের বাহির হ'য়ে পথ চাহে
হায় প্রাণনাথ কই ?
দৈবে কোন ধ্বনি শুনি বিনোদিনী
উৎকর্ণ হইয়া রহে ;
অতি সন্তর্পণে চকিত নয়নে
এদিক ওদিক চাহে !

উৎকণ্ঠা প্রবল, জ্বালা অবিরল
সহিবে কেমনে বালা ?
শান্তির উপায় জানে সখীজন,
গৌরকথা আরম্ভিলা—
"ওরে সই তোরে কি আর বলিব,
জানা কি নাহিক তোর ?
এমন ঘটনা কত না ঘটেছে,
দেখিতেছ নিরন্তর।
বিবাহ সুস্থির হইল যখন
মনে কি পড়েনা সই !
কি খেলা খেলিল, গাছেতে তুলিয়ে
টেনে লয়েছিল মৈ।
ঘরে তুই গেলি মরমে মরিয়ে
মাতা পিতা মর্ম্মাহত,
অমনি সুখের সংবাদ পাঠা'ল
খেলা তাঁর এই মত।*
নহে কিছু নব শয্যা যাত্রা কথা,
বারেক ভাবিয়া দেখ,
বলিল—'হৃদয়ে রাখিয়া তোমায়
ভুলিবে বিচ্ছেদ দুঃখ।'

* বিষ্ণুপ্রিয়া-বিশ্বম্ভরের বিবাহ স্থির হইলে, তিনি নিজে যেন তাহা জানেন না, এই ভাবে ঘটকের সহিত কথা বলেন। ঘটক মুখে তাহা শুনিয়া—বুঝি সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল ভাবিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতামাতা দুঃখিত হন, তখন বিশ্বম্ভর নিজেই তাঁদের ভুল ধারণা দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

বলিল আরও— 'কেবল ভোগেতে
সুখ-অনুভূতি কমে,
বিচ্ছেদ লবণ দৈবে যদি মিশে
বাড়ে স্বাদ পূর্ণোদ্যমে !'
রসময় তোর গোরা নটবর
কুলতনু প্রেমে গড়া,
রসের প্রকার কতই না জানে,
ইহাও তাঁহারি ক্রীড়া।"

সখ্যুক্তি—

বাহার—যৎ

রসরাজ মহাভাবময় তনু তাঁর।
সাধুজনে বলে—গোরা রসের পাথার॥
প্রেমময় সকরুণ
অসীম তাঁহার গুণ
সে ত নহে নিকরুণ, ভেব নাক আর॥
লীলা রঙ্গ তাঁরি সব
ভাবনা ঘুচিবে তব
সযতনে আদরিবে, জানি ভাল মন তাঁর॥

রসময় গৌর নাম গুণ সহ
আশা বাণী শুনে শুনে,
রসের আবেশে ধীরে ধীরে তাঁর
কি শান্তি আসিল প্রাণে।

সখী কোলে বালা, আলসের বশে
নয়ন মুদিয়ে এল,
নিদ্রার ঈষৎ আবেশে সকল
অশান্তি হরিয়ে নিল।
তখন তন্দ্রায় দেখিল স্বপন,—
প্রেমময় গৌর রায়
আসিয়া বসিছে শিয়রে, সোহাগে
এক দিঠে মুখ চায়।
চাহিয়া চাহিয়া বদন তুলিয়া
একি করে চঞ্চলিয়া ?
মিলাইয়া দিল ফুলে আর ফুলে,
কি সুষমা বিলাইয়া।
কি হর্ষ পুলকে বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ
ছাইল। বদনে দীপ্তি
প্রকাশ পাইল, প্রকাশ করিল
চিত্তের মধুর তৃপ্তি !
ঘুমন্ত সখীর স্বপ্নাবেশ সুখে
সখীদেরো গেল দুখ,
বৃক্ষমূলে বারি হইলে সিঞ্চিত
পল্লবেরও সাধে সুখ।
নিশী হ'ল শেষ কি নবীন বেশ
পরিল প্রকৃতি সতী !
কি যে কমনীয় কান্ত সুষমার
জীব-জন গেল মাতি।

আসিছে ফিরিয়ে শ্রীবাস ভবনে,
ভক্তসনে গৌর রায়,
কি প্রেম হিল্লোল আনন্দ কল্লোল
উঠিল গো নদীয়ায়।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি!
কি মধু সুকণ্ঠে গাইতে লাগিল
ভক্ত পিক সহ গৌরগুণমণি,
উঠিল ত্রিদিব পথে সেই মহাধ্বনি।
যথা—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু-কৃত সঙ্গীত—
"কান্ত পরশমণি আমার।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার সেরূপ দরশন।
বদনের ভূষণ আমার তাঁর গুণগান।
হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন।
ভূষণ কি আর বাকি আছে।
আমি কৃষ্ণপ্রেম হার পরিয়াছি গলে।'
(ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী)

* * * *

হেথা বিষ্ণুপ্রিয়া মনের উল্লাসে
কত কি ভাবিছে মনে,
কি কথা বলিবে কি বা শুধাইবে
কি করিবে তাঁর সনে।
এখনি আসিবে মায়ের চরণে
জানে ধনী স্থির মনে,

শচীমার ঘরে কথাটি শুনিলে
ঊর্দ্ধ কর্ণ ক্ষণে ক্ষণে !
কাজের ব্যাজেতে শতবার বালা
নিরখিছে পথ পানে
'নয়ন-আনন্দ' না হেরি পথে
নিরাশ হ'তেছে মনে।
ক্রমে ক্রমে তাঁর মানের উদয়,
ঘরেতে তখনে গিয়া,
শোভন পালঙ্ক উপরে পড়িল
বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া।
আসন কাঞ্চনা সুধাইল হাসি,
কেন—কি হ'য়েছে তাঁর ?
আসিয়া অমিতা বলিল কৌতুকে—
"বাকি নাই বুঝিবার !"

* * * *

গেল বহুক্ষণ না এল তখন,
এখন করণ কি ?
ততক্ষণে মান হ'য়ে হতমান
পলায়ন পর না কি ?

* * * *

সনাতন সুতা * সর্ব্বগুণ যুতা
সুশীলা সরলা বালা,

* শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতার নাম শ্রীসনাতন মিশ্র মাতার নাম মহামায়া দেবী।

তুলনা তাঁহার সহ দিব কার ?
রূপেতে ভুবন আলা।
মধ্যাহ্নের তীক্ষ্ণ কিরণে নদীয়া
হাসিছে উজ্জ্বল বেশে,
বিটপীর শিরে বসি ঝঙ্কারিছে
দয়েল অতুল হর্ষে।

তখন—

শ্রীগৌরাঙ্গ শশী নিজাবাসে পশি
কি যেন খুঁজিতেছিল,
আগমন জানি বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী
চকিতে গৃহেতে এল।
সব সখী মিলে বসিয়া বিরলে
সাজাইতে ছিল তাঁরে,
না বাঁধিতে কেশ না করিতে বেশ,
ধাইয়া আইল ঘরে।

পতি অনুরাগে পূরিত অন্তর
জর জর মুক্তকেশী,
মেঘের কোলেতে যেন সৌদামিনী
তেমতি পশিল আসি।
ওতাঁর লজ্জা ও সঙ্কোচ গেল
পতি-কম-কোলে ঝাঁপিয়া পড়িল,
নেত্রে ধারা অবিরল।
তখন সোণার পুরুষ কতই
আদরিল প্রাণপ্রিয়া ;

যতই আদরে আরো ধারা ঝরে
গেছে সিন্ধু উছলিয়া।
ক্ষুদ্রা তটিনী ক্ষুণ্ন কুলুরবে
চলে সিন্ধু সম্ভাষায় ;
যদি পায় বাধা, তরঙ্গে তরঙ্গে
এমতি উছলি ধায়।
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে কাহার উদ্দেশে
এমতি দুর্ব্বার বেগে,
স্বনিয়া স্বনিয়া ধায় সমীরণ
কি আকুল অনুরাগে।
রমণীর মন কোমল করুণ
ধৈর্য্যবজ্র গঠিত বটে,
ঘাত প্রতিঘাতে আলোড়িত হ'য়ে
তাহাতে তুফান ছুটে।

দ্বিতীয় সর্গ

ঝটিকার পূর্ব্বে।

সুবিমল সুরধুনী-ধারা সুপবিত্র
শুভ্র স্বচ্ছ উপবীত আকারে বেড়িয়া
বিরাজিছে নববেশে নদীয়া নগর ;
তীরে নবতরুরাজি, তরুণ পল্লব

তাপতপ্ত জনতরে আতপত্র যেন
আছে বিস্তারিয়া, কিবা নেত্র-তৃপ্তিকর!
নবীন মরকতদল নাচিয়া নাচিয়া
পরস্পর প্রেমরসে মরি! কি মাতিয়া
করিছে জলকেলি তরঙ্গ তুলিয়া
শ্যামল নবীন তৃণ পুলিনে সুন্দর
নব ভাবে বিভাবিত কিবা নারী নর।
নব ভাব কিবা? নহে অর্থের লালসা,
নব ভাব কিবা? নহে প্রেম ভালবাসা,
নব ভাব কিবা? নহে বাণিজ্য বাসনা;
নব ভাব,—মাত্র বিদ্যা পাণ্ডিত্যের স্পৃহা।
ধনমদে কিম্বা বাণিজ্যের বাসনায়
নগর উন্মত্ত হয়, কিন্তু নবদ্বীপ
ইতর আশক্তি ত্যজি বিদ্যায় মাতিল।

সুমহার্ঘ সমুজ্জ্বল ন্যায়ের কিরীট
মিথিলা-বিজয়ী রঘুনাথ সযতনে
আনিয়া দিয়াছে শিরে, নব্যস্মৃতি হার
রঘুনন্দনের কীর্ত্তি গলে কি বাহার!
আচ্ছাদিয়া সেই কীর্ত্তি আগমবাগীশ
তন্ত্রাচারে একতার বাড়াতে প্রসার
প্রয়াসিল বৃথা হায়!—ভেদাচার সার!

যবে বিদ্যারসে মত্ত নবদ্বীপ হেন,
শত শত বিদ্যাগারে শুধু অধ্যাপনা

চলিতেছে অহরহঃ, বিদ্যামধু যবে
প্রমত্ত সতত পান করি' ছাত্র সবে ;
সহস্র মক্ষিকা যথা বসি মধুচক্রে
মধুপান করে। তারা তাহাদেরি মত
প্রতিদ্বন্দ্বী আক্রমিতে ছুটে ক্ষণে ক্ষণে,
বিনির্জ্জিত করে তারে সুতীক্ষ্ণ দংশনে।
যবে নারীরাও সবে বাঞ্ছিত সতত,
পতি পুত্র জামাতাকে হেরিতে পণ্ডিত।
আহরিতে জলঘাটে আলাপ হইত
বিদ্যার বিষয়ে শুধু, প্রসঙ্গ বিদ্যার
সঙ্গীত মধুর বোধ হইত সবার।
ধনী যিনি, মানিতেন ধনের সাফল্য
পণ্ডিত পোষণে যবে হইত ধন্য।
স্বল্পপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও হইত বিনত,
দৈবে পথে নগ্নদেহ দেখিলে পণ্ডিত,
মন্ত্রৌষধি বশে যথা ফণী সঙ্কোচিত।
হেনকালে নদীয়ার কেন্দ্রস্থল হ'তে
উঠিল গম্ভীর রব, কাঁপিল নদীয়া,
স্তম্ভিত হইল সবে। বুঝি নরসিংহ
ক'রেছে হুঙ্কার দর্পী কশিপু নাশিতে,
গুঞ্জিত হইয়াছিল যেন ত্রিজগত।
প্রহ্লাদের কর্ণে সেই আরাব, মধুর
সান্ত্বনা অভয়বাণী রূপে প্রতিভাত
যেমন হইয়াছিল, তথা নদীয়ায়

নিরীহ বৈষ্ণব যাঁরা উৎকর্ণ হইয়া
শুনিল সে ধ্বনি যেন বীণা বেণু স্বর,
হিল্লোলে হিল্লোলে চলি প্লাবিছে অম্বর।
কি সে বাণী ? মহাবাণী ছুটিল চৌদিকে
ধর্ম্মের ঔদার্য্য নিত্য তুলিল ফুটা'য়ে।
কি সে বাণী ? অত্যুদার সেই মহাবাণী,
সংকীর্ণতা স্বার্থ ভেদাচার বিনাশিনী।
কি সে বাণী ? ক্ষুদ্র-চেতা চিত্ত প্রকম্পিকা,
কি গভীরা। শুনে সবে ঊর্দ্ধকর্ণ করি।
কি সে বাণী ? মহাবাণী—'কৃষ্ণভক্তি সার,
ভক্তি বিনা কর্ম্ম যোগ ধ্যানাদি অসার।'
কি সে বাণী ?—'অধিকার কৃষ্ণ ভজনের
আছে সর্ব্ববর্ণ, নহে শুধু ব্রাহ্মণের।'
কি সে বাণী ? দিকে দিকে বহি সমীরণ
মহাবাণী অহরহঃ করে প্রচারণ :—

'ভকতি প্রেমেতে যেবা অধিকারী
তাঁহাকে প্রধান জানি,
ভকতি বিহীন কুলীন হ'লেও
অতি নীচ বলি মানি।
বিষ্ণুভক্তি হীন দ্বিজ হইলেও
শ্লাঘ্য তিনি নাহি হন,
ভক্তি অধিকারী শ্বপচ যদ্যপি
দ্বিজাপেক্ষা পূজ্য ব'ন।'

গাইলা নিমাই ; নেত্র বারি ঝরে ধারে,
গাইলা যে কি উদাত্ত সুগভীর স্বরে—
"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য ;
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার,
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।" (চৈঃ চঃ)
গাইলা নিমাই, স্বরে কি করুণা ক্ষরে।
গদ গদ কণ্ঠ, তায় বাক্য নাহি স্ফুরে।
আর্দ্রনেত্র প্রেমাশ্রুতে, মহিমা মণ্ডিত
সোণার পুত্তলি নাচে স্বর্ণদীর তীরে !
নাচে যথা সরোবরে চারু সরসিজ
বহে সমীরণ যবে তরঙ্গ তুলিয়া,
ছড়াইয়া মধুরিমা দোলিয়া দোলিয়া।
কিংবা মনহংস নব-হৃদি সরসীতে
নাচে যথা অনুরাগে নবীন উৎসাহে
অভিনব ভাব ঊর্ম্মি তুলি' বিহ্বলিয়া।
সেই নৃত্য ভঙ্গি রঙ্গে অনুসরণিয়া
সেই কলকণ্ঠে নিজ কণ্ঠ মিলাইয়া
গাইল নদীয়া ধ্বনি উঠিল অম্বরে
ডুবাইয়া স্বার্থ দ্বেষ হিংসা কদাচারে ;
গাইল নদীয়া, কিন্তু বিদ্যাভিমানী
কুলীন গর্ব্বিত নাহি মিলাইল সুর।
উজান স্রোতের মুখে চালাইল তরী,
বাহিল বহিএ তারা প্রাণপণ করি'।

কাঁদিছে যাঁহার প্রাণ তাহাদেরি তরে
তাঁহার উদ্দেশে বিষ উদ্গীরণ করে!
খলের স্বভাব নাহি পরিবর্ত্ত হয়,
অঙ্গারের মলিনত্ব যেন না ঘুচয়।
দুগ্ধ দিয়া পোষিলেও প্রতিপালকেরে
দংশে যথা অহি, তথা দুর্ম্মুখ বর্ব্বরে
অকলঙ্ক চন্দ্রে দোষ আরোপ করিল;
বিশ্বহিত ব্রতী দেবে অশেষ নিন্দিল।
"শুনিয়াছ ?" কহে এক পণ্ডিত অপরে
গঙ্গা গর্ভে উপবীত করিতে মার্জ্জন।*
আছিল পণ্ডিত ভাল শচীর নন্দন।
জন কত মিলি তার মস্তক ভক্ষণ
করিয়াছে, প্রচারিছে ঈশ্বর বলিয়া।
গুণ্ডবাক্যে তাঁরো মাথা গেছে বিগড়িয়া।
বেদবিধি বিবর্জ্জিত কুমত সতত
করিছে প্রচার হায় নিজ অভিমত।
হউক সে অবতার, ক্ষতি নাহি ছিল
যদি সেই সংখ্যাতীত লোক মূর্খ খল
—নবশাখ শূদ্রশ্রেণী—না ধাইত আর
'গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায়' পাছে তাঁর।
ব্যবস্থায় "বিদায়াদি" মিলা হল ভার!

* শ্রদ্ধেয় শ্রীল শিশির বাবুর কৃত "নিমাই সন্ন্যাস" নাটকে এই চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রায়শ্চিত্য স্নান করিয়াছে অধিকার
শুধুমাত্র হরিনাম। না করিয়া ব্যয়
নিষ্পাপ হইলে কেবা করে ধন ক্ষয়?
"বটে! বটে।" কহে অন্য কুজ কটিদেশ
সটান করিয়া রোষে, ফল সবিশেষ
পাইবে সত্বর সবে। শুন নাই কাণে,
মিলিয়ে সেদিন মোরা কাজির সদনে
জানায়েছি সব, কাজি তার প্রতিকারে
করিবে সত্বরে দণ্ড ভণ্ড সবাকারে।
তাদের প্রয়াশ পণ্ড হইবে নিমেষে,
ক্ষণে ক্ষণপ্রভা যথা মিলায় আকাশে।
তৃতীয় পণ্ডিত কহে হাসিতে হাসিতে
ফিরাইয়া মুখ গৃহে স্নানান্তে যাইতে।
"নিমাই নিত্য কিন্তু খান রাজভোগ।
শচীরও পুত্রের তরে হইয়াছে সুখ।"
"সে ত আমাদেরি ভাগ নিতেছে কাড়িয়া"
কহিলা অপরে মুখ বিভঙ্গ করিয়া।
"যাই তোরা বল ভাই?" বলে অন্য জন
শুনিয়াছি একদিন ওদের কীর্ত্তন,
কিবা চমৎকার তাহা। শুনিতে শুনিতে
আপনি আপনি অঙ্গ লাগিল গলিতে;
যথা হরিঃ রবিকরে দ্রবে অবিরল।
শুনিতে শুনিতে মম চিত্ত নিরমল,
ক্ষণে ক্ষণে রোমহর্ষ লাগিল হইতে;

বহু কষ্টে ধৈর্য্য ধরি আইনু গৃহেতে।
সে হইতে সেই পথ করেছি বর্জ্জন,
মোদের কি শোভে বল নারীর ক্রন্দন!"
"বেশ, সুচতুর তুমি" বলে অন্য জন,
"এসেছ পালিয়ে ত্যজি তীব্র আকর্ষণ;
কি বিচিত্র! সত্যই শুনিলে হরিনাম
সুন্দর সে মুখে, চিত্ত দোলে অবিরাম
স্বাতন্ত্র্য হারায়ে, যথা যাদুমন্ত্র নরে
করে পরতন্ত্র হায় নিমেষে ফুৎকারে।
তাই বলি নিমাই কি জানে গো কুহক?
অন্যথায় কেন হেন মুগ্ধ হবে লোক?"
"না হে, কিছু নহে", সারি শিবের অর্চ্চন
কহিলা পণ্ডিত এক সম্ভ্রান্ত প্রবীণ।
"তোমরা স্বার্থান্ধ সবে, গুণে দোষোদ্গার
করিতেছ মনানন্দে; জানি আমি ভাল
নিমাই কেমন ছেলে। যেদিন রাখিল
সর্ব্ব নদীয়ার মান পরাভূত করি
বাণী বরপুত্র সেই কেশব কাশ্মীরী,*
হইনু বিস্মিত, গেনু তাঁহার সদনে।
কি বিনয়! কি নম্রতা! হেরিনু তাঁহার
সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মজ্ঞান আর।
কেন হিংস; কত উচ্চে উঠেছে নিমাই,
কি বুঝিবি তোরা? হায়, বালক যেমন

* ইঁহার পরাভব বার্ত্তা শান্তিলতা কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে।

১৩০৮ [illegible]

নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

1095 P /37 30.11.32

৩০শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩৩৯

সম্পাদক

শ্রীদীনে[illegible] ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন।

4 DEC 1932 OFFICE CALCUTTA

[illegible] দ্রষ্টব্য

বর্ত্তমান সংখ্যাই [illegible] বর্ষের ১২শ সংখ্যা। আগামী সংখ্যা হইতে [illegible] আরম্ভ। যাঁহাদের নিকট গত [illegible] আছে তাঁহারা এই সংখ্যা পাইয়াই আগামী বর্ষের মূল্য সহ মনিঅর্ডারে পাঠাইবেন। অন্যথায় ভাদ্র মাসের পত্রিকা ভিঃ পিতে যাইবে। বিশেষ বিবরণ 'বর্ষশেষে আমার কথা' প্রবন্ধে দেখুন। (ভক্তি সম্পাদক)।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা

নমুনা প্রতি খণ্ড ৶০ তিন আনা, ভিঃ পিতে ১৶০ আনা

পারফিউম ক্যাষ্টর অয়েল

যাবতীয় মস্তিষ্কের পীড়া দূর করিয়া

কেশবর্দ্ধনে অদ্বিতীয়।

চারি আউন্স শিশি ৸৹ বার আনা।

"ফটো ক্যামেরা" ও

ফটোগ্রাফের যাবতীয় সরঞ্জাম এবং

"চশমা" ও "দাঁত"

অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা করাইয়া ব্যবস্থানুযায়ী জিনিস সর্ব্বদা সরবরাহ করা হয়।

সেন সাহা এণ্ড কোং ৫৩।এ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন সম্পাদিত

কীর্ত্তনগীতি সংগ্রহ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৷৷৹

প্রেমানন্দ সংবাদ (প্রশ্নোত্তর ছলে সুন্দর উপদেশ গ্রন্থ) ৷৷৹

পঞ্চগীতা (প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ) ৷৶৹

প্রাণের কথা (সদুপদেশের ভাণ্ডার) ৷৹

প্রাপ্তিস্থান :—"ভক্তি-কার্য্যালয়" পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া। অথবা "মহেশ লাইব্রেরী" ১৯।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীশিক্ষাগুরু তত্ত্ব		... ...	২২৫
বর্ষশেষে আমার কথা		... ...	২২৬
প্রাণের কথা	শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দেব বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২২৯
তুলসী	শ্রীযুক্ত তুলসীদাস ঘোষ	...	২৩০
ব্যথা	শ্রীমান্ দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৩৩
সদাচার	শ্রীযুক্ত মাধাই দাস ...	...	২৩৪
ভক্তের ধন শ্রীমদ্ভাগবত	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী ভক্তিভূষণ	...	২৩৯
ভারতে হিন্দুর পর্ব্বতালিকা	শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট সাহিত্যরত্ন		২৪১
বাসনা	শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন	...	২৪৩
প্রাপ্তগ্রন্থ সমালোচনা		... ...	২৪৩
বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য।			২৪৬

সম্পাদক কর্ত্তৃক মাসিক "ভক্তিনিকেতন" পোঃ আন্দুল-মৌড়ী হাওড়া হইতে প্রকাশিত ও কলিকাতা ৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

182 ga 877.41.

নিত্যধামগত পণ্ডিত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক
১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত

"ভক্তি"

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

—০—

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দ রূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

—০—

সম্পাদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন।

ভক্তি-কার্য্যালয়
মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন"
পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, জেলা—হাওড়া।

৩০শ বর্ষ
(১৩৩৮ ভাদ্র হইতে ১৩৩৯ শ্রাবণ)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০টাকা
নমুনা ৵০ তিন আনা।

সম্পাদক কর্ত্তৃক ৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট্ "মানসী প্রেস" হইতে
মুদ্রিত ও মাসিলা-ভক্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত।

ভক্তি-সূচী (৩০শ বর্ষ)

(১৩৩৮ ভাদ্র হইতে ১৩৩৯ শ্রাবণ পর্য্যন্ত)

প্রাচীন সংগ্রহ

মঙ্গলাচরণম্ ১

সঙ্কীর্ত্তন অধিবাস ৪১

পরিব্রাজক শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবা

দশটী নামাপরাধের পন্থানুবাদ ৪

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম ১৩৩

শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস

শ্রীশ্রীকালীদাস ঠাকুর ৫

কাঠকাটা শ্রীজগন্নাথদাস ১৯৫

শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস কবিকণ্ঠ, কাব্যগুণাকর

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ১৭

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৩৩

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা উপলক্ষে ৮৯

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে ১৭৯

শ্রীযুক্ত রামাচরণ বসু ভাবসাগর

মহামহোপাধ্যায়ের সত্যবাণী ১৮

গুরু শিষ্য সংবাদ ৫৫, ৭৭

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ

দয়াধর্ম্মের মাহাত্ম্য	..	...	২২
আত্মজ্ঞান ও আত্ম-বিসর্জ্জন	..	...	৯০
প্রবুদ্ধের প্রথম অবস্থা	...	..	১২০
প্রকৃত সাম্য ও ভ্রাতৃভাব কোথায়	...	...	২০৪

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি

বৃন্দাবনের অনুকৃতি বিষ্ণুপুরে	...	..	৩৩
পোষাক পুড়িল	...	...	৯৭
নিবৃত্তি	...	...	১৫০
বিষাদিতা	(পৃথক পত্রাঙ্কে চৈত্র মাস হইতে)		

শ্রীমাধাই দাস ও সম্পাদক

প্রার্থনা ও বক্তব্য	...	...	২
পণ্ডিত প্রবর ৺লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর মহাপ্রয়াণ	..	...	২৯
বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য	৮২, ১১২, ১৬০, ১৯০, ২৪৫		
প্রাপ্ত গ্রন্থ সমালোচনা	..	..	১৫৭, ২৪৪
ছায়াচিত্রে লীলা-প্রদর্শন	...	...	১৬০
ভ্রম সংশোধন	..	...	১৬০
শ্রীশ্রীশিক্ষাগুরু তত্ত্ব	.	...	২০৫
বর্ষশেষে আমার কথা	...	...	২২৬
সদাচার	...	...	২৩৪

উদ্ধৃত

ধর্ম্ম ও সাম্যবাদ	...	...	৪২
বাঙ্গালীর নৈতিক পতন	...	...	২২৩

পরিব্রাজক শ্রীমদ্দাসগোবিন্দ ভক্তিসরোজ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ... ৫৩, ১০৬

বেদান্তের বেদ্য আত্মপরতত্ত্ব ... ১৩৪

সাবঙ্গঠাকুরের ইতিবৃত্ত ২১৫

শ্রীযুক্ত তারাপদ মিত্র

গৌরশূন্য নদীয়া ৫৯

বাঁশরী শরৎ ১৫৬

চিত্ত চোরা ... ১৮৯

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী ভক্তিভূষণ

শ্রীশ্রীগুরুসেবা ... ৬১, ৮৬, ১১৪

ভক্তের ধন শ্রীমদ্ভাগবত ... ২৩৯

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী

পাণিহাটী মহোৎসব ও প্রদর্শনী ৭৯

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট সাহিত্যরত্ন

বৈষ্ণব প্রদর্শনী সংবাদ ৮১

ভারতে হিন্দুর পর্ব্ব তালিকা ১৪১

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি, এ,

উপবাস-চিকিৎসা ১০১

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রার্থনা ... ৮১

শ্যাম বিরহে শ্রীরাধা ... ১৪৭

নিবেদন ২১৪

শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণের কথা ১১৩, ২১৯

তোমা ২০৩

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়

শ্রীশ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাট ১৪২

কতিপয় সেবক

আটিসাবাদ্ধ বৈষ্ণব সম্মিলন ১৪৩

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন

নিবেদন ১৪৬

কারে ভজি ১৯৩

বাসনা ২৪৩

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর

নববর্ষে আহ্বান ১৯৪

শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্তোত্রম্ ১৬১

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়

কলিযুগের সাধনা ১৬৫

শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী

গৌরপদ সমুদ্র ১৯২

শ্রীমান্ দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যথা ২৩৩

শ্রীযুক্ত তুলসীদাস ঘোষ

তুলসী ২৩০

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

৩০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা | ভক্তি | ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা | শ্রাবণ ১৩৩৯

শ্রীশ্রীশিক্ষাগুরু তত্ত্ব

মহান্ত স্বরূপে কৃষ্ণ লোক শিক্ষা দিতে।
কৃপাপূর্ণ অন্তর অবতীর্ণ যে ভূমিতে॥
ভগভাবে সুভাবিত কায় বাক্য মন।
ভক্তি বিনা নাহি আর কার্য্য ও কথন॥
পতিত-পাবন দয়া দ্রবিত অন্তর।
ঘরে ঘরে ফিরে পর দুঃখেতে কাতর॥
অমূল্য সে ভক্তিধন জীবে দিতে যাচে।
সদা তাঁর মতি এই লোক কিসে বাঁচে॥
বিষয় বিষেতে জীব জীয়ন্তেই মরা।
ভক্তি-সুধা পিয়ে কিসে হয়ত বিজরা॥
তাব ভক্তি-যুক্তি শুনি লয় পদাশ্রয়।
বিষয় বেচিয়া ভক্তি-সুধা করে ক্রয়॥
অনায়াসে কৃষ্ণ পাশে প্রিয়পদ পায়।
এ হেন মহান্ত বিনা কি আছে উপায়॥
জীবের বিগুণ যেই ঘাড়ে করি লয়।
স্বগুণে করে জীবে নিজ গুণোদয়॥
এ হেন মহান্তে রতি হউক আমার।
যিনি হন স্বতঃ ভক্তি-ভাবের ভাণ্ডার॥

বর্ষশেষে আমার কথা

আনন্দঘন লীলা-রসময় করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দরের অপার করুণায় যে কোন প্রকারেই হউক "ভক্তির ৩০শ বর্ষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলাম। আজ এই শুভদিনে "ভক্তির" প্রতিষ্ঠাতা নবীন অগ্রজ পরমারাধ্য আচার্য্য প্রবর নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়কে বিশেষভাবে স্মরণ হইতেছে, যেদিন তিনি ভক্তির সমস্ত কার্য্যভার এই জীবাধমের প্রতি অর্পণ করেন সেইদিন হইতে কিভাবে যে তাঁহার আদেশপালন করিতে পারিব তাহাই ছিল প্রধান চিন্তার বিষয়। এক দুই করিয়া বাইশ বৎসর নানা প্রকার বাধা বিপত্তির মধ্যেও "ভক্তি"র সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া যেভাবে গ্রাহকগণের সহানুভূতি পাইয়া আসিতেছি তাহাতে মনে হয় প্রতিষ্ঠাতার "ভক্তি" পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল না হইলেও আংশিক যে পূর্ণ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক বৎসর শেষ হইলেই সারা বৎসরের ত্রুটী বিচ্যুতি স্বীকার করিয়া আবার আগামী বর্ষে কিভাবে পত্রিকা চলিবে তাহার একটা মোটা-মোটী হিসাব দেওয়া হয়, বরাবর আমরাও তাহাই করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু প্রতিবারেই দেখি আমাদের ইচ্ছার অন্তরালে যেন কোন্ অজানা এক ইচ্ছা বলবতী হইয়া দাঁড়ায়, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি না; কেহ পারেন কিনা জানিনা, আমরা কিন্তু পারিব বলিয়া স্পর্দ্ধাও রাখি না। তাই মনে হয় যাহা ঘটিয়াছে তাহা সরল ভাবে স্বীকার করিয়া যাওয়াই ভাল, আগামীতে কি করিব তাহার বিবৃতি দিয়া কাজ নাই, কেবল এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, "ভক্তি" দেবীর সেবায় সাধ্যমত ত্রুটী করিবার ইচ্ছা নাই। এখন সেই ইচ্ছাময়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

"আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণের যেই ইচ্ছা সেই ফল ধরে॥"

এ বৎসর লীলাময় প্রভু এক নূতন কার্য্যভার স্কন্ধে চাপাইয়া "ভক্তির" সেবায় অবসর কম দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রভৃতি আলোক চিত্রে দেখাইবার জন্য বহু সময় এবার দূরদেশে যাইতে হইয়াছে, এমন কি একসঙ্গে দেড়মাস দুইমাসও বিদেশে ঘুরিতে হইয়াছে, কাজেই আমার অনুপস্থিতিতে "ভক্তি" প্রকাশের সেরূপ বন্দোবস্ত না থাকায় যখনই বাড়ী আসিয়াছি তখনই দুই মাসের একসঙ্গে করিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে। কেহ কেহ তাহার জন্য অনুযোগও করিয়াছেন কিন্তু আমি তাহা না করিলে বৎসরের শেষ মাসে পত্রিকা সম্পূর্ণ করিতে পারিতাম না। যে কারণে দুইমাস করিয়া পত্রিকা বাহির করিয়াছি অকপটে তাহা জানাইলাম, পাঠকগণ এখন যে দণ্ডের ব্যবস্থা হয় আমার উপর প্রয়োগ করুন। আমার দোষের জন্য "ভক্তি"কে ভুলিবেন না, ইহাই আমার সবিনয় অনুরোধ। স্মরণ রাখিবেন "ভক্তি" আমার প্রাণ, আমি সাধ্যমত কখনও "ভক্তি"র সেবায় ত্রুটী করিব না।

"ভক্তি" প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যবসা নয় একথা আমি বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, যতদিন থাকিব বলিবও, বিশ্বাস করা না করা পাঠকগণের উপর নির্ভর করে। তবে যাঁহারা ভক্তি-কার্য্যালয়ের সহিত কিঞ্চিৎমাত্রও পরিচিত তাঁহারা একথার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারিবেন। ধর্ম্মপ্রচারের কিছু-মাত্র আনুকূল্য করিয়া জীবন ধন্য করা এই "ভক্তি" পত্রিকা প্রচারের একটী উদ্দেশ্য। নিজে সেরূপ সামর্থ্যবান নয়, তাই গ্রাহকগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করি। কি নূতন, কি পুরাতন সকলেই যদি "ভক্তির" বহুল প্রচারে-দ্বারা আমাদিগকে সাহায্য করেন তবে তাহার বিনিময়ে "ভক্তি"র কলেবর বৃদ্ধিই দেখিবেন। এসম্বন্ধে আমার আর অধিক বক্তব্য কিছুই নাই।

"ভক্তি"র প্রথমসংখ্যা ভাদ্রমাস শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীতে প্রকাশ হয়। সেই সংখ্যাই গ্রাহকগণকে বরাবর ভিঃ পি করা হয় কিন্তু ডাকঘরের নূতন নিয়মানুসারে এখন প্রত্যেক ভিঃ পিতে ।/০ পাঁচ আনা করিয়া বেশী লাগে তবে গ্রাহকগণ যদি তাঁহাদের দেয় বার্ষিক মূল্য মনিঅর্ডার করিয়া পাঠান, তাহা হইলে মাত্র ৵০ আনা খরচেই হয় আমাদের মনে হয় এই অর্থ সঙ্কটের দিনে অনর্থক পয়সা খরচ না করিয়া একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া এই সংখ্যা পত্রিকা পাইযাই যদি নিজ নিজ দেয় মূল্য মনিঅর্ডারে পাঠাইয়া দেন তবে খুবই সুবিধা হয়। বিশেষতঃ পত্রিকা পাইতেও বিশেষ বিলম্ব হয় না। আমাদের বক্তব্য আমরা বলিলাম, এখন গ্রাহকগণের যাহা সুবিধা হয় তাহাই করিবেন। বলা বাহুল্য ৩০শে ভাদ্র পর্য্যন্ত আমরা অপেক্ষা করিয়া টাকা বা কোনরূপ সংবাদ না পাইলে ৩১শে ভাদ্র হইতে আমরা যথা নিয়মে ভিঃ পি করিতে আরম্ভ করিব।

সর্ব্বশেষে আর একটী বিশেষ নিবেদন,—পূর্ব্বে এত করিয়া জানান সত্ত্বেও অনেকে ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে—পক্ষান্তরে পত্রিকা-ভাণ্ডারকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ করেন। এবারে এই দুর্দ্দিনে যেন তাহা না হয়। যাঁহারা পত্রিকা গ্রহণে অনিচ্ছুক তাঁহারা এই শ্রাবণ সংখ্যা পাইয়াই আমাদিগকে নিজ নিজ অভিপ্রায় জানাইবেন। করযোড়ে গ্রাহকগণের নিকট আমার এইটীই বিনীত নিবেদন।

নির্ব্বিঘ্নে আগামীবর্ষের "ভক্তি" পত্রিকা পরিচালনার জন্য আসুন সকলে মিলিয়া প্রাণ খুলিয়া বলি—

"ত্বতে সকল কল্যাণ ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্॥"

বৈষ্ণব দাসানুদাস
সম্পাদক—"ভক্তি"

প্রাণের কথা

(শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দেব বন্দ্যোপাধ্যায়।)

তোমার চরণতলে যে শির লুটায়,
আর কার(ও) কাছে যেন লুটাতে না চায়,
সকল রাজার রাজা তুমি মহারাজ,
আমি কেন হই না সে যত দীনহীন,
আমি যে রেখেছি মাথা তব পায়ে আজ,
সে ত কার(ও) কাছে লুটাবে না কোনদিন।
তাতে যে হইবে ওগো তব অপমান।
প্রাণেশ্বর, পারি কি তা থাকিতে এ প্রাণ॥
এ প্রাণ, এ মন, এই জীবন আমার,
দিয়েছি সকলি স'পে চরণে তোমার।
কেহ নাই,—না থাকুক্, তুমি যেন থেকো,
আমারে আড়াল ক'রে তুমি যেন রেখো!

* * *

হৃদয়ে কতই ভাব আসে গো আমার,
সে সকল শুনিবার কেহই ত নাই;
আমারে হেলায় ফেলে গিয়েছে সংসার,
ভাল কথা,—পাইয়াছি তোমারে গো তাই!
তুমি গো দয়াল বড় এ বিশ্ব সংসারে,
কেড়ে লও একদিকে, অন্য দিকে দাও;

সংসারের সব হ'তে বঞ্চিয়া আমারে,
তোমারি মধুর গান আমারে শুনাও।
দূর হ'তে টেনে এনে দিয়েছ চরণ,
কতই সান্ত্বনা দাও তুমি মোর মনে;
তোমার চরণতলে লভিয়া শরণ,
পেয়েছি—পেয়েছি শান্তি আমি এ জীবনে।
সে পরম শান্তি হ'তে ক'রোনা বঞ্চিত;
সব লও কর্ম্মাকর্ম্ম যা আছে সঞ্চিত।

তুলসী

(শ্রীযুক্ত তুলসীদাস ঘোষ।)

তুলসী গাছের নাম ভারতবর্ষে কাহারও অবিদিত নাই। এমন হিন্দুর বাড়ী অতি অল্পই আছে, যে বাড়ীতে অন্ততঃ একটী তুলসী গাছ নাই। তুলসী হিন্দুমাত্রেরই কেন যে এত আদরের জিনিষ, তাহার গূঢ়-তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তুলসী শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় ছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া তুলসীর নামানুসারেই ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। তুলসী গাছ হিন্দুমাত্রেই অতি পবিত্র ভাবেন এবং দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন। তুলসী গাছ অতি উপকারী, বোধহয় এই-জন্যই শাস্ত্রকার বহুদর্শী পণ্ডিতগণ গৃহস্থের মঙ্গলার্থে প্রতি গৃহে এই গাছ রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে তুলসী গাছ দেবতা জ্ঞানে পূজিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুদিগের নিত্যনৈমিত্তিক দেবদেবীর

পূজায় তুলসী পাতার আবশ্যক হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মন্দির সংলগ্ন উদ্যানে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতি সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া হিন্দু গৃহলক্ষ্মীগণের একটী নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম। বৈশাখ মাসে যাঁরা বাঁধিয়া প্রতিদিন এই গাছে জল দেওয়াও হিন্দুর একটী পবিত্র কর্ম্ম। বৈষ্ণবগণ তুলসীর পরম ভক্ত, অনেকে তুলসী কাষ্ঠের শুষ্ক মালা গলায় পরিয়া থাকেন এবং তুলসীর মালা জপ করেন।

সংস্কৃত ভাষায় তুলসীর অনেক নাম আছে, যথা—সুভগা, তীব্রা, পাবনী, বিষ্ণুবল্লভা, সুরেজ্যা, কায়স্থা, সুরদুন্দুভি, সুরভি বহুপত্রী, পর্ণাস, বৃন্দা, কটিঙ্কর, কুঠেরক, বৈষ্ণবী, পুণ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃতা, পত্রপুষ্পা, সুবন্ধ্যা, গন্ধচারিণী, সুরবল্লী, প্রেতরাক্ষসী, সুরহা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী দেবদুন্দুভি ইত্যাদি।

তুলসী অশেষ গুণসম্পন্ন এবং বহুবিধ রোগনাশক। এইজন্যই প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের সহিত ইহার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, ইউক্যালিপটাস্ গাছ ম্যালেরিয়ানাশক, দুর্গন্ধহারক এবং দূষিত বায়ুসংস্কারক। কিন্তু তাঁহারা অনেকেই অবগত নহেন যে, তুলসী গাছও ইউক্যালিপটাস্ গাছের ন্যায় সমগুণসম্পন্ন। ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আজকাল অনেকে বাটীর চতুঃপার্শে এবং গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে ইউক্যালিপটাস্ ও তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন।

তুলসী পাতার রস অনেক বিভিন্ন রোগে কবিরাজী ঔষধের সহিত অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়। শিশুদের সর্দ্দি কাসিতে মধুসহ তুলসী পাতার রস যে কত উপকারী তাহা সকলেই জানেন। হিন্দু গৃহস্থের বৃদ্ধা গৃহিণীরা তুলসী পাতার ব্যবহার ও ইহার গুণ বিশেষরূপে অবগত আছেন।

এদেশের কবিরাজ, বৈদ্য, হাকিম, সন্ন্যাসী এবং টোট্‌কা চিকিৎসকগণ তুলসী পাতা নানা রোগে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

এই গাছের আর একটী বিশিষ্ট গুণ এই যে, কোন বিষাক্ত সর্প ইহার নিকট থাকিতে পারে না। সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে তুলসী পাতার রস ও শিকড় ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পানের ন্যায় তুলসী পাতার হজম শক্তি আছে। এখন পর্য্যন্তও অনেক শুদ্ধাচারিণী হিন্দু বিধবা পানের পরিবর্ত্তে তুলসী পাতা এবং মঞ্জরী ব্যবহার করিয়া থাকেন। লবণসহ তুলসী পাতার রস ব্যবহারে দদ্রু রোগের উপশম হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার বিবিধ গুণ, যথা—ইহা ক্রিমি, বিকার, জ্বর, কুষ্ঠ, বমি ও বায়ুরোগের শান্তিকারক এবং ত্বক্‌দোষ বিষদোষ ও রক্ত দুষ্টি রোগে বিশেষ উপকারক।

তুলসীর বিভিন্ন জাতি আছে। তন্মধ্যে ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, কৃষ্ণ বা কাল তুলসী, রামতুলসী, বাবুই তুলসী, দুলাল তুলসী ও বন তুলসী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা বিদেশী বেসিল ও ওসিমামের (Basil Sweet and Ocymum) নাম শুনিয়াছি। তাহা এই তুলসীর জাতিবিশেষ।

অর্জ্জককে চলিত ভাষায় বাবুই তুলসী কহে। আমরা যে তোক্‌মারী ব্যবহার করি তাহা এই জাতীয় তুলসীর বীজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফোঁড়া, কার্ব্বঙ্কল প্রভৃতি কাটাইতে তোক্‌মারী অদ্বিতীয়। তোক্‌মারী জলে ভিজাইয়া উহা এক টুকরা কাপড়ের উপর রাখিয়া ফোঁড়া বা কার্ব্বঙ্কলের উপর দিলে ফোড়া বা কার্ব্বঙ্কল পাকাইয়া এবং ফাটাইয়া পূজ ও বদ্ রক্ত বাহির করিয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন অনেকে শরীর ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য তোক্‌মারী জলে ভিজাইয়া পান করিয়া থাকেন।

বিশ্বগন্ধ বা বিশ্বগন্ধক নামক তুলসী বাবুই তুলসীরই অপর এক জাতি-

বিশেষ। এই তুলসীর কাথ মেহ, উদরাময় ও রক্তাতিসারের উপকারক। ইহার পাতার রস ক্রিমিনাশক এবং সর্পদংশনে উপকারক।

সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই তুলসী গাছ জন্মিয়া থাকে। ছায়াযুক্ত স্থানেও ইহা জন্মে। এই গাছ অতি সহজে জন্মে এবং ইহার চাষে অধিক ব্যয়ের আবশ্যক হয় না। গাছের মঞ্জরীতে যে বীজ জন্মে, সেই বীজ হইতেই চারা উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র অযত্নরক্ষিত ভাবে এই গাছ জন্মিতে দেখা যায়। সুগন্ধি পত্রবিশিষ্ট গাছের মধ্যে তুলসী অন্যতম। যে গাছ আমাদের এত উপকারে আইসে, সে গাছ প্রতি গৃহস্থের বাটীতেই থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। শুনা যায়, গ্রীস দেশে তুলসী গাছের বিশেষ আদর আছে। (বঙ্গবাসী)

ব্যথা*

(শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

গৌর হে!

(আমার) কত যে যাতনা মরম বেদনা
কেমনে জানাব আমি।
তোমার বিহনে মরুময় প্রাণ
শুন গো অন্তর যামি॥
কত ডেকে ডেকে কত কেঁদে কেঁদে
কত নিশি কেটে গেল।

---

* এই কবিতাটীর লেখক শ্রীমান্ দুর্গাপদ ১০ম বৎসর বয়স্ক বালক। শ্রীগৌর ভগবানে ইহার অটল অচল বিশ্বাস থাকুক ইহাই প্রার্থনা। (ভঃ সঃ)

এ চির-আঁধার মলিন পরাণ
আলোকিত নাহি হ'ল।
বল কোথা যাব কোথা গেলে পাব
কে দিবে আমারে বলিয়া।
বল বল সখা হৃদয় রতন
এমনি কি যাবে চলিয়া॥
জানি তুমি ছাড়া নাহি কিছু আর
এ তিন ভুবন মাঝারে।
(তাই) জগতের স্বামী তোমারে ছাড়িয়া
(আর) বেদনা জানাব কাহারে॥

সদাচার

(শ্রীমাধাই দাস।)

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে বৈষ্ণবের কিভাবে কি করিতে হয় বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ আছে, আমরা অলসতা প্রযুক্ত (কতক অজ্ঞানতা বশতঃও বটে) কোন কিছুরই সন্ধান রাখি না, যদি কোন মহাত্মা নিজ কারুণ্যগুণে জীবের মঙ্গলের জন্য কর্ত্তব্য সম্মুখে ধরেন, দুর্দ্দৈব বশতঃ তাহাও সহজে গ্রহণ করিতে চাই না। ফলে সদাচার বর্জ্জিত হইয়া নানা প্রকার স্বেচ্ছাচার করিয়া বসি। শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—সদাচার পালন না করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, সকল কার্য্যেই সদাচার প্রয়োজন। সাধু ব্যক্তিরা শাস্ত্রসঙ্গত আচার প্রতিপালন করেন বলিয়া তাঁহাদিগের আচরণকেই সাধারণতঃ সদাচার বলা হয়। আচারহীন ব্যক্তি ষড়ঙ্গের সহিত বেদাদি অধ্যয়ন করিলেও পবিত্র

হইতে পারে না ইহাই শাস্ত্রোক্তি। পক্ষান্তরে সদাচার পালন করিলে সকল ফলই করতলগত হয়।

বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার গ্রন্থে শ্রীযুক্ত রাধানাথ কাবাসি মহাশয় বহু পরিশ্রমে সদাচারের সম্বন্ধে অনেক কথা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ গৃহস্থ ভক্তগণের উদ্দেশ্যে লিখিত বৈষ্ণবাচার যাহা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই উক্তগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বলা বাহুল্য আমরা বঙ্গানুবাদটীই তুলিয়া দিলাম, বচন প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ দেখিবেন। বিস্তৃত বিবরণীর মধ্যে কয়েকটী মাত্র দিলাম। বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসারে লিখিয়াছেন—

"দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, ও সিদ্ধগণকে এবং বয়স, বিদ্যা ও জাতিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ও গুরুবর্গকে অর্চ্চনা করিবে। সর্ব্বদা পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিবে। পরিচ্ছন্ন কেশ ও মনোহর বেশ ধারণ করিবে, সুগন্ধী-শালী হইবে; কিঞ্চিন্মাত্রও পরধন হরণ করিবে না। অল্প পরিমাণেও অপ্রিয় বাক্য বলিবে না, মিথ্যাবাক্য প্রিয় হইলেও বলিবে না। পরের দোষ কীর্ত্তন করিবে না। অন্যের আশ্রয় লইবে না, কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না, ভগ্নযানে আরোহণ করিবে না, কুল বৃক্ষের ছায়ায় বসিবে না, বিদ্বেষ প্রাপ্ত, পতিত, উন্মত্ত, বহুলোকের সহিত শত্রুতাবিশিষ্ট অতিশয় কীটতুল্য পীড়ক, অসতী, অসতীর পতি, মিথ্যাবাদী অতিশয় ব্যয়শীল পরদারবত, ও শঠ এই সকল মনুষ্যের সহিত মিত্রতা করিবে না। একাকী পথে গমন করিবে না, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিবে না; মুখ আবরণ না করিয়া জৃম্ভণ করিবে না, উচ্চহাস্য করিবে না, শব্দ সহকারে অধো বায়ু ত্যাগ করিবে না, নখ-বাদ্য করিবে না, নখদ্বারা ভূমি লিখন করিবে না, দন্তদ্বারা শস্ত্র বা নখ ও লোম ছেদন করিবে না, অমেধ্য (বিষ্ঠাদি অপবিত্র দ্রব্য) ও অমঙ্গল দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না, শব দেখিয়া

হুঙ্কার করিবে না। শবগন্ধকে নিন্দা করিবে না, চতুষ্পথ চৈত্যতরু অর্থাৎ বদ্ধবেদিক পূজাবৃক্ষ শ্মশান ও উপবন সান্নিধ্য রাত্রিতে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। পূজ্য দেব, ব্রাহ্মণ ও প্রদীপের ছায়া অতিক্রম করিবে না। অতিশয় জাগরণ, অতিশয় নিদ্রা, অতি উচ্চস্থান, অতি উচ্চ আসন, অধিকক্ষণ শয্যায় অবস্থান ও অতিশয় ব্যায়াম বর্জ্জন করিবে। দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গী জন্তুকে দূরে বর্জ্জন করিবে। হিম, সম্মুখ বায়ু ও রৌদ্র স্পর্শ করিবে না।

নগ্ন হইয়া স্নান ও শয়ন করিবে না বা কিছু স্পর্শ করিবে না; মুক্ত কচ্ছে আচমন ও দেবাদির পূজা করিবে না, স্নানের পর আর্দ্রকেশ কম্পিত করিবে না, দাঁড়াইয়া আচমন করিবে না, পদের দ্বারা পদ আক্রমণ করিবে না, পূজ্যগণের সম্মুখে পদ প্রসারণ করিবে না, দণ্ডায়মান হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে না; পথে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু ও পূজ্যগণের সম্মুখে ষ্ঠীবন (থুথু) ও মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। শ্লেষ্মা, বিষ্ঠামূত্র ও রক্ত কদাচ লঙ্ঘন করিবে না, ভোজনকালে ষ্ঠীবন ও শ্লেষ্মা ত্যাগ করবে না। স্ত্রীলোক-গণকে অপমান ও বিশ্বাস করিবে না। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঈর্ষা করিবে না, বৃষ্টি ও রৌদ্রে ছত্র ধারণ করিবে, শরীর রক্ষার্থে সর্ব্বদা পাদুকা পরিধান করিয়া গমন করিবে। ঊর্দ্ধে, বক্রভাবে ও দূরে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিবে না, প্রিয় বাক্য অহিতকর হইলেও তাহা বলিবে না, হিতকরবাক্য অপ্রিয় হইলেও বলিবে।

শ্রাদ্ধ, ব্রত, জপ, দান, দেবতার্চ্চন, যজ্ঞ ও তর্পণকারিকে অভিবাদন করিবে না, স্নানকারী, ধাবমান, অশুচি, ভোজনকারী, শয়ান, অভ্যক্ত-মস্তক, ভিক্ষান্নধারী, রমমান ও জলমধ্যস্থ এই সকল ব্যক্তিকে স্বয়ং নমস্কৃত হইলেও প্রতি নমস্কার করিবে না। অসৎ শাস্ত্র, অসতের সহিত বাস ও

অসৎ সেবা বর্জ্জন করিবে; কেশ সংস্কার, আদর্শে মুখদর্শন ও দেবতাদিগের তর্পণ পূর্ব্বাহ্নেই করিবে। রজস্বলা স্ত্রীর দর্শন, স্পর্শন ও তাহার সহিত সম্ভাষণ বর্জ্জন করিবে। ব্রাহ্মণ, রাজা, ক্ষুধাদি পীড়িত, কৃশ, অধিক বিদ্বান, গুর্ব্বিণী, ভারবাহক ও বৈষ্ণব এই সকল লোককে পথ দিবে, স্নান করিয়া পরিধান ও উত্তরীয় বস্ত্র ঝাড়িবে না। মূর্খ, উন্মত্ত, বিপদগ্রস্ত, বিরূপ, ধূর্ত্ত, অঙ্গহীন ও অধম এই সকল লোককে উপহাস করিবে না বা ইহাদের প্রতি দোষারোপ করিবে না। পরকে দণ্ড দিবে না, পুত্র ও শিষ্যকে শিক্ষার্থ দণ্ড দিবে।

অস্নাত ও স্নানোত্থিত ব্যক্তির গাত্রে অনুলেপন দিবে না, রক্তবস্ত্র ও চিত্র বিচিত্র বস্ত্র ধারণ করিবে না, ক্ষৌরকর্ম্মের অন্তে বা স্ত্রীসম্ভোগান্তে ও শ্মশান ভূমিতে গমন করিয়া স্নান করিবে। অঙ্গুলিদ্বারা জলপান করিবে না, পাকার্থে অগ্নিতে মুখদ্বারা ফুঁ দিবে না, সস্নেহ মনুষ্যাস্থি স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে; নিঃস্নেহ মনুষ্যাস্থি স্পর্শ করিলে আচমন বা গোস্পর্শ কিম্বা সূর্য্য দর্শন করিলে শুদ্ধ হইবে। আপদকালেও কখনও ব্রহ্মস্ব হরণ করিবে না, নগ্না স্ত্রীলোক বা নগ্ন পুরুষকে অবলোকন করিবে না, মল, মূত্র ত্যাগকারিণী পত্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। মস্তকে মর্দ্দনের অবশিষ্ট তৈল অন্য অঙ্গে দিবে না; হস্ত পদদ্বারা জলে আঘাত করিবে না, ইষ্টক ও ফল দ্বারা ফল আঘাত করিবে না, ম্লেচ্ছ ভাষা শিক্ষা করিবে না, চরণদ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না, ক্রোড়ে ভক্ষ্যদ্রব্য রাখিয়া ভক্ষণ করিবে না; সুপ্ত ব্যক্তিকে চেতন করাইবে না; স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিবে না, প্রাতঃকালের রৌদ্র সেবন করিবে না, চিতাধূম বর্জ্জন করিবে। একাকী শয়ন করিবে না; অকারণে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না, পদদ্বারা পদ প্রক্ষালন করিবে না; অগ্নিতে পদদ্বয় উত্তপ্ত করিবে না, কাংস্যপাত্রে পা দিবে না।

জলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না, উচ্ছিষ্ট হইয়া গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি স্পর্শ করিবে না, অগ্নি লঙ্ঘন করিবে না, রাত্রে তিল মিশ্রিত দ্রব্য ত্যাগ করিবে। পশু, সর্প ও পক্ষিগণকে পরস্পর যুদ্ধ করাইবে না; বস্ত্রদ্বারা বীজন করিবে না, অগ্নি, গো এবং ব্রাহ্মণাদির মধ্যদিয়া গমন করিবে না; দুগ্ধের সহিত তক্র ভক্ষণ করিবে না, বৎস হীন গাভীর দুগ্ধ, উষ্ট্রীর দুগ্ধ, প্রসবের পর দশদিন গত হয় নাই এমন গাভীর দুগ্ধ, মেষ দুগ্ধ ও বৃষভাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিতে নাই, নখ দ্বারা নখচ্ছেদন করিতে নাই, হস্ততলে রাখিয়া, ফুৎকার সংযুক্ত করিয়া বা প্রসারিত অঙ্গুলিদ্বারা ভোজন করিলে ঐ ভোজন গোমাংস তুল্য হয়; বিষ্ঠাভোজী গাভীর দুগ্ধ পান করিতে নাই, শুধু অঙ্গুলি দ্বারা দন্ত মার্জ্জন, সামুদ্র ও সৈন্ধব ভিন্ন অন্যপ্রকার প্রত্যক্ষ লবণ ভক্ষণ এবং মৃত্তিকা ভক্ষণ গোমাংস তুল্য। দিবসে কপিত্থ বৃক্ষের ছায়া সেবন ও রাত্রিতে দধিভোজন করিলে এবং কার্পাস বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ করিলে ইন্দ্রও লক্ষ্মীভ্রষ্ট হন। বার্ত্তাকু, জালিকা-শাক, কুসুম্ভশাক, অম্লম্তক, পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) লশুন (রশুন) কাঞ্জিক (কাঁজি) নির্য্যাস, গৃঞ্জন (গাঁজর) কিংশুক, উড়ুম্বর (যজ্ঞডুমুর) ও গোলালাউ ভক্ষণ বা নিবেদন করিতে নাই, মদ্যপান বা নিবেদন একেবারে নিষিদ্ধ।"

আমরা যেরূপ ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি তাহাতে উপরোক্ত বিধি কতদূর পালন করিতে সমর্থ হইব তাহা শ্রীভগবানই জানেন, তথাপি যদি কোন ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী এই সকল বিধি প্রতিপালন দ্বারা নিজ জীবন পবিত্র করিতে সমর্থ হন সেইজন্যই আমরা শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। তবে শাস্ত্রোক্ত আচার সমূহ প্রতিপালন করা যে অশেষ কল্যাণের নিদান তাহা বলাই বাহুল্য।

ভক্তেরধন শ্রীমদ্ভাগবত

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী ভক্তিভূষণ।)

যে ব্যক্তি ভক্তিযোগ লাভ ইচ্ছুক তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবা ও আরাধনায় তৎপর হন। সকাম ভক্তি ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ সেবা অর্চ্চনা গুণে নিষ্কাম ভক্তিতে পরিণত হয়। (শ্রীশ্রী চৈঃ চঃ মধ্য, ২২শ পঃ) কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ অবিধিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা (শ্রীগীতা ৯।২৩) করেন বলিয়া তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সম্ভূত অমৃতের সন্ধান পান না। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে "মহাত্মা সাধু পুরুষগণের অনুষ্ঠেয় ফলাভিসন্ধিরূপ কাপট্যাদি শূন্য মাৎসর্য্য বিহীন পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে।"

শ্রী ভাঃ ১।১।৪ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে "মুক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা ভব-ব্যাধির মহৌষধ স্বরূপ এবং বিষয়ীগণের ইহা কর্ণ-কর্ণের তৃপ্তিকর। অতএব আত্মঘাতী (শ্রীগীতা ৩।৫,৬) বা পশুঘাতী মহাপাপী ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি ইহাতে বীতশ্রদ্ধ হইতে পারে?"

তবে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পথাশ্রিত ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বীতশ্রদ্ধ কেন? তাঁহারা সকাম, সুতরাং বিষয়ী। অথচ তাঁহারা বিষয়ীর ন্যায় নিজেদিগকে সংসারাবদ্ধ জীব বিবেচনা করেন না। তাঁহারা সাধক অভিমান লইয়া কর্ম্ম করেন। এই অভিমান তাঁহাদিগকে অন্ধ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের গূঢ় কারণ শ্রীভাঃ ৯।২৪।৬১ শ্লোকে উল্লেখ

আছে। "যদিও সঙ্কল্প মাত্রেই ভূভার-হরণে সমর্থ ছিলেন, তথাপি কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্মিবে, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক দুঃখ, শোক ও তমোগুণের নাশক পবিত্র যশ বিস্তার করিয়াছেন। ঐ যশ সাধুপুরুষদিগের কর্ণামৃত এবং শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্বরূপ। একবার মাত্র তাহা শ্রোত্ররূপ অঞ্জলি দ্বারা পান করিলে, পুরুষ কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করিতে সম্যক্‌রূপে সমর্থ হইয়া থাকে।"

শ্রীগীতা ৪।৭ শ্লোকে যে "আত্মানং" শব্দ আছে তাহার অর্থ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কন্ধ বর্ণিত শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীব্রজলীলা স্মরণ। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কন্ধ বর্ণিত শ্রীলীলা পাঠ, শ্রবণ ও স্মরণের জন্য ব্যাকুল হইলে শ্রীগীতা ১০।৯।১১শ শ্লোক অনুসারে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্য্যামি রূপে অন্তরে ও শ্রীগুরুদেব (শ্রীভাঃ ১১।১৭।২৭) রূপে বাহিরে উপলব্ধি হয়। ইহাই শ্রীগীতা ৪।৮ শ্লোকের প্রতিজ্ঞা পূরণ। সাধু, ভক্ত ও বৈষ্ণব গুরুপর্য্যায় ভুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র যশ কিরূপ তাহা তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ও প্রেম প্রচার দ্বারা জানাইয়াছেন। শ্রীবেদ ও শ্রীউপনিষদের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য শ্রীশ্রীচৈঃ চঃ। এমতে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র যশ সম্বন্ধে জ্ঞান উপলব্ধি লাভ করিতে হইলে—

(১) অগ্রে মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যের নিকট বিধিমত দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক।

(২) দীক্ষাগুরুর সন্তোষবিধান জন্য তাঁহার নির্দ্দেশ মত সাধন ভজন করিতে হইবে।

(৩) দীক্ষা গুরুর আশীর্ব্বাদ লাভ হইলে "তৃণাদপি সুনীচেন" ভাবটী আত্মসাৎ করিবার জন্য বৈষ্ণবের পদরজে গড়াগড়ি দিয়া নিজের

সাধনভজন সম্ভূত শক্তিকে শ্রীগুরুদেবের কৃপার দান জ্ঞান, করিয়া "অহং" জ্ঞান শূন্য হইতে হইবে।

(৪) বৈষ্ণব শিক্ষাগুরুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈঃ চঃ অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিবার জন্য শ্রীপাদগোস্বামী সঙ্কলিত শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীশ্রী চৈঃ চঃ গ্রন্থের টীকা আদর ও বিশ্বাসের সহিত পাঠ করিতে হইবে।

(৫) শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন আশ্রয় পূর্ব্বক * যুক্ত বৈরাগ্য লইয়া জন্ম-স্থানের মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিয়া মনটী শ্রীবৃন্দাবনের লীলা স্থলে ফেলিয়া রাখিতে হইবে।

"ভারতে হিন্দুর পর্ব্ব তালিকা"

(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট সাহিত্যরত্ন।)

(১০০০ খৃষ্টাব্দে বা ৯০০শত বৎসর পূর্ব্বে)

(আলবেরুণীর ভারত বর্ণনা হইতে)

১। চৈত্র শুক্লা একাদশীতে—চৈত্র হিন্দোল উৎসব। ঐ দিনে শ্রীকৃষ্ণকে দোলায় চাপাইয়া দোল দেওয়া হইত।

চৈত্র পুর্ণিমা—বসন্তোৎসব। (স্ত্রীলোকদিগের পর্ব্ব)

২। বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায়—গৌরী তৃতীয়া পর্ব্ব। স্ত্রীলোকেরা ঐ দিনে গৌরীপূজা করিতেন।

---

* তথাহি শ্রীশ্রীচৈঃ চঃ মধ্য, ২৩শঃ ধৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১২৫)—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥'

বৈশাখী শুক্লা দশমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শস্যক্ষেত্রের পূজা ও বলিদান। পূজার পর কৃষিকার্য্য আরম্ভ।

বসন্তকালে যখন দিন রাত্র সমান হয় তখন একটী পর্ব্ব হয় তাহাতে ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ভোজ্য দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

৩। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা প্রতিপদ—বারুণী স্নান।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা—রূপপঞ্চ উৎসব। এইপর্ব্বটী কেবল স্ত্রীলোকের।

৪। আষাঢ় মাসে পুরাতন তৈজস বিক্রয় করিয়া নূতন খরিদ করিত এবং কাঙ্গালী ভোজন করার ব্যবস্থা ছিল।

৫। শ্রাবণ পূর্ণিমা—প্রত্যেক গৃহস্থ ব্রাহ্মণভোজন করাইত।

৬। ভাদ্র শুক্লা প্রতিপদ (?) পিতৃ পিণ্ডদান পর্ব্ব।

ভাদ্র শুক্লা তৃতীয়া—স্ত্রীলোকদের পর্ব্ব।

ভাদ্র শুক্লা ষষ্ঠী—কারাগারে বন্দীগণকে ভোজ্য প্রদান।

ভাদ্রমাসের ৮ই তারিখে গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণ সন্তান প্রসব জন্য ব্রত করিতেন এবং পুরোহিতকে পৈতাদান করিতেন।

৭। অশ্বযুথ বা আশ্বিন মাসের শুক্লানবমী—মহানবমী উৎসব। চিনির লাড়ু করিয়া ভগবতীর পূজা। এই মাসে ইক্ষু কর্ত্তন হইত। আশ্বিনমাসের ১৫ই, ১৬ই ও ২৩শে অপরাপর পর্ব্বোৎসব হইত।

৮। কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদ—দীপালী উৎসব। রাত্রে গৃহে গৃহে দীপদান হইত।

৯। অগ্রহায়ণ শুক্লা তৃতীয়া—স্ত্রীলোকেরা গৌরীপূজা করিতেন।

অগ্রহায়ণের পূর্ণিমা স্ত্রীলোকদিগের ব্রত।

১০। পৌষ মাসে অনেক পার্ব্বণ হইত।

১১। মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় গৌরী পূজা হইত।

১২। ফাল্গুনী শুক্লা সপ্তমী—ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রত।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায়—দোল উৎসব। পরে শিবরাত্রী ব্রতোৎসব।

বিদেশী পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে হিন্দুর উৎসব বর্ণনায় অনেক ভ্রম থাকারই সম্ভব। চৈত্র শুক্ল একাদশী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যে দোলের কথা লিখিত আছে ইহাতে আমাদের যুগল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দেরই দোল বলিয়া বেশ অনুমিত হয়। অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা ভারতে যুগল শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ পূর্ব্বে ছিল না, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কর্ত্তৃকই যুগল বিগ্রহ প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে পাহাড়পুর স্তূপ আবিষ্কারে সে ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ ঐ স্তূপমধ্যে ৮।৯ শত বৎসরের ও প্রাচীন শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল শ্রীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যাঁহারা হিন্দুর পর্ব্বাদিকে আধুনিক কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য বিদেশী পরিব্রাজকের লিখিত উৎসবাদির তালিকার কিঞ্চিৎমাত্র আমরা এখানে দেখাইলাম।

বাসনা

(শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন।)

কবে গো নাচিবে　　রসনা আমার
জয় গান সদা তাঁর
কবে গো শুনিবে　　শ্রবণ আমার
বাঁশরী ধ্বনি তাঁর।
পরশ পাইবে　　হৃদয় আমার
সকল পরশ সার।
পাইবে দেখিতে　　নয়ন আমার
নবঘন রূপ তাঁর॥

ছুটিয়া আসিবে নাশায় আমার
অঙ্গ গন্ধ তাঁর।
লুটিয়া পড়িবে দেহটী আমার
নামিবে জীবন ভার॥

প্রাপ্তগ্রন্থ সমালোচনা

১। নির্ম্মাল্য।—শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। গ্রন্থকার কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক। মূল্য মাত্র ছয় আনা। গ্রন্থখানি আকারে বড় না হইলেও বিষয় নির্ব্বাচনে, ভাবসম্পদে ও ভাষার গাম্ভীর্য্যে বিশেষ মূল্যবান। বিভিন্নসময়ে বিভিন্ন বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় গ্রন্থকারের যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল তাহার মধ্য হইতে ছয়টী প্রবন্ধ এই নির্ম্মাল্য রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে সরস্বতী স্তোত্রটী বড়ই মনোরম হইয়াছে। সকল প্রবন্ধগুলিই গ্রন্থকারের গবেষণার বিশেষ পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান নভেল প্লাবিত দেশে প্রত্যেক যুবককেই আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা ও উহার উন্নতির উপায়" প্রবন্ধটী বর্ত্তমান সময়োপযোগী বলিয়া আমরা মনে করি। প্রত্যেক পল্লীবাসীরই এটী পাঠকরা কর্ত্তব্য। সেবাধর্ম্ম, ভারতে মৃগয়া প্রথা প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ, পুরাণ ইতিহাস হইতে যেসকল প্রমাণ গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বিলক্ষণ সুচিন্তারই ফল বলিতে হইবে। মোট কথা আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরমানন্দ পাইয়াছি।

২। সন্দর্ভ-মঞ্জরী।—এইখানিও উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের প্রণীত, তবে এই গ্রন্থখানি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য ।/০ পাঁচআনা মাত্র। ঈশ্বর বন্দনম্। রামায়নীকথা। ভারতকথা-সংক্ষেপে। অশোক-চরিতম্। ভীষ্মচরিতম্। যুধিষ্ঠির কথা। কর্ণচরিতম্। শ্রীরামচরিতম্। লক্ষ্মণ-চরিতম্। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগরচরিতম্। আশুতোষ মাহাত্ম্যম্। বীরবর চরিতম্। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মহিমা। জন্মভূমি বন্দনম্। এই পনেরটী বিষয় গ্রন্থমধ্যে দেওয়া হইয়াছে। উভয়গ্রন্থই গ্রন্থকারের নিকট কুচবিহারে পাওয়া যায়।

—:০:—

বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

শ্রীধাম নবদ্বীপ রাধারমণবাগে শ্রীমতী ললিতা দেবী দিদিঠাকুরাণী খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহু গ্রাহক তাঁহার খবর জানিবার জন্য আমাদিগকে পত্রাদি দিতেছেন। আমরা প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া এই পত্রিকা দ্বারা জানাইতেছি যে, তিনি শ্রীরাধারমণের কৃপায় বর্ত্তমানে সুস্থ আছেন। শ্রীরাধারমণ তাঁহাকে সুস্থ রাখুন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

* * *

পূজনীয় শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় বেশ ভালই আছেন। বর্ত্তমানে তিনি বরাহনগর শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাট বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। আবার দিকে দিকে তাঁহার নাম প্রচারের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত। শ্রীনিতাইচাঁদ

তাঁহার পূর্ব্বশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাম প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক বাসনা।

* * *

"ভক্তি" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ভাগবতাশ্রমে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীঝুলন যাত্রা উৎসব হইয়া গিয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী, শ্রীমৎ হরিদাস বাবাজী ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী মহোদয়গণের কীর্ত্তনে ও শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণের সরস মধুর আলাপ আলোচনা ও সঙ্গীতে এবার উৎসবানন্দ বেশ ভাল ভাবেই হইয়াছে। বেদান্তরত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু পুরাণরত্ন নূতন শ্রীমন্দির ও নাট মন্দির করিয়া যেভাবে সমাগত ভক্তবৃন্দের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন তাহাতে যথার্থই আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। শেষ দুই দিন আলোকচিত্রে শ্রীকৃষ্ণ লীলা দেখাইয়া সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনাথ বাবুকে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি শ্রীভগবান উহার দিন দিন উন্নতি করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

* * *

দৈব দুর্ঘটনায় এবার শ্রাবণ মাসের ভক্তির পাণ্ডুলিপি নষ্ট হওয়ায় পুনর্ব্বার সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল। কাজেই ভাদ্র মাসের পত্রিকা প্রকাশেও একটু বিলম্ব হইবে গ্রাহকগণ চিন্তিত হইবেন না। যত শীঘ্র সম্ভব আমরা পত্রিকা বাহির করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমাধাই দাস।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত

শ্রীযুক্ত রাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত।

ব্যাসাবতার শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীগৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব-লীলাকথাময় এই নিত্যপাঠ্য মহাজনী গ্রন্থখানি যে কি উপাদেয় বস্তু, তাহা বর্ণনাতীত। এই গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায়ই আদরণীয়। ইহা নিত্য নিয়মপূর্ব্বক পাঠ করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে সুবিমল ভক্তি ও তজ্জনিত পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে এবং ভক্তি-সিদ্ধান্ত সমূহ স্বতঃই হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হয়। হিন্দুর গৃহে গৃহে এই গ্রন্থরত্ন বিরাজমান থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দুরূহ স্থল সমূহের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য এবং বহু শব্দার্থসহ উৎকৃষ্ট কাগজে বৃহৎ অক্ষরে যথাসাধ্য নির্ভুল করিয়া উত্তমরূপে মুদ্রিত। ভাল বাঁধাই। মূল্য—২৸০ আনা; ডাক-মাশুল ৸৵০ আনা।

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার

শ্রীগৌর-গোবিন্দ-ভজনসাধনোপযোগী নিত্য প্রয়োজনীয় অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ। দুইখণ্ডে ১২০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৸০ আনা; ডাঃ মাঃ ৵০ আনা। ৩য় খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে। প্রায় ৮০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে। মূল্য ১৸০ আনা ডাঃ মাঃ ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীপদ-কল্পতরু

অপূর্ব্ব কীর্ত্তন-গ্রন্থ। দুইখণ্ডে ২৬০০ পৃষ্ঠা; ৩১০০ পদ। মূল্য ৩৲ টাকার স্থলে ২৲ টাকা; কিন্তু "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" বা "শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত" গ্রন্থের বা এই পত্রিকার গ্রাহকগণ "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" অর্দ্ধমূল্য ১৸০ আনায় পাইবেন। ডাক মাশুল ১৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—বল্লভ কোম্পানীর ডাক্তারখানা, শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর সম্মুখে, কলিকাতা। ভিঃ পি ডাকে লইতে হইলে, শ্রীনিতাইপদ কাবাসী, ধাত্রকুড়িয়া, ২৪ পরগণা। এই ঠিকানায় পাইবেন।

"ভক্তি"র নাম উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

পুলিনের সিদ্ধ তৈল

খোস, চুল্‌কানি হইতে আরম্ভ করিয়া কাউর, কার্ব্বাঙ্কল

এমন কি, গলিতকুষ্ঠেরও উপকার হয়।

এক কথায় যাবতীয় ঘায়ের ব্রহ্মাস্ত্র।

এক শিশি ঘরে থাকিলে গৃহস্থের বিশেষ উপকার হইবে।

২ আউন্স শিশি ॥০ আনা। ৪ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

পুলিনস্ রিলিফ্ বাম

বাত, আঘাত, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, গলক্ষত, মাথাধরা, বুকে সর্দ্দি বসা, দাঁতের বা কাণের বেদনা প্রভৃতিতে অব্যর্থ। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা। একবার ব্যবহার করিলে ইহার গুণ কখনও ভুলিতে পারিবেন না।

প্রাপ্তিস্থান—সেন লাহা এণ্ড কোং

৫৩।এ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গলার সর্ব্বনাশকর ব্যাধি

ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার অমোঘ ঔষধ

পি, সি, দের

হজ্‌মি পাউডার

আহারান্তে গরম জলের সহিত দুই বেলা ব্যবহার করিলে যতদিনের যে কোন রকম ডিস্‌পেপ্‌সিয়াই হউক না কেন, নিশ্চয়ই ভাল হইবে। এক শিশি ॥০ আনা।

রাধারমণ সুধা

যক্ষ্মা, অম্লপিত্ত কিম্বা যে কোন প্রকার কঠিন ব্যাধি হেতু রক্ত বমন হউক না কেন, আরোগ্য হইবেই। যক্ষ্মা রোগের প্রারম্ভে নিয়মিত ব্যবহারে বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছে। এক সপ্তাহ ২৷৷০ টাকা, তিন সপ্তাহ ৬৲ টাকা।

একমাত্র সত্বাধিকারী পি, সি, দে

প্রাপ্তিস্থান—সেন লাহা এণ্ড কোং

৫৩।এ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"ভক্তি"র নাম উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।